# বার্ষিক প্রতিবেদন
(২০১৬-২০১৭)

# বার্ষিক প্রতিবেদন

## ২০১৬-২০১৭

**সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়**

## উপদেষ্টা

**আসাদুজ্জামান নূর, এমপি**

মাননীয় মন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

## সার্বিক তত্ত্বাবধান

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ
সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

## সম্পাদনা পরিষদ

| | |
|---|---|
| মোঃ মসিউর রহমান, অতিরিক্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় | আহবায়ক |
| অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, সচিব, বাংলা একাডেমি | সদস্য |
| জাহাঙ্গীর হোসেন চৌধুরী, সচিব, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি | সদস্য |
| মোঃ ফয়জুর রহমান ফারুকী, যুগ্মসচিব (অনুষ্ঠান), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় | সদস্য সচিব |

**প্রচ্ছদ : মোঃ ফয়জুর রহমান ফারুকী**

**যুগ্ম সচিব (অনুষ্ঠান), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়,**

**বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।**

**প্রকাশকাল : ---------------**

**মুদ্রণ : বাংলা একাডেমি প্রেস, ঢাকা**

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

**মন্ত্রী**

**সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়**

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**

# বাণী

একটি জাতির আত্মপরিচয়ের অন্যতম মাপকাঠি। বাংলাদেশের সংস্কৃতি সহস্রাব্দপ্রাচীন, বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ। এদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, নৃতত্ত্ব, মুক্তিযুদ্ধ ও সমকালীন শিল্প-সংস্কৃতি ইত্যাদির নির্দশন সংগ্রহ, সংরক্ষণ গবেষণা, প্রদর্শন, প্রকাশনা ও উন্নয়নে নিয়োজিত সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। প্রতিবছরের মতো এবারও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সামগ্রিক কর্মকান্ডের সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এটি একটি আনন্দসংবাদ। আমি এ শুভ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৭টি অঙ্গপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। দেশজ শিল্প-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যকে জাতীয় গন্ডি পেরিয়ে আন্তজার্তিক পরিমন্ডলে বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে এদেশের ভাবমূর্তি বহির্বিশ্বে আরও উজ্জল হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধকে ধারণপূর্বক একটি রুচিশীল, মানবিক, অসাম্প্রদায়িক ও মেধাবী জাতি গঠনের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন লালিত স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ গড়ার প্রয়াসে আমরা সম্মিলিতভাবে এগিয়ে চলেছি।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা থেকে প্রকাশিত এ পুস্তিকার মাধ্যমে জনগণ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

আসাদুজ্জামান নূর, এমপি
**মন্ত্রী**

**সচিব**

**সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়**

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।**

# বাণী

একটি প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে বছরব্যাপী সে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করার প্রয়াস থাকে। একদিকে এই প্রতিবেদন দায়বদ্ধতা এবং জবাবদিহিতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় অন্যদিকে এটি একটি স্বীকৃতিও বটে। এই বোধের ওপর ভিত্তি করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সম্পাদিত সামগ্রিক কার্যক্রমের ওপর বার্ষিক সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে, তা আবশ্যিকভাবে আমার কাছে এবং একইসঙ্গে মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য আনন্দের সংবাদ।

এই ভূখণ্ডের হাজার বছরের জীবন-বৈচিত্র্য, ইতিহাস, কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে হৃদয়ে লালন এবং ধারণপূর্বক যথাযথ সংরক্ষণ উন্নয়ন ও বিকাশকে অভ্যন্তরীণ ও আন্তজার্তিকভাবে প্রকাশ করতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি এ শুভযাত্রার অগ্রগামিতা ধারাবাহিকভাবে ধাবিত হবে আগামীর পথে। যে পথে দেখা মিলবে একটি মানবিকবোধসম্পন্ন, জ্ঞানদীপ্ত এবং অসাম্প্রদায়িক সমাজের।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মতো শ্রমসাধ্য কাজ যাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সফল হয়েছে তাঁদেরকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। নন্দিত এ প্রয়াস যেন তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি অবিচল থাকে এ আমার ঐকান্তিক প্রত্যাশা।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মো: নাসির উদ্দিন আহমেদ
সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

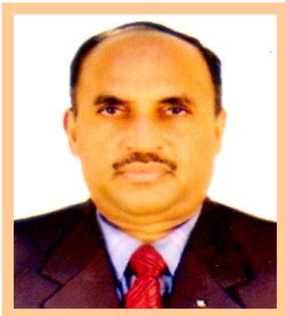

## মুখবন্ধ

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য প্রতিটি জাতির আত্মপরিচয়ের অন্যতম অনুষঙ্গ। সংস্কৃতি, সময় ও নদীর স্রোতের মতো বহমান ধারা, যা সমাজের গোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি ও পেশার মানুষের জীবনচেতনা, আচার-অনুষ্ঠান, মূল্যবোধ, বিশ্বাসসহ সামগ্রিক বিষয়ের প্রতিচ্ছবি হিসেবে ভাস্বর।

বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি হাজার বছরের প্রাচীন। এদেশের সবুজ-শ্যামল মায়াময় পরিবেশ, সুফলা ভূমি, সম্পদের প্রাচুর্য, মানুষের অকৃত্রিম আতিথেয়তায় যুগে যুগে বাঁধা পড়েছে বিভিন্ন ভাষাভাষী, বর্ণ, ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীর মানুষ। তাদের সম্মিলিত মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে এদেশের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল।

সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং দেশ ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের যথাযথ বিকাশ, সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছে। অপসংস্কৃতি রোধ, মেধা ও মননশীলতার চর্চা, পাঠক ও পাঠাভ্যাস তৈরির মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন, লোকজ সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশ, মানবিকবোধসম্পন্ন মুক্ত চিন্তার মানুষ তৈরির মাধ্যমে একটি উদারনৈতিক, উন্নত এবং সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে এ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী জাতীয় পর্যায়ে উদযাপন, দেশব্যাপী বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখ পালন, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে একুশে পদক প্রদান, অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবী, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও বেসরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহকে আর্থিক সহায়তা ও অনুদান প্রদান ইত্যাদি সাম্প্রতিক কালের উল্লেখযোগ্য কাজ। বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে বিশ্বসভায় পৌঁছে দিতে বর্তমানে পৃথিবীর ৪০টি দেশের সাথে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক চুক্তি রয়েছে। এ লক্ষ্য বিভিন্ন দেশের সাথে চলমান সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রমের আওতায় বর্তমান সরকারের সময়ে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক দল যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, চীন, স্পেন, কুয়েত ইতালি, জাপান, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ সফর করেছে। অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, চীনসহ উল্লেখযোগ্যসংখ্যক দেশের সাংস্কৃতিক দল বাংলাদেশ সফর করেছে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের সামগ্রিক কার্যক্রমের ওপর বিশ্লেষণধর্মী সচিত্র তথ্যাদি এ প্রতিবেদনে স্থান পেয়েছে। এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম ও পরিকল্পনা সম্পর্কে সকলে অবহিত হতে পারবে বলে আশা রাখছি। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ মসিউর রহমান

অতিরিক্ত সচিব
ও
সভাপতি, সম্পাদনা পরিষদ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

# সূচিপত্র


| ক্রমিক নং | বিষয় | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| ০১. | ভূমিকা | |
| ০২. | সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি | |
| ০৩. | ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্পাদিত কার্যাবলি | |
| ০৪. | মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প এবং উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহের বিবরণ | |
| ০৫. | মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম | |

১. প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
২. গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর
৩. আরকাইভস্ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
৪. কপিরাইট অফিস
৫. বাংলা একাডেমি
৬. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
৭. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
৮. নজরুল ইনস্টিটিউট
৯. জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা
১০. বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
১১. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি, বিরিশিরি
১২. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, রাংগামাটি
১৩. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান
১৪. কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
১৫. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি
১৬. রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, রাজশাহী
১৭. মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি, মৌলভীবাজার

# সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ভূমিকা

সুপ্রাচীন গৌরবময় ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের লীলাভূমি এই বাংলাদেশ। ভৌগোলিক অবকাঠামো এবং নৈসর্গিক সৌন্দর্য আমাদের জাতিসত্তাকে সমৃদ্ধ এবং অলংকৃত করেছে। জীবনকে মহৎ ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত করে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের রয়েছে অবিনশ্বর বীরত্বগাথা। বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশেই এ দেশের কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে ১৯৭২ সালে সর্বপ্রথম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় সাংস্কৃতিক বিষয়াবলি ও কার্যক্রম গৃহীত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে ২৪ মে ১৯৮৮ তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নামে পৃথক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়।

গৌরব করার মতো এক সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী বাংলাদেশ। জারি-সারি বাউল ও ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা, আলকাপের দেশ বাংলাদেশ। গানের দেশ ও সুরের দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বে একটি স্বীকৃত নাম। আবহমানকাল ধরে বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ধারণ ও লালন করে চলছে এদেশের আপামর জনগণ। অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি এ দেশের মায়াবি প্রাকৃতিক পরিবেশ, বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও মতের মানুষের সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন, বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ছাড়াও অসংখ্য লোকজ উৎসব এবং শিল্প সংস্কৃতির চর্চা এদেশের সংস্কৃতির অনন্য বৈশিষ্ট্য। এদেশের মানুষের মন সহজ, সরল ও কাদামাটির মতো নরম হলেও অন্যায়, অবিচার, শোষণ এবং পরাধীনতার বিরুদ্ধে তারা ইস্পাতকঠিন চারিত্রিক দৃঢ়তার অধিকারী। মাতৃভাষার জন্য বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ এ সবই আমাদের গৌরবময় জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ। বাঙালি জাতির এ বৈচিত্র্যমণ্ডিত ও ঐহিত্যবাহী সংস্কৃতির যথাযথ পরিচর্যা, লালন, উন্নয়ন ও সাবলীল বিকাশে সর্বাত্মক সহযোগিতা জুগিয়ে যাওয়া, এগুলোর উপযুক্ত সংরক্ষণ এবং দেশে বিদেশে এগুলোকে তুলে ধরার মহান দায়িত্ব সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত রয়েছে।

### অভিলক্ষ্য (Mission)

দেশজ সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সমকালীন শিল্প ও সাহিত্য সংরক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন।

### রূপকল্প (Vision)

সংস্কৃতিমনস্ক মেধাবী জাতি।

### সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি

- দেশের আবহমান ঐতিহ্যের অনুসরণে সংস্কৃতি নীতিমালা প্রণয়ন/ পরিমার্জন ও প্রয়োগ;
- সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, নৃতত্ত্ব, মুক্তিযুদ্ধ ও সমকালীন শিল্প সংস্কৃতি ইত্যাদির নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ গবেষণা, প্রদর্শন, প্রকাশনা ও উন্নয়ন;
- প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ চিহ্নিতকরণ, উৎখনন, সংস্কার, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন;
- সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মের মেধাসত্ব সংরক্ষণ;
- সরকারি-বেসরকারি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন;
- ভাষা, শিল্প-সাহিত্য ও ঐতিহ্য বিষয়ক গবেষণা ও প্রকাশনা;
- জাতীয় দিবস ও উৎসবসমূহ উদযাপন; এবং
- বিভিন্ন দেশের সাথে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ।

## সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং অগ্রাধিকার কর্মসূচিসমূহ

- **মাতৃভাষাসহ দেশজ সংস্কৃতির সংরক্ষণ, বিকাশ ও উন্নয়ন :** বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ইতিহাস সমুন্নত রাখার জন্য ২১শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন, পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ উদযাপন, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি যথা-সংগীত, নৃত্য, নাট্যকলা, চারুকলা ইত্যাদি লালন, বিকাশ সাধন ও উন্নয়নের লক্ষ্য আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উৎসবের আয়োজন করা প্রয়োজন। এ ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজনও গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য এ খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।
- **হাজার বছরের ঐতিহ্য, ইতিহাস, ধর্ম বিশ্বাস ও চেতনাকে সমুন্নত রাখা :** দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদন প্রকাশ, প্রত্নস্থলে নতুন জাদুঘর স্থাপন, জাতীয় এবং আঞ্চলিক ও বিষয়ভিত্তিক জাদুঘর সম্প্রসারণ, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নিবন্ধীকরণ এবং ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজ বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। এ সকল কার্যক্রম প্রদর্শন ও ওয়েব সাইটের মাধ্যমে তথ্যাবলি প্রকাশ করে জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য এ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।
- **জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা :** মানসম্মত ও শিক্ষামূলক গ্রন্থের সরবরাহ বাড়িয়ে ও গ্রন্থাগারের উন্নয়নের মাধ্যমে সর্বসাধারণের পাঠাভ্যাস ও শিক্ষা প্রসারের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। এ লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলায় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নতুন পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠিত পাঠাগারসমূহকে আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। এ ছাড়াও আধুনিক ও মানসম্মত পাঠাগার প্রতিষ্ঠা এবং ই-বুক এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গবেষণা ও রেফারেন্স লাইব্রেরির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য এ খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

## সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা

১. প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

২. গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর

৩. আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর

৪. কপিরাইট অফিস

৫. বাংলা একাডেমি

৬. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

৭. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

৮. নজরুল ইন্সটিটিউট

৯. জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা

১০. বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

১১. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি, বিরিশিরি

১২. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, রাঙ্গামাটি

১৩. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, বান্দরবান

১৪. কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

১৫. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি

১৬. রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, রাজশাহী

১৭. মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি, মৌলভীবাজার

## ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি

- জাতীয় জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৭ জন সুধীকে ‘একুশে পদক ২০১৭’ প্রদান করা হয়।
- যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০১৭ উদ্‌যাপন করা হয়।

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একুশে পদক ২০১৭ প্রদান করছেন।

- ২৫ বৈশাখ / ৮ মে ২০১৭ তারিখে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৬তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষে ০৮ মে ২০১৭ তারিখ রবীন্দ্র-স্মৃতি-বিজড়িত নওগাঁর পতিসরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মূল অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। এছাড়া ঢাকাসহ রবীন্দ্র-স্মৃতি-বিজড়িত কুষ্টিয়ার শিলাইদহ, সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর ও খুলনার দক্ষিণডিহিতে দেশের সকল জেলা, উপজেলা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশ্বকবির সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।
- ১১ জ্যৈষ্ঠ / ২৫ মে ২০১৭ তারিখে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৮তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষে ২৫ মে ২০১৭ তারিখ ঢাকায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মূল অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। ঢাকাসহ নজরুল-স্মৃতি-বিজড়িত ময়মনসিংহের ত্রিশালা, কুমিল্লা ও চট্রগ্রামসহ দেশের সকল জেলা, উপজেলা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর ১১৮ তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়েছে। চট্রগ্রাম জেলায় আয়োজন করা হয়।

**চিত্র: মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৮তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন।**

**চিত্র: মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত নওগাঁ'র পতিসরে অনুষ্ঠিত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৬তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন।**

- ঢাকাসহ সারাদেশে সরকারিভাবে পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ ১৪২৪ উদযাপন করা হয়। নববর্ষ উদ্‌যাপনের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়।
- সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সারাদেশে 'নবান্ন উৎসব' উদ্‌যাপন করা হয়েছে।
- মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনের লক্ষ্যে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সংস্কৃতি মনস্ক করে গড়ে তুলার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 'সংস্কৃতি চর্চা' কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৮ টি জেলায় 'সংস্কৃতি চর্চা' কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৮০ টি বিদ্যালয়ে হারমোনিয়াম ও তবলা সরবরাহ করা হয়েছে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সংস্কৃতি চর্চার প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষকগণকে সম্মানী প্রদান করা হয়।
- মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস/২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
- ১৫ আগস্ট ২০১৭ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪২তম শাহাদতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়।
- ১৭ মার্চ ২০১৭ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন করা হয়।
- বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি অন্যতম কাজ। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এ পর্যন্ত বিশ্বের ৪১ টি দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক চুক্তি/সমঝোতা স্মারক রয়েছে। এছাড়া আরও ১১ টি দেশের সাথে সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।
- ১৮-২০ এপ্রিল ২০১৭ সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভুটান সফর উপলক্ষে বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সাংস্কৃতিক চুক্তি বাস্তবায়ন খাতে ২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দকৃত অর্থ যুক্তরাজ্য, শ্রীলংকা, জাপান, কোরিয়া, চীন, মিশর, ফিজি, ইন্দোনেশিয়া, নরওয়ে, অস্ট্রিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভারত, ইথিওপিয়া, নেপাল, থাইল্যান্ড, কানাডা, কাতার, স্পেন, ফ্রান্স, ভুটান ও সিঙ্গাপুর মোট ৩৪ টি সাংস্কৃতিক দল / প্রতিনিধিদল সফরের জন্য ব্যয় হয়েছে।
- ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বেসরকারী পাঠাগারে ১১৩৯টি প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে ৫৯৪টি পাঠাগারে অনুদান প্রদান করা হয়। বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ ২.৫০ (দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা)।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রশংসাযোগ্য ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য আর্থিকভাবে অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের ভাতা খাত হতে ৪,৫৫,৩০,০০০/- (চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা এবং উপযোজন ৫৬,৪০,০০০/- (ছাপান্ন লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা বিভিন্ন জেলার মোট ২৭২৬ জন সংস্কৃতিসেবীকে বিভিন্ন হারে ভাতা প্রদান করা হয়।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে চারুশিল্প, থিয়েটার ইত্যাদি খাত হতে ৩,৪৫,০০,০০০/- (তিন কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ) টাকা দেশের ৮১৮ টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনুদান হিসেবে বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

১৫.১ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত)

| প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা | প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়) | প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার | প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ০৯ (নয়) টি | ১০৯.১৮ কোটি (একশত নয় কোটি আঠারো লক্ষ) টাকা | ৮৯.২৯৭৪ কোটি ঊনানব্বই কোটি ঊনত্রিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার) টাকা (৮১.৭৯%) | ০৭ (সাত) টি |

১৫.২ প্রকল্পের অবস্থা (০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত)

| শুরু করা নতুন প্রকল্পসমূহ | প্রতিবেদনাধীন বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা | প্রতিবেদনাধীন বছরে উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা | প্রতিবেদনাধীন বছরে চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসাবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো |
|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ০২ (দুই)টি | সাউথ এশিয়ান ট্যুরিজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (এডিবি সহায়তা) | ০০ | ষাট গম্বুজ মসজিদ (বাগেরহাট), পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার (মহাস্থানগড়) এবং কান্তজিউ মন্দির (দিনাজপুর) ইত্যাদি স্থানে প্রত্ননির্দশন সংরক্ষণ এবং পর্যটকদের সুবিধার্থে বিশ্রামগার, অভ্যন্তরীণ পথ, টয়লেট নির্মাণ এবং সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। |

## প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

**পরিচিতি :** দেশের গৌরবময় জাতীয় ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সভ্যতার নিদর্শনসমূহের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ, অনুসন্ধান, খনন, সংগ্রহ, প্রত্নবস্তুর নিবন্ধীকরন, সংস্কার-সংরক্ষণ ও প্রদর্শন এবং তৎসংক্রান্ত গবেষণা ও প্রকাশনামূলক কার্যাবলির জন্য ১৮৬১ সালে বৃটিশ ভারতে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সৃষ্টির পর হতে বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে । দেশব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সংরক্ষিত ৪৮৩টি প্রাচীন নিদর্শন ও ১৯টি জাদুঘরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে মাত্র ৪৬৩টি পদ রয়েছে। এর মধ্যে নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারকে UNESCO ১৯৮৫ সালে এবং খলিফাতাবাদ নগর (মস্ক সিটি অব বাগেরহাট) কে ১৯৯২ সালে বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত করেছে। ২৩ টি প্রত্নতাত্ত্বিক সাইট ও জাদুঘর প্রবেশ মূল্য দিয়ে দেশী-বিদেশী দর্শনার্থী ও পর্যটকগণ পরিদর্শন করেন যা সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে এবং দেশের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে পরিচিত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

## ০২। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যাবলি (উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ)

- সাউথ এশিয়া ট্যুরিজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট এর মাধ্যমে পাহাড়পুর (সোমপুর) বৌদ্ধ বিহার, বদলগাছী, নওগাঁ, মহাস্থানগড়, শিবগঞ্জ, বগুড়া, কান্তজির মন্দির, কাহারোল, দিনাজপুর এবং ষাট গম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাট এলাকায় পর্যটন সুবিধার ব্যাপক উন্নয়ন করা হয়েছে। পর্যটকদের সুবিধার জন্য স্যুভিনিয়র শপ, ফুডকোর্ড, ডরমেটরী, টয়লেট, ভিজিটর সেড, ওয়াকওয়ে, রেস্ট হাউজ ও গাড়ী পার্কিং সুবিধাদি বৃদ্ধি করা হয়েছে ।
- পানাম নগর, আরমেনিয়ান গির্জা, মুক্তাগাছা জমিদার বাড়ি, ময়মনসিংহের শশীলজ, ইদ্রাকপুর দুর্গসহ ৬৪টি প্রত্নস্থল প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্কার-সংরক্ষণ, মেরামত, নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত করে প্রত্নস্থলগুলো পর্যটক বান্ধব করা হয়েছে।
- ভারত সরকারের অনুদানে কুষ্টিয়াস্থ শিলাইদহ রবীন্দ্রকুঠি বাড়িতে বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ কাজ, দিনাজপুরে জাদুঘর নির্মাণের কাজ এবং কুমিল্লা ময়নামতিস্থ বিভাগীয় আঞ্চলিক অফিস ভবন নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে।
- ৫৪০টি স্থাপনা ও স্থানান্তরযোগ্য নিদর্শনের চিহ্নিতকরণ ও নিবন্ধীকরণ তালিকায় অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে।
- পর্যটক আকর্ষণীয় ৫টি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষণার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- নেত্রকোনা জেলার রোইলবাড়ি দুর্গ প্রত্নস্থলে পরীক্ষামূলকসহ নওগাঁ জেলার আগ্রাদ্বিগুন, নীলফামারী জেলার বিন্নার দিঘি, জলঢাকা উপজেলার ধর্মপালগড়, খেড়কাটি সতিষেরডাঙ্গা, নরসিংদী জেলার অসমরাজার গড় (উয়ারি বটেশ্বর), কুমিল্লার রাণী ময়নামতির বাংলো প্রত্নস্থল, বাগেরহাট জেলার খান জাহানের বসত ভিটা, চুড়াডাঙ্গা জেলার কালুরপোল রাজার ঢিবি ৮টি প্রত্নস্থলে উৎখনন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। খননে উন্মোচিত খননসহল ও নিদর্শনসমূহের নিবন্ধীকরণ ও প্রদর্শনযোগ্য করে উপস্থাপন, উৎখননের প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।
- দর্শনার্থীদের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা প্রত্নস্থলে ২১.০৫ লক্ষ ও জাদুঘরে ২৬.০৩ লক্ষ অর্জিত হয়েছে ।
- ০৮টিতে প্রশিক্ষণে ১২৫ জন প্রশিক্ষনার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। সকল স্তরের কর্মচারিদেরকে ৬০ জনঘন্টা হারে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে অন দ্যা জব ট্রেনিং নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়েছে ।
- ০৫টি প্রদর্শনীর আয়োজন, ৪৭৫ গ্রন্থ সংগ্রহ, ০১ গবেষণামূলক প্রতিবেদন ও ০৫ ফোল্ডার প্রকাশ করা হয়েছে।
- ৩১টি নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।
- ১৭৮টি প্রত্নবস্তু ও ০৩টি পুরাকীর্তির রাসায়নিক পরিচর্যা, ১৮টি রাসায়নিক পরীক্ষা, ৬৮টি কাগজাত সংরক্ষণ এবং ১১টি প্রত্নবস্তুর রেপলিকা তৈরি করা হয়েছে।
- আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক বিভিন্ন স্থান হতে উদ্ধারকৃত মোট ৯ টি আলামত রাসায়নিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক পরীক্ষার-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার পর প্রত্নবস্তু সনাক্তকরণ কমিটি কর্তৃক সনাক্তকরণ রিপোর্ট জমা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করা হয়।
- অধিদপ্তরের মিলনায়তন ভাড়ার বিনিময়ে ব্যবহারসহ প্রত্নস্থলে সুটিং করার আবেদন অনলাইনে জমা দেয়ার কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। প্রধান কার্যালয় হতে প্রত্নস্থল ও জাদুঘরের অগ্রিমটিকিট বিক্রয়ের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- অধিদপ্তরের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার সকল কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা হয়েছে। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ও ইনোভেশন তথা সেবা প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন কার্যক্রম এবং সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শনার্থীদের জন্য সুবিধা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

## ০৩। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

- বিভিন্ন সভায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট যে সকল সিদ্ধান্তগুলো গৃহীত হয়েছে তা বাস্তবায়ন করা।
- অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষিত হেরিটেজসমূহ সংস্কার, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পর্যটক বান্ধব করার কাজ বেসরকারি উদ্যোক্তাগণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা।
- পানাম নগর, ময়মনসিংহ শশীলজ, পুঠিয়া জমিদার বাড়ি, মুক্তাগাছা জমিদার বাড়ি, বালিয়াটি জমিদার বাড়ি, মেহেরপুরের আমঝুপি, যশোরের ভরত ভয়না, রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত দক্ষিণ ডিহি প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানগুলোকে সংস্কার সংরক্ষণ করে দর্শক বান্ধব করা।
- অনিষ্পন্ন বিষয়াদি এবং নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রমের উন্নয়ন।
- অধিদপ্তরের ইনোভেশন তথা সেবা প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।
- সংরক্ষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা বৃদ্ধিসহ অধিদপ্তরের জাদুঘর ও স্টোরসমূহে প্রদর্শিত সংরক্ষিত প্রত্ননির্দশনসমূহের পদ্ধতিগত নিবন্ধীকরণ (ডকুমেন্টেশন) সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন।
- কালচারাল হেরিটেজ ট্যুরিজম বাস্তবায়ন এবং প্রত্নতাত্ত্বিক সাইটকে পর্যায়ক্রমে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ।
- ভারত সরকারের অনুদানে কুষ্টিয়াস্থ শিলাইদহ রবীন্দ্রকুঠি বাড়িতে বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ কাজটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সার্বক্ষণিক যোগাযোগসহ সহায়তা করা।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত সাতক্ষীরা জাদুঘরের জায়গা অধিগ্রহণের কার্যক্রম এবং নির্দেশনা অনুযায়ী আরমেনিয়ান গির্জাকে পর্যটক বান্ধব করা।
- সকল জাদুঘরের জন্য জনবল সৃষ্টিসহ পূর্ণাঙ্গরূপে স্থাপনের কার্যক্রম চলমান থাকবে।
- বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ কার্যক্রম সম্পন্ন ।
- প্রত্নতাত্ত্বিক খনন, জরিপ ও অনুসন্ধান কাজের প্রতিবেদন যথাসময়ে সম্পাদন।

# বাংলা একাডেমি

## ১. দপ্তর/সংস্থা/অনুবিভাগের পরিচিতি

১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাঙালি জাতিসত্তা ও মাতৃভাষার অধিকারের উপর শুরু হয় আক্রমণ। ১৯৪৮ সালে রেসকোর্স ময়দানে এক বক্তৃতায় পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ বলেন ‘উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা’ । তাঁর এই বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত ছাত্ররা চিৎকার করে বলেন ধর, ধর সেই মুহূর্তেই রোপিত হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদ, বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার বীজ। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনী ইস্তেহারের ১৬ ধারায় ‘বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা, উন্নয়ন, প্রচার ও প্রসারের জন্য বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। যার ফলশ্রুতিতে যুক্তফ্রন্ট সরকার ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করে। বাংলা একাডেমির প্রতিষ্ঠা বাঙালি জাতিসত্তা, নিজস্ব রাষ্ট্রগঠন ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

## ২. ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যাবলি

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম, অভিধান প্রণয়ন, বিভিন্ন গবেষণা ও প্রকাশনা শীর্ষক কর্মসূচি থেকে ৫৮টি গ্রন্থ এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত কারাগারের রোজনামচা ও আলমগীর কবিরের ঞযরং ধিং জধফরড় ইধহমষধফবংয গ্রন্থ প্রকাশ। ২০১৪-১৭ মেয়াদে ১৫৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত 'বর্ধমান হাউজে লোকঐতিহ্য জাদুঘর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন' শীর্ষক কর্মসূচিটি প্রতিবেদনাধীন বছরে সমাপ্ত হয়েছে। বাংলা একাডেমি প্রেস আধুনিকায়ন শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত ৭১০.০০ লক্ষ টাকা থেকে আন্তর্জাতিক দরপত্র পদ্ধতিতে এলসির মাধ্যমে জার্মানির হাইডেলবার্গ কোম্পানি থেকে ০২ (দুই)টি বাই-কালার অফসেট প্রিন্টিং মেশিন ক্রয় ও স্থাপন করা হয়। এছাড়া স্থানীয় দরপত্র পদ্ধতিতে একটি কাটিং মেশিন ক্রয় করা হয়। মেশিন কক্ষে ব্যবহারের জন্য ৫ (পাঁচ)টি ২ টনের স্পিট টাইপ এসি স্থাপন ও প্রয়োজনীয় সিভিল ও ইলেকট্রিক কাজও সম্পন্ন করা হয়েছে। বাংলা একাডেমি ১৩-১৭ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ৫(পাঁচ) দিনব্যাপি ৪র্থ ফোকলোর সামার স্কুল, ঢাকা শীর্ষক উচ্চতর আন্তর্জাতিক ফোকলোর কর্মশালার আয়োজন করে। বাংলাদেশের ফোকলোর গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফোকলোরের সর্বসাম্প্রতিক তত্ত্ব, পদ্ধতি এবং বিভিন্ন আঙ্গিকের (ঢ়ধৎধফরমস) সঙ্গে বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চাকারীদের নিবিড় পরিচয় করিয়ে দেওয়াই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য। বাংলা একাডেমি ২-৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজনের পাশাপাশি বছরে ভারত (কলকাতা), জার্মানি, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে এবং দেশের অভ্যন্তরে ২৪টি বইমেলায় অংশগ্রহণ করে। এছাড়া বাংলা একাডেমি প্রতিবেদনাধীন বছরে ৭১টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সেমিনার, ৪টি প্রশিক্ষণের (প্রশিক্ষণার্থী ৫৬১ জন) আয়োজন করেছে।

## ৩. ২০১৭-১৮ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

প্রথিতযশা সাহিত্যিকের রচনাবলি প্রকাশ করা, বাংলাদেশের জাতীয় নেতৃবৃন্দের জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ, ভাষা, সাহিত্য ও ফোকলোর কোষ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা, বিশ্বের ক্ল্যাসিক সাহিত্য ও উল্লেখযোগ্য বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ফিল্ড ওয়ার্কের মাধ্যমে লোকজ উপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, দেশে ও বিদেশে বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ, জীবনী গ্রন্থমালা প্রণয়ন ও প্রকাশ করা, ইউনেস্কোর ওহঃধহমরনষব ঈঁষঃঁৎধষ ঐবৎরঃধমব-এ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উপাদান রেজিস্ট্রেশন/অন্তর্ভুক্তি (বাস্তবায়নাধীন), ফোকলোর গবেষণা ইন্সটিটিউট/চর্চা কেন্দ্র নির্মাণ, রবীন্দ্র গবেষণা ইন্সটিটিউট/চর্চা কেন্দ্র নির্মাণ, ঢাকার উত্তরায় বাংলা একাডেমির পাঠাগার ও মিলনায়তন নির্মাণ, বাংলা একাডেমির কর্মকা- ডিজিটালাইজেশন করা, ই-ফাইলিং (বাস্তবায়ধীন), বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার আধুনিকায়ন ও ডিজিটালাইজেশন করা, বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানান অভিধান অনুসরণে বাংলা বানান নিরীক্ষক সফ্টওয়্যার প্রস্তুত ও তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার ও প্রয়োগসংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন। বাংলা একাডেমির জাদুঘর এবং মহাফেজখানা সমৃদ্ধিকরণ ও আধুনিকীকরণ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন এবং দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাইরে বই মেলায় অংশগ্রহণ করা।

**৪. বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখযোগ্য অন্য কোনো বিষয়**

প্রতিবেদনাধীন বছরে অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৭-এর আয়োজন, বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন, নববর্ষ উদ্যাপন, বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার, সা' দত আলি আকন্দ সাহিত্য পুরস্কার, মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার, কবীর চৌধুরী শিশুসাহিত্য পুরস্কার, বাংলা একাডেমি সম্মানসূচক ফেলোশিপ প্রদান, বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভার আয়োজন।

৫. বার্ষিক প্রতিবেদনে মুদ্রণের জন্য সর্বাধিক ৮টি ছবি (যদি থাকে) : ছবি সংযুক্ত (৮টি)

# বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

**বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিচিতি:**

১৯৭৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে গৃহীত ৩১ নং এ্যাক্টের মাধ্যমে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৯ সালের সংশোধিত এ্যাক্টের আওতায় সংস্কতি বিকাশের এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানটিতে ৬ (ছয়) টি বিভাগের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিভাগগুলো হলো চারুকলা বিভাগ, নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগ, সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগ, গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ, প্রযোজনা বিভাগ, প্রশিক্ষণ বিভাগ। এছাড়া প্রতিটি জেলায় জেলা শিল্পকলা একাডেমি কার্যক্রম এবং প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির কার্যক্রমসহ সমগ্র দেশে সংস্কৃতির চর্চা ক্রমবর্ধমান। দেশের সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রসারের লক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ছয়টি বিভাগ ও জেলা/উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি সমন্বিত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক আয়োজনে প্রতিবছর "শিল্পকলা পদক" প্রদানসহ দেশের ৬৪টি জেলায় জেলা শিল্পকলা একাডেমি পদক প্রদান এবং জেলা/উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির মাধ্যমে সকল জাতীয় দিবসসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়।

**২০১৬-১৭ অর্থসালের বার্ষিক প্রতিবেদন:**

ম্যুভিয়ানা ফিল্ম সোসাইটি এর সাথে যৌথভাবে 'নতুন চলচ্চিত্র, নতুন নির্মাতা উৎসব-২০১৬-২০১৭' উপলক্ষে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং 'ডিজিটাল চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা ২০১৬' শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন। ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের 'বহরমপুর কলাক্ষেত্র' আয়োজিত 'আন্তর্জাতিক পরিবেশ শিল্প উৎসব ২০১৬' উপলক্ষে শওকত ওসমান' - এর গল্প অবলম্বনে মোহাম্মদ বারী এর নাট্যরূপ ও নিদের্শনায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রযোজিত 'বাঁধ' নাটকটি মঞ্চায়ন হয়। জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে তারেক মাসুদ পরিচালিত 'রানওয়ে' এবং আবু সাইয়ীদ পরিচালিত 'অপেক্ষা' চলচ্চিত্রের ০২টি প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, বঙ্গবন্ধুর উপর রচিত গ্রন্থ নিয়ে প্রদর্শনী, গ্রন্থ পর্যালোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা এবং তাকে নিয়ে রচিত বিভিন্ন গান এর উপর নির্মিত নৃতনাট্যের কোরিওগ্রাফী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান এর সাথে যৌথভাবে লেকচার ওয়ার্কশপ 'সাম্প্রতিক বিশ্ব ও থিয়েটারের বিষয় ভাবনা' এবং 'এ মাটি নয় জঙ্গিবাদের, এ মাটি মানবতার' শীর্ষক শ্লোগান নিয়ে

‘জাতীয় নাট্যোৎসব ২০১৬’ আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে ১২টি জেলায় লোক নাট্যদল, বাংলা কলেজ যুব থিয়েটার, অংকুর নাট্য একাডেমি (ঝিনাইদহ), পার্বতীপুর থিয়েটার, দিনাজপুর এবং পূবালী সাংস্কৃতিক চর্চাকেন্দ্র, ফেনী এর পরিবেশনায় ‘মুজিব মানে মুক্তি’ নাটকটির ১৫টি প্রদর্শনী মঞ্চায়ন করা হয়। দেশব্যাপী একযোগে ‘বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৬’ আয়োজন। প্রয়াত নাট্যকার শহীদ মুনীর চৌধুরী ও সেলিম আল দীন স্মরণ নাট্যোৎসবে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়/স্কুলের অংশগ্রহণে ‘মুনীর চৌধুরী ও সেলিম আল দীন স্মরণ নাট্য প্রদর্শনী’। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে দেশব্যাপী অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনীর লক্ষে রাজবাড়ীতে কর্মশালা এবং দেশব্যাপী অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনীর লক্ষে বছরব্যাপী প্রদর্শনীর আওতায় দেশের ১১টি জেলা এবং ৫৬টি উপজেলায় অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

চিত্র: চীন থেকে আগত প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের একাডেমির নন্দনমঞ্চে অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী।

শিশু অ্যাক্রোবেটিক দল প্রশিক্ষণ গ্রহণের লক্ষে চীনে প্রেরণ। সৈয়দ শামসুল হক-এর ৮২তম জয়ন্তী আয়োজন। কথা সাহিত্যিক শওকত ওসমানের শততম জন্মবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও ‘বাঁধ’ নাটকের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। চিলড্রেন’ স ফিল্ম সোসাইটি বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় ঢাকা, রংপুর ও রাজশাহীতে একযোগে ১০ম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব বাংলাদেশ এর আয়োজন করা হয়। বইমেলা উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ‘রক্তাক্ত প্রান্তর’ যাত্রাপালা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠেয় The Harmony World Puppet Festival-2016 -এ অংশগ্রহণের জন্য থাইল্যান্ড সফরে করে। বিশ্ব শিশু দিবস ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী

উদ্যাপন উপলক্ষে ‘মুজিব মানে মুক্তি’ নাটক মঞ্চায়ন করা হয়। জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস ২০১৭ উপলক্ষে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, আলোচনা ও চলচ্চিত্রের গানের অনুষ্ঠান এবং জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনের লবিতে চলচ্চিত্রের পোস্টার, চলচ্চিত্র বিষয়ক বই ও প্রয়াত চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বদের স্মরণ ও প্রতিকৃতি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উইলিয়াম শেক্সপিয়র স্মরণে বছরব্যাপী অনুষ্ঠানমালার অন্যতম আয়োজন ‘সৈয়দ শামসুল হক’ অনুদিত ‘হ্যামলেট’ মঞ্চায়ন অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্র: হ্যামলেট নাটকের দৃশ্য।

‘পিপলস থিয়েটার এসোসিয়েশন’ এর সাথে যৌথভাবে এশিয়া অঞ্চলের ১০-১২টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় ‘এশিয়ান থিয়েটার সামিট ২০১৭’ ।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে অন দি জব ট্রেনিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ, পাওয়ার পয়েন্ট, ই- ফাইলিং, ভাষার গান, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, শাস্ত্রীয় নৃত্য, সেতার, সরোদ, বছরব্যাপী চারুকলা ফাউন্ডেশন কোর্স, ০৩ বছরব্যাপী চারুকলা বেসিক কোর্স, ষ্টাফ নোটেশন কোর্স, ৬৩টি জেলা শিল্পকলা একাডেমির প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সঙ্গীত, নাটক ও নৃত্য বিষয়ক (ওরিয়েন্টশন) প্রশিক্ষণ, সারাদেশের জেলা ও উপজেলা শিল্পকলা একাডেমিতে বিভিন্ন মেয়াদে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

চিত্র: শাস্ত্রীয় সঙ্গীত প্রশিক্ষণ কর্মশালা।

‘টুঙ্গিপাড়া গ্রাম থেকে আমাদের গ্রামগুলো, তোমার সাহস নেবে, নেবে ফের বিপ্লবের মহান প্রেরণা’ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪১তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৬ উপলক্ষে মাসব্যাপী বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির শ্রদ্ধাঞ্জলি ‘শিল্পের আলোয় বঙ্গবন্ধু’ । বঙ্গবন্ধুর উপর রচিত কবিতা ও গানের উপর ভিত্তি করে বরেণ্য শিল্পীদের চিত্রকর্ম প্রদর্শনী, শিশুদের অঙ্কিত চিত্রকর্ম এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর কর্মময় জীবনের উপর আলোকচিত্র প্রদর্শনী, মাসব্যাপী অনুষ্ঠানে ৪৯০টি উপজেলা ও ৬৪ জেলা ও ঢাকা মহানগরীতে জাতীয় শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, ‘বঙ্গবন্ধুর গল্প শোন’ শিরোনামে গল্প বলার আসর ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪১তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ধানমন্ডি-৩২ এর বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়, গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর সমাধিস্থলে শিশুদের অঙ্কিত চিত্রকর্ম ও বরেণ্য শিল্পীদের চিত্র প্রদর্শনী, জাতির পিতার সমাধিস্থলে আর্টক্যাম্প ও শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়।

চিত্র: বঙ্গবন্ধুর শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে শিশু চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগিতা।

এছাড়া বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি রক্তাক্ত ২১ আগস্ট ২০১৪ এর নৃশংসতম গ্রেনেড হামলার উপর শিল্পী মাহবুবুর রহমান এর স্থাপনাশিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।একাডেমি এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটোগ্রাফিক সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে আন্ত:বিশ্ববিদ্যালয় আলোকচিত্র প্রদর্শনী, চারুপুথি, ঢাকা এর যৌথ উদ্যোগে শিল্পীগুরু এস.এম. সুলতান এর ৯২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শিশু চিত্র প্রদর্শনী, ফকির লালন শাহ স্মরণে কুষ্টিয়াস্থ ছেঁউড়িয়ার লালন একাডেমি চত্বরে 'লালন মেলা' র আয়োজন করা হয়। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত ১-৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত মাসব্যাপী জাতীয় চিত্রশালা প্লাজা ও সকল গ্যালারিসমূহে ১৭তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্র: ১৭তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ ২০১৬ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ৪৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে একাডেমির সকল বিভাগের তেতাল্লিশ বৎসরের প্রকাশনা ও বিভিন্ন উপকরণ (ব্রোশিউর, ম্যাগাজিন, ক্যাটালগ, সিডি/ডিভিডি, পোস্টার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে দেশের বিশিষ্ট চারুশিল্পীদের সমন্বয়ে আর্ট ক্যাম্প, দেশব্যাপী শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ৪৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে

একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার বাছাইকৃত ৫০০টি ছবি নিয়ে শিশু চিত্রকলা প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়। একাডেমি এবং Chobi Mela 1X-International Festival of Photography (ছবিমেলা, দৃক) এর যৌথ উদ্যোগে প্রদর্শনী এবং সামদানি আর্ট ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন কিউরেটর, বাংলাদেশি শিল্পী এবং বিভিন্ন শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের নিয়ে তাদের সৃজনশীল মনোভাব আদান-প্রদান বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৭তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০১৭ তারিখ শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং আন্তর্জাতিকভাবে ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষে একাডেমির উদ্যোগে একাডেমির সকল ভবনের ছাদসহ সম্মুখ স্থলে, উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, একাডেমির অভ্যন্তরের রোডের আইল্যান্ড সমূহে সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে একই সাথে মোমবাতি প্রজ্বালন করা হয়। এছাড়া ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতীয় স্মৃতি সৌধে একাডেমির পক্ষ থেকে পুষ্প স্তবক অর্পণ করা হয়।

চিত্র: মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মহাপরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণ।

একাডেমি এবং দর্পণ আর্ট ফাউন্ডেশন এর যৌথ উদ্যোগে '২য় দর্পণ ইন্টারন্যাশনাল আর্ট কনভেশন ২০১৭' প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। একাডেমি আয়োজিত দেশ বরেণ্য শিল্পীদের অংশগ্রহণে দশটি আর্টক্যাম্পের শিল্পকর্ম এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রকর্মের রেপ্লিকা এবং কবির সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আর্ট ক্যাম্পের শিল্পকর্ম নিয়ে ভাস্কর্য গ্যালারিতে বিশেষ প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়। খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার চুকনগরে ১৯৭১ সালের বৃহত্তম গণহত্যায় নিহত শহীদদের স্মরণে এবং আগামী প্রজন্মের কাছে এর সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির চুকনগর গণতহ্যায় সকল শহীদের স্মরণে আলোক প্রজ্বলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত Bangladesh Trade and Investment Expo, 2016 উপলক্ষে ২৫(পঁচিশ) সদস্যবিশিষ্ট বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক দল থাইল্যান্ড সফর করে। মিশরের কায়রোতে পবিত্র রমজান উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ১৫(পনের) সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক দল মিশর সফর করে। একুশে পদক-২০১৭' , 'স্বাধীনতা পুরস্কার-২০১৭' ,

জনপ্রশাসন পদক ২০১৬ প্রদান, বেগম রোকেয়া পদক ২০১৬ প্রদান, শিল্পকলা পদক ২০১৬, বাংলাদেশ এডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মিলন ২০১৬, উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-এর উপস্থিতিতে এবং চীনের মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশ সফর উপলক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মহামান্য রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে বঙ্গভবনের দরবার হলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

চিত্র: মহামান্য রাষ্ট্রপতি উপস্থিতিতে শিল্পকলা পদক ২০১৬ প্রদান অনুষ্ঠান।

ভারত থেকে আগত প্রখ্যাত গৌড়ীয় নৃত্য গবেষক প্রফেসর ড.মহুয়া মুখোপাধ্যায় এর পরিচালনায় বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্য গৌড়ীয় নৃত্য বিষয়ক সেমিনার ও কর্মশালা, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দেশব্যাপী 'জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক জাগরণ' শীর্ষক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪১তম শাহাদাৎ বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস ২০১৬ উপলক্ষে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

চিত্র: শাস্ত্রীয় নৃত্য পরিবেশনা।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী ভূপেন হাজারিকা , মহেশচন্দ্র রায়, এ কে এম আব্দুল আজিজ, হরলাল রায়, কছিম উদ্দিন, আব্বাসউদ্দিন, আব্দুল আলীম, ওস্তাদ মমতাজ আলী খান, আব্দুর রউফ, রজনীকান্ত সেন, অতুল প্রসাদ সেন, দ্বিজেন্দ্র লাল রায়, রণেশ দাশগুপ্ত , আব্দুল লতিফ, আলতাফ মাহমুদ, মুকুন্দ দাস, কবিয়াল রমেশ চন্দ্র শীল, কবিয়াল  বিজয় সরকার, শেখ লুতফর রহমান, ওয়াহিদুল হক কলিম শরাফি, অজিত রায়, শহীদুল্লাহ কায়সার, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, ওস্তাদ আয়াত আলী খাঁ, প-িত রবি শংকর, ওস্তাদ আলী আকবর

খাঁ, কমল দাশগুপ্ত, ফিরোজা বেগম  স্মরণে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভারতের দিল্লীতে অনুষ্ঠিতব্য Bhakti/ Devotional Dance & Music Group অনুষ্ঠিতব¨ 10th Delhi International Arts Festival(DIAF)-G -এ ০৯(নয়) সদস্যবিশিষ্ট বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক দল অংশগ্রহণ করে। শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস, মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে প্যারেড গ্রাউ-ে সামরিক বাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে গাড়ী বহরে, বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং  মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে একাডেমির নাট্যশালা মিলনায়তনে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব আব্দুল হামিদ এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ বঙ্গভবনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ‘মঙ্গাল শোভাযাত্রা’ উপলক্ষে চারুকলা বকুলতলায় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ই-৯ ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন উপলক্ষে হোটেল রেডিশন ব্লু এর গ্র্যান্ড বলরুমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বসন্ত উৎসব উপলক্ষে ০৩ দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ৪৩ বছর পূর্তি উপলক্ষে মঞ্চে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

Chiefs of Police Conference of South Asia and Neighboring Countries on Regional Co-operation in curbing violent Extremism and Transnational Crime উপলক্ষে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের বলরুমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

চিত্র: মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে একাডেমির নন্দন মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

জাতির জনক বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্যাপন উপলক্ষে বঙ্গাভবনে রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে শিশু কিশোরদের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ইন্টার পার্লামেন্টারি (ওচট) এর ১৩৬তম অ্যাসেম্বলি উপলক্ষে গত ১ এপ্রিল ২০১৭ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে জাতীয় সংসদ ভবনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। চৈত্র সংক্রান্তি ও পহেলা বৈশাখ-১৪২৪, ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

চিত্র: চৈত্র ও পহেলা বৈশাখ এর আনন্দ উৎসব।

মহামান্য রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণের ৪ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২৩ এপ্রিল ২০১৭ বঙ্গভবনের দরবার হলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। মহান মে দিবস উপলক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ১ মে ২০১৭ তারিখ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৭তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ৮ মে ২০১৭ তারিখ নওগাঁ' র পতিসরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি' র উপস্থিতিতে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং একাডেমির জাতীয় নাট্যশালায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের সকল সরকারি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিজয়ী প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান এবং 'শিল্পচর্চায় তথ্যপ্রযুক্তির আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন ও ডিজিটালাইজেশন' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ২০০ জন প্রতিশ্রুতিশীল শিশু কণ্ঠশিল্পীদের অংশগ্রহণে ২০টি অডিও অ্যালবামের প্রকাশনা অনুষ্ঠান ২০১৭ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। 4th Asia Pacific Correctional Managers'Conference, ২০১৭ উপলক্ষে ১৮ মে ২০১৭ সন্ধ্যা ৭টায় হোটেল লা মেরিডিয়ান, গ্র্যান্ড বলরুমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন।জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৮তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিতব্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং একাডেমির জাতীয় নাট্যশালায় সন্ধ্যা ৭টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

'শিল্পকলা' ষান্মাসিক বাংলা পত্রিকা মুদ্রণ ২টি সংখ্যা, বাংলাদেশের বহুমাত্রিক শিল্পকলা' শিরোনাম গ্রন্থ মুদ্রণ, 'শিল্পকথা শিল্পীকথা' শিরোনাম গ্রন্থ মুদ্রণ, 'শিল্পকলা পদক' ও 'জেলা শিল্পকলা সম্মাননা' প্রদান, প্রকাশনা বিক্রয় ও সৌজন্য প্রদান। অমর একুশে গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণ। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্যাপন উপলক্ষে টুঙ্গীপাড়া এবং জাতীয় শিশু একাডেমি আয়োজিত বইমেলায় অংশগ্রহণ। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ময়মনসিংহের ত্রিশালে আয়োজিত বইমেলায় অংশগ্রহণ। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা এর উদ্যোগে ঢাকা বইমেলা-২০১৭ এ অংশগ্রহণ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান এর ৪১তম সাহাদাত বার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে "বঙ্গবন্ধু গল্প শুনি" ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নির্দেশনায় ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, প্রখ্যাত নৃত্যগুরু অধ্যাপক ড: মহুয়া মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় "দেবদাসী কমলা" নৃত্যনাট্য একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার মূল হলে অনুষ্ঠিত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৮তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে গত ১৭ মার্চ, ২০১৭

বিকেল ৫টায় “বঙ্গাবন্ধু গল্প শোন” ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নির্দেশনায় ২য় বার ২৭ র্মাচ- ২০১৭, প্রখ্যাত নৃত্যগুরু অধ্যাপক ড: মহুয়া মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় “দেবদাসী কমলা” নৃত্যনাট্য একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার মূল হলে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নির্দেশনায় নৃত্য সৃজনের জন্য নির্মিত সুরে বিশেষ নৃত্যানুষ্ঠান “সৃজন ছন্দে আনন্দে” ১৩ মে ২০১৭ ইং ৭টি সূরে সাতটি নৃত্যানুষ্ঠান একাডেমির জাতিয় নাট্যশালার মূল হলে অনুষ্ঠিত হয়।

**২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা:**

প্রশিক্ষণ বিভাগ:

১. বাংলাদেশের ৭টি বিভাগের আওতায় যে সব জেলাগুলো আছে সে সব জেলার প্রশিক্ষকদের নিয়ে প্রতিটি বিভাগের সিলেবাস ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
২. মাদারীপুর, রাজবাড়ী, কুমিল্লা এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে ০৭ (সাত) দিনব্যাপী নাটক প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
৩. লক্ষীপুর, মৌলভীবাজার, পঞ্চগড় এবং গোপালগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে ০৭ (সাত) দিনব্যাপী নৃত্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
৪. নীলফামারী, শরীয়তপুর, খুলনা, বান্দরবান, বাগেরহাট, ঝিনাইদহ এবং বরগুনা জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে ০৭ (সাত) দিনব্যাপী সঙ্গীত প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
৫. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকায় ০৭ (সাত) দিনব্যাপী দেশের গান, নজরুল সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত, আবৃত্তি, পঞ্চকবির গান, ফটোগ্রাফী, উপস্থাপনা বিষয়ক এবং বঙ্গাবন্ধুর উপর রচিত গানের প্রশিক্ষণ কর্মশালা।

গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ:

১. শিল্পকলা ষান্মাসিক বাংলা পত্রিকা মুদ্রণ ২টি সংখ্যা।
২. শিল্পকলা বুলেটিন মুদ্রণ ৩টি সংখ্যা।
৩. বার্ষিক ইংরেজি জার্নাল মুদ্রণ।
৪. নতুন গ্রন্থ মুদ্রণ ২টি।
৫. গ্রন্থ পুন:মুদ্রণ ১৫টি।
৬. শিল্পকলা পদক ২০১৭ ও জেলা শিল্পকলা সম্মাননা প্রদান।
৭. প্রকাশনা বিক্রয় ও সৌজন্য প্রদান।
৮. অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৮ অংশগ্রহণ।
৯. জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষে টুঙ্গিপাড়া এবং জাতীয় শিশু একাডেমি আয়েজিত বইমেলায় অংশগ্রহণ।
১০. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ময়মনসিংহের ত্রিশালে আয়োজিত বইমেলায় অংশগ্রহণ।
১১. জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা এর উদ্যোগে ঢাকা বইমেলা ২০১৭ তে অংশগ্রহণ।

চারুকলা বিভাগ:

১. স্মরন সভা: স্মৃতি সত্তা, ভবিষ্যৎ।
২. সুতলতান উৎসব ২০১৭, নড়াইল।
৩. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বসবাসকারী ্রঞ্চলে ৪টি আর্টিস্ট ক্যাম্পের আয়োজন ও ক্যাটালগ মুদ্রণ।

৪. ২০১৫-১৬ এর মিতসুবিশি এশীয় শিশুদের, সচিত্র দিনলিপি (এনিক্কি ফেস্টা) এর প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম সম্পাদন এবং পুরস্কার বিতরণ ও সনদপত্র প্রদান, শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা মূলক অনুষ্ঠান।
৫. ছাপচিত্র কর্মশালার আয়োজন ও প্রদর্শনী।
৬. বিভাগীয় শহরে ভ্রাম্যমান চারুকলা প্রদর্শনী আয়োজন (প্রথম পর্যায়ে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী)।
৭. ভারতের দিল্লী ভিত্তিক ছাপচিত্রিদের সংগঠন "মালটিপল এনকাউন্টার" তাঁদের ৫ (পাঁচ) জন মিল্পীর একটি দলগত প্রদর্শনী এবং সাথে তাঁদের সংগ্রহে থাকা ৪০ (চল্লিশ) জন শ্রেষ্ঠ ছাপচিত্রি র্শিপীর কাজ নিয়ে প্রদর্শনী আয়োজন।
৮. ৩য় জাতী ভাস্কর্য প্রদর্শনী।
৯. ভারতের স্বনামধন্য শিল্পী যোগেন চৌধুরীর সারা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকর্ম নিয়ে একক প্রদর্শনী আয়োজন।
১০. ২১তম নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনী ২০১৮।
১১. ১৮তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ ২০১৮।

নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগ:

১. বিশ্ব নাট্য দিবস উদ্যাপন ২০১৮।
২. বিশ্ব পুতুল নাট্য দিবস উদ্যাপন ২০১৮।
৩. বিশ্ব শিশু নাট্য দিবস ২০১৮।
৪. জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস ২০১৮।
৫. স্মৃতি সত্ত্বা ভবিষ্যৎ এর নিয়োমিত আয়োজন।
৬. গুণীজনদের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন।
৭. শেক্সপিয়র এর হ্যামলেট প্রযোজনা (ঢাকা ও ঢাকার বাইরে)।
৮. মুনীর চৌধুরী, সেলিম আল দীন নাট্য উৎসব।
৯. নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র উৎসব/প্রদর্শনী।
১০. যাত্রা নিবন্ধনের লক্ষে উৎসব।
১১. প্রতŔনাটক ও পরিবেশ থিয়েটার প্রদর্শনী (বৈদ্যনাথ তলা থেকে মুজিবনগর, সোমপুর কথন, উয়ারী বটেশ্বর, রংপুর টাউন হল কনসেলট্রেশন ক্যাম্প)।
১২. প্রকাশনা: স্মৃতি সত্ত্বা ভবিষ্যৎ, পুতুল নাট্য, মূল্যবোধের নাট্যোৎসব, চলচ্চিত্র পত্রিকা, যাত্রাশিল্পের নবযাত্রা, অ্যাক্রোবেটিক।
১৩. শেক্সপিয়র স্মারক গ্রন্থ।
১৪. শিশু নাট্য মঞ্চায়ন (বৎসরে ১২দিন)।
১৫. স্বল্প ব্যয়ে নতুন স্থানে, নতুন নাটক।
১৬. বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৭।
১৭. লোক নাট্যোৎসব ২০১৭।
১৮. বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৭।
১৯. জাতীয় যাত্রা উৎসব ২০১৭।
২০. জাতীয় পুতুল নাট্যোৎসব ২০১৭।
২১. জাতীয় শিশু কিশোর নাট্যোৎসব ২০১৭।
২২. জাতীয় যুব নাট্যোৎসব ২০১৭।
২৩. নতুন প্রতŔনাটক 'মহাস্থান' নির্মাণ ও প্রদর্শনী।
২৪. যৌথ আয়োজনে বিভিন্ন সংগঠনকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান।

সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগ:

১. শাস্ত্রীয় সংগীতানুষ্ঠান।
২. প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পীদের অনুষ্ঠান
৩. লোকসংগীত উৎসব।
৪. একক শিল্পীদের নৃত্য অনুষ্ঠান।
৫. দ্বৈত শিল্পীদের নৃত্য অনুষ্ঠান।
৬. সমবেত শিল্পীদের নৃত্য অনুষ্ঠান।
৭. কবিতা পাঠের আসর।
৮. আবৃত্তি অনুষ্ঠান।
৯. প্রতিবন্ধী, অটিষ্টিক, অবহেলিত শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠান।
১০. বৈঠকী গানের আসর।

প্রযোজনা বিভাগ:

১. নৃত্যনাট্য লালনের জীবনলেখ্য নির্মাণ।
২. শিশু-কিশোরদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
৩. ১লা বৈশাখ উদযাপন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
৪. প্রতিবন্ধী শিল্পীদের আয়োজনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
৫. সমবেত যন্ত্রসংগীতের আসর।
৬. নুতন গান কবিতা নাটক নির্মাণ।
৭. বরেণ্য লেখকদের রচনাবলি নিয়ে কাজ (নাটক) নির্মাণ।
৮. হারানো দিনের গানের অনুষ্ঠান, আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক উৎসব।
৯. নজরুল সংগীতের অনুষ্ঠান, দেশাত্ববোধক গান ও রবীন্দ্র সংগীত এবং অঞ্চলভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

# বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের নিদর্শনাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও গবেষণার মাধ্যমে জাদুঘরে আগত দর্শনার্থী বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে হাজার বছরের গৌরব গাঁথা ও জাতীয় বীরদের সাথে পরিচয় করে তোলার উদ্দেশ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। ১৯১৩ সালের ৭ আগস্ট বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল তৎকালীন সচিবালয়ে (বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল) একটি কক্ষে ঢাকা জাদুঘর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। ১৯১৪ সালের ২৫ আগস্ট ৩৭৯ টি নিদর্শন নিয়ে জাদুঘর দর্শকদের জন্যে খুলে দেয়া হয়। ১৯১৫ সালের জুলাই মাসে ঢাকা জাদুঘর স্থানান্তর করা হয় নিমতলিস্থ বারো দুয়ারিতে। ১৯৭২ সালে ঢাকা মিউজিয়াম বোর্ড অব ট্রাস্টিজ জাতীয় জাদুঘর গড়ে তোলার জন্য সরকারের কাছে পরিকল্পনা পেশ করে। বঙ্গবন্ধু এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান অপরিসীম। দীর্ঘপথ পরিক্রমায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, বিভিন্ন শ্রেণি পেশাজীবীদের মূল্যবান পরামর্শ, সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিবর্গের অগ্রণী ভূমিকা, বিদ্যোৎসাহী ও গবেষকগণের প্রজ্ঞা, সুহৃদদের সহযোগিতা ও জাদুঘরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৭ নভেম্বর ১৯৮৩ সালে ঢাকা জাদুঘর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে রূপান্তরিত হয়। এ রূপান্তরের মধ্য

দিয়েই দেশ ও জনগণের প্রতি জাদুঘরের দায়বদ্ধতা যেমন বেড়েছে, পাশাপাশি এর ব্যাপ্তি, জাতীয় জীবনে সম্পৃক্ততা ও কর্মের পরিধি দিনে দিনে দৃশ্যমানভাবেই সম্প্রসারিত হয়েছে এবং একটি বহুমাত্রিক জাদুঘর রূপে বিকশিত হয়েছে। হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি ও নৃতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের উপাদানসমৃদ্ধ প্রায় ১(এক) লক্ষ নিদর্শন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও অধীনস্থ শাখা জাদুঘরসমূহে সংগৃহীত হয়েছে। এই বিশাল সংগ্রহভান্ডার থেকে প্রায় ৪,০০০ (চার হাজার) নিদর্শন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মোট ৪৫ টি গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে।

## ২. ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যাবলী:

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ০৯ জনকে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নতুন নিয়োগ, কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও অবকাঠামো নির্মাণ, ১৫১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ ও সেমিনারে অংশগ্রহণ, শিক্ষামূলক কার্যক্রম, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, গবেষণা ও প্রকাশনা কার্যক্রম, নিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রতিবছর বিভিন্ন শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, সুন্দর বাংলা হাতের লেখা প্রতিযোগিতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান/প্রতিনিধির সাথে শিক্ষা কর্মসূচি নিয়ে মতবিনিময়, ভাষা সংগ্রামীদের সাথে শিক্ষার্থীদের সংলাপ আয়োজন, মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মতবিনিময় ইত্যাদি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়া নিয়মিত স্কুল শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় ঢাকাসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ১৮৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/সংগঠনের মোট ১৫,৩৬৯ জন শিক্ষার্থী/সদস্য জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর নিদর্শনের গবেষণালব্ধ বিষয়বস্তু ও জাদুঘর সম্পৃক্ত অন্যান্য বিষয়াদির পাণ্ডুলিপি দিয়ে বিজ্ঞজনের মতামত নিয়ে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা গ্রন্থ, অ্যালবাম, বার্ষিক প্রতিবেদন, ক্যাটালগ, ব্রোশিউর, স্যুভেনির, নির্দেশিকা, ফোল্ডার, ফলিও, লিফলেট, পোস্টার, ভিউকার্ড ইত্যাদি প্রকাশ করে।

শাখা জাদুঘরসহ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সর্বমোট ১,৩৯৫ টি নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংরক্ষণ রসায়নাগার বিভাগে ৩৭৯৯ টি নিদর্শনের সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের দুইটি মিলনায়তন ও একটি প্রদর্শনী গ্যালারি রয়েছে। জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত দুইটি মিলনায়তন যথাক্রমে-(১) প্রধান মিলনায়তনে ১৩১ (একশত একত্রিশ) টি অনুষ্ঠান (১৮৫ শিফট) অনুষ্ঠিত হয়েছে। (২) কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে ১৪৪ (একশত চুয়াল্লিশ) টি অনুষ্ঠান (১৯৩ শিফট) অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ১(এক) টি প্রদর্শনী গ্যালারিতে (নলিনীকান্ত ভট্রশালী প্রদর্শনী গ্যালারি) ১৮(আঠারো)টি প্রদর্শনী (১৬১ দিন) এবং ৬(ছয়) টি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিভিন্ন পর্যায়ের দেশি ও বিদেশি সম্মানিত অতিথিবৃন্দ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শনকালে সামগ্রিক প্রস্তুতি গ্রহণ ও গ্যালারি পরিদর্শনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়। ১ জুলাই ২০১৬ হতে ৩০

জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৩৪৯ জন দেশিয় বিশেষ অতিথি ও ৮৫৩ জন বিদেশি অতিথি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন ।

## ৩. ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কর্মপরিকল্পনা:

সাড়ে সাত হাজার নিদর্শনের বিবরণমূলক মুদ্রিত ক্যাটালগ প্রকাশের কার্যক্রম চলছে এবং আগামী বৎসর এই কাজ শেষ হবে। জাদুঘরে গ্যালারি সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রশাসনিক দপ্তর ও স্টোরসমূহ নতুন ভবন নির্মাণপূর্বক স্থানান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ভবনের বর্ধিত বহুতল ভবন শীর্ষক ৩ (তিন) বছর মেয়াদি কর্মসূচি (জাদুঘর ভবন নির্মাণ, নিদর্শন উপযোগী গ্যালারিতে সজ্জিতকরণ এবং নিদর্শন উপযোগী লাইটিং সিস্টেম, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, নিদর্শন সংগ্রহ) বাস্তবায়ন করা হবে। রাজধানী ঢাকার সেগুনবাগিচা এলাকায় প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘর প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়ন করা হবে। জাদুঘর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী নানা শিরোনামে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। জাদুঘরের ১০ নম্বর 'হাতি' গ্যালারি ও ২৮ নম্বর 'বাদ্যযন্ত্র' গ্যালারি দু'টি পুনঃসজ্জিত করা হবে।

## ৪. বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখযোগ্য অন্য কোনো বিষয় (যদি থাকে) :

(ক) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরসমূহে আইসিটি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আইসিটি শাখার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে জাতীয় জাদুঘরের ওয়েবসাইট (www.bangladeshmuseum.gov.bd)-এ অনুষ্ঠানমালা, দর্শক সংখ্যা, বিজ্ঞাপন/নোটিশ, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি তথ্য হালনাগাদ রাখা হয়েছে এবং নিয়মিত ওয়েবসাইট মেইনটেনেন্স ও ব্যাকআপের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর তথ্য যোগাযোগ ও ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় সংস্থাপিত সফটওয়্যারসমূহের (অবজেক্ট আইডি, একাউন্টস ম্যানেজমেন্ট, এইচআরএম, লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট ডাটাবেস সফটওয়্যার) অপারেশনে অনুসরণীয় কাজে বিভাগ/শাখাসমূহকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। শাখা জাদুঘরসমূহকে আইসিটি সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। ন্যাশনাল ওয়েবপোর্টালে জাতীয় জাদুঘরের ওয়েবসাইট সংযোজনের কাজ সম্পাদন। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ভার্চুয়াল গ্যালারি সম্পন্ন করা হয়েছে। দৈনিক পত্রিকা এবং এস.এম.এস এর মাধ্যমে জাদুঘর সম্পর্কিত তথ্যাদি নিয়মিত জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে।

(খ(৪৫ নম্বর গ্যালারি উদ্বোধন করা হয়েছে। এটি একটি নতুন প্রদর্শনী গ্যালারি যার বিষয় বস্তু Indic Civilization;

(গ) টিকেট বিক্রয় পদ্ধতি ডিজিটালাইজেশন করা হয়েছে;

(ঘ) সমস্ত নিদর্শনের একটি কম্পিউটারাইজড ডাটাবেজ নির্মাণ করা হয়েছে;

(ঙ) প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে;

(চ) ৪৩ নম্বর গ্যালারিতে বিশ্ব সভ্যতার সময়রেখা স্থাপনের কার্যক্রম শেষ হয়েছে;

(ছ) শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন চিত্রশালা নং গ্যালারির ৩৫)) IFIC ব্যাংকের সহায়তায় নবরূপে সজ্জিত করা হয়েছে;

(জ) ৩৮ নম্বর গ্যালারিতে একাত্তরের "স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র" কর্নার যোগ করা হয়েছে;

(ঝ) ২৭ নম্বর গ্যালারি নতুন আঙ্গিকে "কাচ ও কাচপণ্য-" দ্বারা পুন সজ্জিত করা হয়েছে:এবং

(ঞ) এছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর গণভবনে বঙ্গবন্ধুর অফিস কক্ষটির পরিচালনায় নিযুক্ত এবং গত ২৯ স্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃকতারিখে গণপ্রজাত ২০১৭/০৫/ ফরিদপুরস্থ 'পল্লীকবি জসিম উদদীন সংগ্রহশালা' উদ্বোধন করা হয়েছে। অন্যদিকে কুষ্টিয়ায় সদ্য নির্মিত 'সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ ছাপাখানা'-কে বাংলা ভাষার মুদ্রণ জাদুঘর হিসেবে উন্নীতকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে শ্রীলংকার ক্যান্ডিতে অবস্থিত আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ জাদুঘরে একটি 'বাংলাদেশ কর্নার' স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

(ট) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরসহ শাখা জাদুঘরসমূহে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে দর্শক সংখ্যা :

| **ক্রমিক নং** | **জাদুঘরের নাম** | **সাধারণ দর্শক সংখ্যা** | **বিশিষ্ট অতিথি** | | **মোট দর্শক সংখ্যা** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | দেশি | বিদেশি | |
| ১. | বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা | ৭,৫০,৪০২ জন | ৩৪৯ জন | ৮৫৩ জন | ৭,৫১,৬০৪ জন |
| ২. | আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, ঢাকা | ৫,৭২,৪৫৪ জন | ০০ জন | ০০ জন | ৫,৭২,৪৫৪ জন |
| ৩. | ওসমানী জাদুঘর, সিলেট | ৪,৬৫২ জন | ০১ জন | ০৬ জন | ৪,৬৫৯ জন |
| ৪. | জিয়া স্মৃতি জাদুঘর, চট্টগ্রাম | ১,১১,৭১২ জন | ০০ জন | ০০ জন | ১,১১,৭১২ জন |
| ৫. | শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা, ময়মনসিংহ | ৫১,০৩৭ জন | ৩৬৮ জন | ০০ জন | ৫১,৪০৫ জন |
| ৬. | স্বাধীনতা জাদুঘর, ঢাকা | ১,১৭,০২৫ জন | ৭ জন | ১৩ জন | ১,১৭,০৪৫ জন |

(ঠ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরসমূহের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের নিজস্ব আয় ও ব্যয়ের বিবরণী

| **ক্রমিক নং** | **বিভিন্ন জাদুঘরের নাম** | **নিজস্ব আয়** | **ব্যয়** |
|---|---|---|---|
| ০১. | বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর | ২,১৮,১০,৯৫৫.০০ | ২,১৮,১০,০০০.০০ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ০২. | আহসান মঞ্জিল জাদুঘর | ১,১১,৩৩,৬২৯.০০ | ১,১১,৩৩,০০০.০০ |
| ০৩. | ওসমানী জাদুঘর, সিলেট | ১,২০,৭২৩.০০ | ১,২০,০০০.০০ |
| ০৪. | জিয়া স্মৃতি জাদুঘর, চট্টগ্রাম | ২৭,৩১,৭৮৭.০০ | ২৭,৩১,০০০.০০ |
| ০৫. | শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা | ৭,৮৭,২১০.০০ | ৭,৮৭,০০০.০০ |
| ০৬. | স্বাধীনতা জাদুঘর, ঢাকা | ১৯,৮৬,১৭৮.০০ | ৪১,৫০,০০০.০০ |

# গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) এ অধিদপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ১৯৫৮ সালে তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির যাত্রা শুরু হয়। তখন এর পুস্তক সংখ্যা ছিল ১০,০৪০ টি। ১৯৭৮ সালে এটি বর্তমান স্থানে স্থানামতরিত হয়। পরবর্তীতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে ১৯৮৩ সালে এটিকে অধিদপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে এর অধীনে ঢাকাস্থ সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার, ৫টি বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার, ৫৮টি জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার, ৪টি শাখা সরকারি গণগ্রন্থাগার এবং ২টি উপজেলা সরকারি গণগ্রন্থাগারসহ মোট ৭০টি সরকারি গণগ্রন্থাগার পরিচালিত হচ্ছে।

## ২। <u>২০১৬-১৭ **অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলী:**</u>

- গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতে ৯ম গ্রেডে-এর ৩৮টি লাইব্রেরিয়ান পদ সৃজন করা হয়েছে। তম্মধ্যে ২০টি শূণ্যপদে পিএসসি কর্তৃক সুপারিশের ভিত্তিতে ২০ জন লাইব্রেরিয়ান নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
- রাজস্ব খাতে বিভিন্ন গ্রেডের ১৯টি পদে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- দেশব্যাপী অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহে ১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস, স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসসহ বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে রচনা, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কণ, বইপাঠ, পাঠচক্র ইত্যাদি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে এবং ৫২,৮০০ জন প্রতিযোগী এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার ও সনদ বিতরণ করা হয়েছে।
- গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অধীনস্থ গ্রন্থাগারসমূহের মাধ্যমে সারাদেশে ৫৯ লক্ষ ৬১ হাজার পাঠককে গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে।
- মোবাইল ফোন কোম্পানি ‘রবি-র সহযোগিতায় সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার এবং ০৬টি বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগারে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১ লক্ষ ৫০ হাজার ৩ শত পাঠককে বিনামূল্যে ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক অধীনস্থ গ্রন্থাগারসমূহের জন্য ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ২,৫০,০০,০০০/-(দুই কোটি ত্রিশ লক্ষ) টাকার দেশী-বিদেশী বই, পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন ক্রয় করে বিতরণ করা হয়েছে।

## ৩। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

- গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বিদ্যমান ভবনসমূহের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঐ সব গণগ্রন্থাগারে অধিক পাঠকের সেবা-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।

- অনলাইন পাবলিক লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সকল সরকারি গণগ্রন্থাগার এর ডিজিটালাইজেশন নিশ্চিতকরণ।

- 'উপজেলা সংস্কৃতি কেন্দ্র স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনস্থ উপজেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে গণগ্রন্থাগারের সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।

- Bill & Melinda Gates Foundation এর আর্থিক সহায়তায় ব্রিটিশ কাউন্সিলের মাধ্যমে Libraries Unlimited প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে গণগ্রন্থাগারসমূহের জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ এবং উন্নততর পাঠকসেবাদান নিশ্চিতকরণ।

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাজেটে বরাদ্দকৃত ২.৭ কোটি টাকার বই ক্রয় এবং সংগৃহীত পুস্তকসমূহ বিভাগীয়/জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগারে বিতরণ নিশ্চিতকরণ ।
- দেশব্যাপী অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভাগীয় ও জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহে ১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস, স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসসহ বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে রচনা, আবৃত্তি, বইপাঠ, পাঠচক্র এবং শিশুদের জন্য সুন্দর হাতের লেখা ও চিত্রাঙ্কণ ইত্যাদি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।
- "ছয়টি জেলা পাবলিক লাইব্রেরির উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, কুষ্টিয়া, চাঁদপুর, মৌলভীবাজার ও বরগুনা জেলায় ছয়তলা ভিতের উপর তিনতলা নতুন ভবন নির্মাণ নিশ্চিতকরণ। নির্মিত ভবনসমূহের জন্য ৫২.২৫ লক্ষ টাকার বই, ২০৭.০০ লক্ষ টাকার আসবাবপত্রসহ কম্পিউটার ও অন্যান্য অফিস সরঞ্জাম ক্রয় এবং সরবরাহ করা।
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা ও উন্নত পাঠকসেবা প্রদান নিশ্চিত করা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ১২.৫০ লক্ষ টাকা।

# জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগার অধিদপ্তর

**আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের পরিচিতি :**

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালের ৬ই নভেম্বর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস ও বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার এর সমন্বয়ে "আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর" প্রতিষ্ঠা করেন। এ অধিদপ্তরটি প্রথমে ঢাকার সেন্ট্রাল রোডে ভাড়া বাড়িতে কার্যক্রম শুরু করে। নতুন দেশ ও জাতির সামগ্রিক প্রয়োজন এবং বঙ্গবন্ধুর ঐকান্তিক আগ্রহে ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এ অধিদপ্তরের ভবন নির্মাণের জন্য শেরেবাংলা নগরে ৪ (চার) একর জায়গা বরাদ্দ দেয়া হয়। ১৯৮৫ সালে উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে অধিদপ্তরাধীন জাতীয় গ্রন্থাগার ভবনের কাজ সমাপ্তপূর্বক নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়ে কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে আরকাইভস ভবন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয় এবং ১ম পর্যায় ভবন নির্মাণ শেষে ২০০৬ সালে জাতীয় আরকাইভস তার নিজস্ব ভবনে থেকে কার্যক্রম শুরু করে।

জাতীয় আরকাইভস- জাতীয় আরকাইভস হচ্ছে একটি জাতির কেন্দ্রীয় নথি সংরক্ষণাগার। যেখানে দেশের বিদ্যমান আইন অনুযায়ী সরকারি, আধা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান, ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সংরক্ষিত থাকে।

জাতীয় গ্রন্থাগার - জাতীয় গ্রন্থাগার হচ্ছে একটি জাতির বুদ্ধি বৃত্তিক চর্চার মৌলিক মূদ্রিত সম্পদ/উপকরণ রাষ্ট্রের আইনবলে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও তথ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান।

**০২। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যাবলিঃ**

- অধিদপ্তরের জন্য মহাপরিচালক, ১টি পরিচালক ও ১টি উপপরিচালকসহ বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৪১টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। উক্ত ৪১টি পদসহ অধিদপ্তরের জন্য অনুমোদিত সর্বমোট ১৩৯টি পদের সমন্বয়ে নিয়োগ বিধি সংশোধনপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
- নবসৃষ্ট ৪১টি পদের মধ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরির (৪র্থ শ্রেণি) ১০টি পদ আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছে।
- জাতীয় আরকাইভস ডিজিটাইজেশনের নিমিত্ত কাস্টমাইজকৃত আরকাইভ্যাল সফটওয়্যারে অন্তর্ভুক্তির জন্য ১,২৩,৮৩১ পৃষ্ঠা নথি (ইমেজ) স্ক্যান করা হয়েছে।
- জাতীয় আরকাইভসে ২৪৯ জন গবেষককে গবেষণা সেবা, ২৫৪ জনকে রেফারেন্স সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং জাতীয় গ্রন্থাগারে ২০,৯৩৬ জনকে পাঠক সেবা প্রদান করা হয়েছে ।
- জাতীয় আরকাইভসে ৩,১৯২ ভলিউম নথি, ২৫ টি প্রকাশনা, ১টি ম্যাপ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং জাতীয় গ্রন্থাগারে কপিরাইট আইনে ৬২১৪ টি প্রকাশনা সংগ্রহ করা হয়েছে।
- জাতীয় আরকাইভসে ১১৯০ ভলিউম নথিপত্র বাধাই ও পরিশোধন করা হয়েছে এবং ৪৩৫০ ভলিউম রেকর্ড ফিউমেগেশন করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় গ্রন্থাগারে ৪২৬ টি ভলিউম পত্রিকা বাধাই করা হয়েছে।

-  জাতীয় গ্রন্থাগারে বঙ্গাবন্ধুর উপর রচিত ৪০০ পুস্তক ও দুস্প্রাপ্য ছবিসহ বঙ্গাবকন্ধু কর্ণার, অটিষ্টিক শিশুদের জন্য অটিষ্টিক কর্ণার এবং মহিলা ও শিশুদের জন্য পৃথক উইমেন্স ও চিলড্রেন কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে।

-  জাতীয় আরকাইভসের জন্য ব্রোশিয়র, জাতীয়  গ্রন্থাগারের জন্য গাইড বই এবং ব্রোশিয়র প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি ২০১৩ প্রকাশ করা হয়েছে।

- জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য দেশি বিদেশি ৫,৩০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকার বই ক্রয় করা হয়েছে।

- লেখক ও প্রকাশকদের ৭৯১৮ টি ISBN বরাদ্ধ দেয়া হয়েছে।

- জাতীয় গ্রন্থাগারে Greenstone Software- অন্তর্ভূক্তির জন্য ১,২৫,৭০৩ পৃষ্ঠা স্ক্যান করা হয়েছে।

- কোহা সফটওয়্যারে ১০,১৩৭ টি ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে।

- দেশের বৃহত্তম ডিজিটাল ঘড়ি জাতীয় গ্রন্থাগারে স্থাপন করা হয়েছে।

- বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন : জাতীয় শোক দিবস, মহান বিজয় দিবস, শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডকুমেন্টরি ফিল্ম প্রদর্শন এবং বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এসকল প্রদশর্নীতে বিষয়ভিত্তিক বই, নথিপত্র, পত্রিকা, ম্যাগাজিন, জার্ণাল, ছবি, ম্যাপ এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্যভিত্তিক আরকাইভ্যাল ডকুমেন্টস প্রদর্শন করা হয়।

-  ৯ জুন ২০১৬ আন্তর্জাতিক আরকাইভস দিবস উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় আরকাইভস ভবনে একটি গোলটেবিল  বৈঠকের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ ইব্রাহীম হোসেন খান। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল- “Archives Citizenship and Inter-culturalism”.

-  দেশের ৪৪টি জেলা থেকে জেলা রেকর্ডরুমে কর্মরত রেকর্ড কীপারদের জাতীয় আরকাইভস কর্তৃক “নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বেসিক কোর্স” এ দুটি পর্যায়ে ৪৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃক “ডিজিটাল/আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বেসিক কোর্স” এ ৩৪ জন গ্রন্থাগারিককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

-  অধিদপ্তরে ইনোভেশন বিষয়ে ৪০ জনকে ০১ দিনের প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য বিষয়ে ৭৬ জনকে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া দেশের অভ্যন্তরে ই-ফাইলিং, ই-টেন্ডারিং, ইজিপি, ইনোভেশন ইত্যাদি বিষয়ে ০৬ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

-  উক্ত সময়ে অধিদপ্তরের ০২ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন প্রোগ্রামে ০৪ বার বিদেশ ভ্রমণ করেছেন।

**০৩। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের কর্ম পরিকল্পনাঃ**

- জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন ও প্রকাশ।
- ১৩৯টি পদের সমন্বয়ে সংশোধিত নিয়োগ বিধি প্রণয়ন ও প্রকাশ।
- নবসৃষ্ট মহাপরিচালক, পরিচালক, উপপরিচালকসহ অধিদপ্তরে বিভিন্ন শুন্য পদ পূরণ।
- অনুমোদিত পদের সমন্বয়ে যুগোপযোগী ও বাস্তবভিত্তিক অর্গানোগ্রাম প্রণয়নপূর্বক অধিদপ্তরের জনবলের টিওএন্ডই আপগ্রেড করণ।
- রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ।
- অধিদপ্তরের সম্মুখে অবৈধ স্থাপনা/নার্সারী অপসারণ।

**০৪। বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখযোগ্য অন্য কোনো বিষয় (যদি থাকে) ঃ**

অধিদপ্তরটি দেশের একমাত্র জাতীয় সংরক্ষণাগার এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য জ্ঞান সমৃদ্ধকরণের একমাত্র তথ্যভান্ডার। বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের পরিপূরক হিসেবে এ অধিদপ্তরকে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত করার জন্য ইতোমধ্যে নানা কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। অধিদপ্তরটি টেকনোলজি সমৃদ্ধ ও স্পেশালাইজড প্রতিষ্ঠান বিধায় বিষয় ভিত্তিক টেকনিক্যাল পদ সৃজন করা জরুরী। এ বিষয়ে ইতোপূর্বে ৩৬টি টেকনিক্যাল পদ সৃষ্টির জন্য একটি প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে যা অধিদপ্তরটি যুগোপযোগী ও গতিশীল করার স্বার্থে জরুরিভিত্তিতে অনুমোদন দেয়া প্রয়োজন।

জাতীয় আরকাইভসের ভবন নির্মাণসহ ০৩টি প্রকল্প প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত ০৩টি প্রকল্প অনুমোদন হলে সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন তরান্বিত হবে এবং অধিদপ্তরকে ১ম 'খ' শ্রেণির কেপিআই ঘোষণা করা সম্ভব হবে।

# কপিরাইট অফিস

**বিষয় ঃ কপিরাইট অফিসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।**

কপিরাইট অফিসের কার্যাবলী কপিরাইট আইন-২০০০ (২০০৫ সালে সংশোধিত) এর বিধানমতে পরিচালিত হয়। কপিরাইট হচ্ছে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত সৃজনশীল ব্যক্তিবর্গের সৃষ্টকর্মের উপর তাঁদের অধিকার। কপিরাইট আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে নির্মাতা/রচয়িতাদের সৃজনশীল কর্মসমূহের স্বত্বের সুরক্ষা প্রদান করা হয়। সৃজনশীল ব্যক্তিবর্গের মেধাশক্তির সার্বিক উন্নয়ন, সৃজনশীল কর্মে তাদের উৎসাহ বৃদ্ধিকরণ এবং কপিরাইট সংক্রান্ত পাইরেসি রোধকরণের মাধ্যমে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন সাধনই কপিরাইট আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কোন দেশ বা জাতির সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড-যেমন, সাহিত্যকর্ম, নাট্যকর্ম, সংগীতকর্ম, রেকর্ডকর্ম, শিল্পকর্ম, চলচ্চিত্র বিষয়ককর্ম, বেতার ও টেলিভিশন সম্প্রচার, কম্পিউটার-সফটওয়্যার ইত্যাদি সৃজনশীল কর্মের উন্নয়ন ও সংরক্ষণের বিষয়ে কপিরাইট আইন গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে থাকে।

## ১। কপিরাইট অফিসের প্রধান প্রধান কার্যাবলীঃ

ক) কপিরাইট সংক্রান্ত কর্মের রেজিষ্ট্রেশন ও সনদপত্র প্রদান।
খ) কপিরাইট সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্ভুত বিরোধসমূহ নিস্পত্তিকরণ।
গ) বিদেশী ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ/পুনঃ প্রকাশের লাইসেন্স প্রদান।
ঘ) সম্প্রচার সংক্রান্ত বিদেশী কর্মের বাংলায় অনুবাদ করার লাইসেন্স প্রদান।
ঙ) কপিরাইট রেজিস্ট্রিকৃত কর্মের অবৈধ কপি আমদানি বন্ধকরণ।
চ) সাহিত্যকর্ম/নাট্যকর্মের অনুবাদ, প্রকাশ কিংবা পুনরুৎপাদন এর লাইসেন্স প্রদান।
ছ) কপিরাইট সমিতি Collective Management Organaization (CMO) নিবন্ধন।
জ) কপিরাইট সংক্রান্ত রেজিস্ট্রিকৃত কর্মের নমুনা সংরক্ষণ ।
ঝ) কপিরাইট সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে সময়ে সময়ে পরামর্শ প্রদান।

## ২। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সম্পাদিত ও গৃহীত কার্যাবলিঃ

- রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ার সময় সংক্ষিপ্তকরণঃ সৃজনশীল মেধাসম্পদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য পূর্বে ৩ থেকে ৬ মাস সময়ের প্রয়োজন হতো। হেল্পডেস্ক এবং হেল্পলাইন স্থাপন ও অন্যান্য প্রচার কার্যক্রম গ্রহণের ফলে আবেদন নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া সহজ হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ৩৫ থেকে ৩৭ দিনের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।
- কপিরাইট আইন সংশোধনঃ কপিরাইট আইনকে আরোও যুগোপযুগি করার লক্ষ্যে আইন সংশোধনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আইন সংশোধনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে খসড়া আাইন চুড়ান্ত করা হয়েছে। ভেটিং এর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
- ওয়েবসাইট হালনাগদকরণঃ সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কপিরাইট অফিসের ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের নিয়মাবলী, আইন-বিধি, ফরম এবং সিটিজেন চার্টার ও এপিএ বিষয়ক তথ্যাদি ওয়েব সাইটে দেয়া আছে।
- ফেসবুক হালনাগাদকরণঃ কপিরাইট অফিসের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ফেসবুকে নিয়মিতভাবে আবলোড করা হচ্ছে।
- ই-ফাইলিং কার্যক্রমঃ কপিরাইট অফিসে ই-নথি ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- ই- টেন্ডার রেজিস্ট্রেশনঃ কপিরাইট অফিসের ই-টেন্ডার কার্যক্রম ই-টেন্ডার পদ্ধতিতে পরিচালনার জন্য সিপিটিইউ-এর রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- বিভিন্ন মেলা এবং স্টলে অংশগ্রহণঃ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যেকোন প্রতিষ্ঠান ও সম্পর্কিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন মেলা যেমন-অমর একুশে গ্রন্থ মেলা, সিলেট ও যশোর জেলায় অনুষ্ঠিত বই মেলায় অংশগ্রহণ করে কপিরাইট নিবন্ধন ও পাইরেসি বন্ধকরণের লক্ষ্যে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

## ৩। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনাঃ

- কপিরাইট অফিস অটোমেশন ও অনলাইন সেবা নিশ্চিতকরণ;
- কপিরাইট আইন, রেজিস্ট্রেশন ও পাইরেসি সংক্রান্ত স্টেক হোল্ডারদের মাঝে প্রচার জোরদারকরণ;
- কপিরাইট আইন সংশোধন;
- কপিরাইট ভবন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন;

- কপিরাইট সমিতি গঠন;
- ১৯ টি শুন্য পদ পূরণ ও কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- নিয়োগ বিধি সংশোধন;
- রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্যের ডাটাবেইজ তৈরি;
- ওয়েব সাইট হালনাগাদকরণ।

# নজরুল ইন্সটিটিউট

**পরিচিতি :**

বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় যুগস্রষ্টা কবি কাজী নজরুল ইসলাম । তিনি তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার যাদু স্পর্শে শুধু কবিতা নয় সংগীতেও রেখে গেছেন অতুলনীয় অবদান । আমাদের সাহস সৌন্দর্য ও শৈল্পিক অহংকারের মহত্তম নামটিও তাঁরই । বাংলাদেশের সাহিত্য, সংগীত ও সংস্কৃতির প্রধান রূপকার এই মহান কবি আমাদের মানবিক চেতনারও প্রতীক । এজন্য তিনি আমাদের জাতীয় কবি । তাঁর অমর স্মৃতি রক্ষা, তাঁর জীবন, সাহিত্য, সংগীত ও সামগ্রিক অবদান সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা, রচনাবলী সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রকাশনা ও প্রচার এবং তাঁর ভাব-মূর্তি দেশ-বিদেশে উজ্জ্বলরূপে তুলে ধরার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৪ সালের ১২ জুন এর ৩৯ নম্বর অধ্যাদেশের মাধ্যমে ১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কবির অমর স্মৃতিবাহী ‘কবিভবন’ [রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ পুরাতন ২৮ নম্বর রোডের ৩৩০-বি বাড়ি]-এ নজরুল ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করে । জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও উৎসাহে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ২৪ মে ১৯৭২ এ সম্বিতহারা অবস্থায় রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে বাংলাদেশে আনা হয় এবং ধানমন্ডিস্থ কবিভবনে তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা করা হয় ।

**২০১৬-১৭ অর্থবছরের সম্পাদিত কাজ :**

**ক. গবেষণা ও প্রকাশনা :**

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থ, সংগীতগ্রন্থ, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ছোটগল্পসহ অন্যান্য নজরুল-বিষয়ক গবেষণাগ্রন্থ এবং নজরুল-সংগীত স্বরলিপি গ্রন্থ, পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশ করা নজরুল ইন্সটিটিউট কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত । এ ধারাবাহিকতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে নজরুল রচনা, নজরুল সংগীতের স্বরলিপি, গবেষণাধর্মী গ্রন্থ ও পত্রিকাসহ সর্বমোট ২৬টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে । গ্রন্থগুলোর তালিকা নিম্নরূপ :

১. অগ্নি-বীণা, ২. সর্বহারা, ৩. চক্রবাক , ৪. সন্ধ্যা, ৫. সাম্যবাদী , ৬. ফণি-মনসা, ৭. মরু-ভাস্কর, ৮. সঞ্চিতা (দশম সংস্করন), ৯. সঞ্চিতা (একাদশ সংস্করন), ১০. কাব্য-আমপারা, ১১. মক্তব-সাহিত্য, ১২. নজরুলের প্রবন্ধ সমগ্র, ১৩. নজরুলের উপন্যাস সমগ্র, ১৪. নজরুলের ছোটগল্প সমগ্র, ১৫. নজরুলের প্রবন্ধ সমগ্র, ১৬. নজরুলের নাট্য সমগ্র, ১৬. নজরুলের শিশু-কিশোর সাহিত্য, ১৭. নজরুলের পত্রাবলি, ১৮. নজরুলের কাব্যনুবাদ, ১৯. নজরুল-সংগীত সংগ্রহ, ২০. নজরুল-জীবনী, ২১. নজরুল-সংগীত লোকজ উপাদান, ২২. ছোটদের নজরুল-জীবনী, ২৩. রবীন্দ্রনাথ-নজরুল, ২৪. বিদ্রোহী কবি ও বঙ্গাবন্ধু, ২৫. ফৈয়াজী আলোকে নজরুল-সংগীত, ২৬. নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা ৩৩তম সংকলন।

**খ. অনুষ্ঠানসমূহ :**

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপনসহ বাংলাদেশের জাতীয় দিবসসমূহ, বাংলা নববর্ষ, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী প্রভৃতি দিবসে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, বয়সভিত্তিক বিভিন্ন গ্রুপে সুন্দর হাতের লেখা, চিত্রাংকন, কবিতা আবৃত্তি ও নজরুল সংগীতের প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিষয়ভিত্তিক সেমিনার এবং বিভাগীয় পর্যায়ে নজরুল সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, নজরুল স্মৃতিকেন্দ্র, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ ও নজরুল ইন্সটিটিউট কেন্দ্র, কুমিল্লায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩৫টি অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়েছে । অনুষ্ঠানগুলো হলো :

**খ (১). নজরুল ইন্সটিটিউট ঢাকা কর্তৃক উদযাপিত অভ্যন্তরীণ অনুষ্ঠানমালা :**

১. ০৮ আগস্ট ২০১৬ তারিখ 'বিশ্বককবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৭৫তম মৃত্যুবার্ষিকী' উপলক্ষে ঢাকাস্থ নজরুল ইন্সটিটিউটে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।

*'বিশ্বককবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৭৫তম মৃত্যুবার্ষিকী' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন নজরুল ইন্সটিটিউট বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান প্রফেসর ইমেরিটাস রফিকুল ইসলাম (০৮/০৮/১৬)।*

২. ১৫ আগস্ট ২০১৬ তারিখ 'স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদাৎ বার্ষিকী' উপলক্ষে ঢাকাস্থ নজরুল ইন্সটিটিউটে শিশু-কিশোরদের (চিত্রাঙ্কন, রচনা ও আবৃত্তি) প্রতিযোগীতা, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক, পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ।

*‘স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদাৎ বার্ষিকী’ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ (১৫/০৮/১৬)।*

৩. ২৬ আগস্ট ২০১৬ তারিখ ‘জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী’ উপলক্ষে ঢাকাস্থ নজরুল ইন্সটিটিউটে শিশু-কিশোরদের (চিত্রাঙ্কন, সংগীত ও আবৃত্তি) প্রতিযোগীতা, আলোচনা, ৫০০ আদি সুরের সিডির মোড়ক উন্মোচন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।

*‘জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী’ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সিডির মোড়ক উন্মোচনে উপস্থিত প্রধান অতিথি মাননীয় সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস এম.পি. (২৬/০৮/১৬)।*

৪. ২৭ আগস্ট ২০১৬ তারিখ ‘জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী’ উপলক্ষে ঢাকাস্থ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মিলনায়তনে আলোচনা, ‘নজরুল পুরস্কার ২০১৬’ প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।

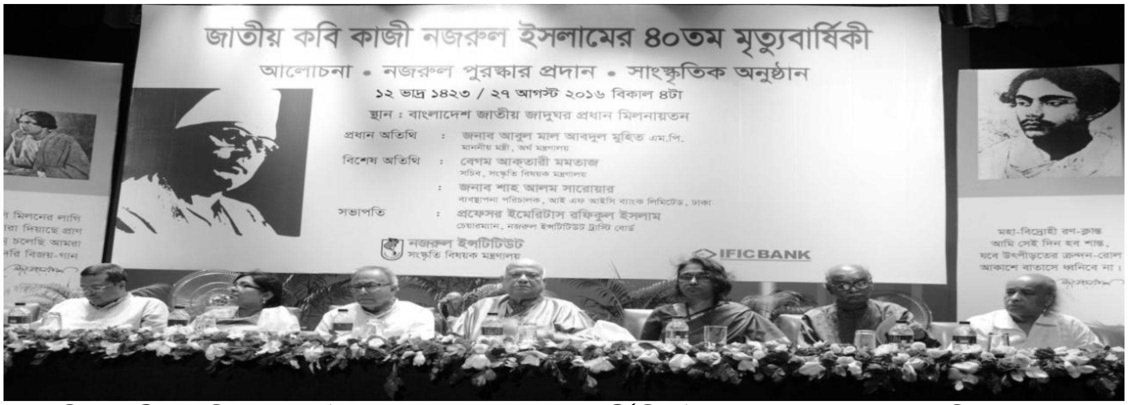


*'জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী' উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথি অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত এম.পি. (২৭/০৮/১৬)।*

৫. ১৪ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ 'ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী' উপলক্ষে ঢাকাস্থ নজরুল ইন্সটিটিউটে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠান।

৬. ০৯, ১০ ও ১৬ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ 'মহান বিজয় দিবস ২০১৬' উপলক্ষে ঢাকাস্থ নজরুল ইন্সটিটিউটে শিশু-কিশোরদের (চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি ও সংগীত) প্রতিযোগীতা, আলোচনা, পুরস্কার প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

*'মহান বিজয় দিবস ২০১৬' উপলক্ষে নজরুল ইন্সটিটিউটে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ (১৬/১২/১৬)।*

৭. ১৯ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ অটিজম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ও নজরুল ইন্সটিটিউটের যৌথউদ্যোগে 'নজরুল চিন্তনে মানসিক মূল্যবোধ' বিষয়ে শীর্ষক রচনা প্রতিযোগীতা, আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

*‘ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ও নজরুল ইন্সটিটিউটের যৌথউদ্যোগে ‘নজরুল চিন্তনে মানসিক মূল্যবোধ’ বিষয়ে শীর্ষক রচনা প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠান (১৯/০১/১৭)।*

৮. ২১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ মোহাম্মদপুর সরকারি কলেজ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ও নজরুল ইন্সটিটিউটের যৌথউদ্যোগে ‘নজরুল চিন্তনে মানসিক মূল্যবোধ’ বিষয়ে শীর্ষক রচনা প্রতিযোগীতা, আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।

*‘মোহাম্মদপুর সরকারি কলেজ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ও নজরুল ইন্সটিটিউটের যৌথউদ্যোগে ‘নজরুল-চিন্তনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি’ বিষয়ে শীর্ষক রচনা প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠান (২১/০১/১৭)।*

৯. ২৫ জানুয়ারি থেকে ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ৪১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলা ২০১৭-এ নজরুল ইন্সটিটিউটের অংশগ্রহণ।

১০. ০২-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত বাংলা একাডেমী আয়োজিত ‘একশে বইমেলা’-এ নজরুল ইন্সটিটিউটের অংশগ্রহণ।

*বাংলা একাডেমী আয়োজিত ‘একশে বইমেলা ২০১৭’-এ নজরুল ইন্সটিটিউটের স্টল (০২-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭)।*

১১. ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে ‘একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ উপলক্ষে ঢাকাস্থ নজরুল ইন্সটিটিউটে শিশু-কিশোরদের (সুন্দর হাতের লেখা, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি ও সংগীত) প্রতিযোগীতা, আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

*‘একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭’ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথিবৃন্দ (২১/০২/১৭)।*

১২. ১৭ মার্চ ২০১৭ তারিখে ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস’ উপলক্ষে ঢাকাস্থ নজরুল ইন্সটিটিউটে শিশু-কিশোরদের (চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, সংগীত ও নৃত্য) প্রতিযোগীতা, আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

*'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৭' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথিবৃন্দ (১৭/০৩/১৭)।*

১৩. ২৫ মার্চ ২০১৭ তারিখে 'গণহত্যা দিবস ২০১৭' উপলক্ষে ঢাকাস্থ নজরুল ইন্সটিটিউটে আলোচনা, গণসংগীত ও কবিতা পাঠ অনুষ্ঠান।

১৪. ২৬ মার্চ ২০১৭ তারিখে 'মহান স্বাধীনতা দিবস' উপলক্ষে ঢাকাস্থ নজরুল ইন্সটিটিউটে শিশু-কিশোরদের (রচনা, আবৃত্তি ও সংগীত) প্রতিযোগীতা, আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

*'মহান স্বাধীনতা দিবস ২০১৭' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথিবৃন্দ (২৬/০৩/১৭)।*

১৫. ১৪ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে 'বাংলা নববর্ষ' উপলক্ষে ঢাকাস্থ নজরুল ইন্সটিটিউটে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

*‘বাংলা নববর্ষ ১৪২৪’ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিশু-কিশোরদের সংগীত পরিবেশন (১৪/০৪/১৭)।*

১৬. ‘জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৮তম জন্মবার্ষিকী’ উপলক্ষে ২৫ মে ২০১৭ তারিখ কবি’র সমাধি সৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও ঢাকাস্থ বাংলাদে জাতীয় জাদুঘরের মিলনায়তনে আলোচনা, আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।

*‘জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৮তম জন্মবার্ষিকী’ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছে নজরুল ইন্সটিটিউট বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান প্রফেসর ইমেরিটাস রফিকুল ইসলাম (২৫/০৫/১৭)।*

**খ (২). জেলা পর্যায়ে নজরুল সম্মেলনসমূহ :**

১৭. ২৬ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ গাজীপুর জেলায় নজরুল ইন্সটিটিউট ও গাজীপুর জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে দিনব্যাপী ‘জাতীয় নজরুল সম্মেলন গাজীপুর’ অনুষ্ঠিত হয় ।

*'জাতীয় নজরুল সম্মেলন গাজীপুর' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব সিমিন হোসেন রিমি এম.পি. এবং অন্যান্য অতিথিবর্গ (২৬/১১/১৬)।*

১৮. ০২ মে ২০১৭ তারিখ কুমিল্লা জেলায় নজরুল ইন্সটিটিউট ও কুমিল্লা জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে দিনব্যাপী 'জাতীয় নজরুল সম্মেলন কুমিল্লা' অনুষ্ঠিত হয়।

১৯. ১৫ মে ২০১৭ তারিখ নরসিংদী জেলায় নজরুল ইন্সটিটিউট ও নরসিংদী জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে দিনব্যাপী 'জাতীয় নজরুল সম্মেলন নরসিংদী' অনুষ্ঠিত হয়।

**খ (৩). নজরুল স্মৃতিকেন্দ্র, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ কর্তৃক উদযাপিত অনুষ্ঠানমালা :**

১. ১৫ আগস্ট ২০১৬ তারিখে 'স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদাৎ বার্ষিকী' উপলক্ষে নজরুল স্মৃতিকেন্দ্র, ত্রিশালে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

২. ২৬-২৭ আগস্ট ২০১৬ তারিখে 'জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী' উপলক্ষে দুইদিনব্যাপী নজরুল স্মৃতিকেন্দ্র, ত্রিশালে শিশু-কিশোরদের (চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি ও সংগীত) প্রতিযোগীতা, আলোচনা, পুরস্কার প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

৩. ১৬ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে 'মহান বিজয় দিবস ২০১৬' উপলক্ষে দুইদিনব্যাপী নজরুল স্মৃতিকেন্দ্র, ত্রিশালে শিশু-কিশোরদের (চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি ও সংগীত) প্রতিযোগীতা, আলোচনা, পুরস্কার প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

৪. ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে 'একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উপলক্ষে দুইদিনব্যাপী নজরুল স্মৃতিকেন্দ্র, ত্রিশালে শিশু-কিশোরদের (চিত্রাঙ্কন, সুন্দর হাতের লেখা ও সংগীত) প্রতিযোগীতা, আলোচনা, পুরস্কার প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

৫. ১৭ মার্চ ২০১৭ তারিখে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮তম জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৭' উদযাপন উপলক্ষে নজরুল স্মৃতিকেন্দ্র, ত্রিশালে শিশু-কিশোরদের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চিত্রাঙ্কন ও বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, আলোচনা, পুরস্কার প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

৬. ২৬ মার্চ ২০১৭ তারিখে 'মহান স্বাধীনতা দিবস' উপলক্ষে নজরুল স্মৃতিকেন্দ্র, ত্রিশালে শিশু-কিশোরদের (চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি) প্রতিযোগীতা, আলোচনা, পুরস্কার প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

৭. ১৪ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে 'বাংলা নববর্ষ' উপলক্ষে নজরুল স্মৃতিকেন্দ্র, ত্রিশালে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

৮. ২৬ ও ২৭ মে ২০১৭ তারিখে 'জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৮তম জন্মবার্ষিকী' উপলক্ষে দুইদিনব্যাপী নজরুল স্মৃতিকেন্দ্র, ত্রিশালে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

**খ (৪). নজরুল ইন্সটিটিউট কেন্দ্র, কুমিল্লা কর্তৃক উদযাপিত অনুষ্ঠানমালা :**

১. ১৫ আগস্ট ২০১৬ তারিখে 'স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদাৎ বার্ষিকী' উপলক্ষে নজরুল ইন্সটিটিউট কেন্দ্র, কুমিল্লায় আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
২. ২৬-২৭ আগস্ট ২০১৬ তারিখে 'জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী' উপলক্ষে নজরুল ইন্সটিটিউট কেন্দ্র, কুমিল্লায় আলোচনা, আবৃত্তি, হামদ, নাত ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠান।
৩. ১৬ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে 'মহান বিজয় দিবস ২০১৬' উপলক্ষে নজরুল ইন্সটিটিউট কেন্দ্র, কুমিল্লায় আলোচনা পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান।
৪. ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে 'একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উপলক্ষে নজরুল ইন্সটিটিউট কেন্দ্র, কুমিল্লায় আলোচনা, পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান।
৫. ১৭ মার্চ ২০১৭ তারিখে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮তম জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৭' উদযাপন উপলক্ষে নজরুল ইন্সটিটিউট কেন্দ্র, কুমিল্লায় শিশু-কিশোরদের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চিত্রাঙ্কন ও বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত আবৃত্তি প্রতিযোগীতা, আলোচনা, পুরস্কার প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
৬. ২৬ মার্চ ২০১৭ তারিখে 'মহান স্বাধীনতা দিবস' উপলক্ষে নজরুল ইন্সটিটিউট কেন্দ্র, কুমিল্লায় আলোচনা, পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান।
৭. ১৪ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে 'বাংলা নববর্ষ' উপলক্ষে নজরুল ইন্সটিটিউট কেন্দ্র, কুমিল্লায় আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
৮. ২৬ মে ২০১৭ তারিখে 'জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৮তম জন্মবার্ষিকী' উপলক্ষে ঢাকাস্থ নজরুল ইন্সটিটিউট কেন্দ্র, কুমিল্লায় আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

**গ. প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ :**

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের গান যথাযথভাবে পরিবেশন, প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে নজরুল ইন্সটিটিউটের তত্ত্বাবধানে নজরুল সংগীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণী ও সুর অনুসরণে এবং নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত প্রামাণ্য স্বরলিপি সহযোগে ১৯৮৯ সাল থেকে নজরুল সংগীত শিল্পী ও শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। বেতার ও টেলিভিশনের তালিকাভুক্ত নজরুল সংগীতশিল্পী ও বিভিন্ন সংগীত একাডেমির শিক্ষকগণ নিয়মিত নজরুল ইন্সটিটিউটে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এছাড়া বৎসরব্যাপী শিশু-কিশোর এবং তরুণদের পৃথক পৃথক নজরুল সংগীত প্রশিক্ষণ কোর্স চালু রয়েছে। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা শুদ্ধভাবে প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে নজরুল ইন্সটিটিউটে শিশু-কিশোর এবং তরুণদের পৃথক পৃথক নিয়মিত আবৃত্তি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। বেতার, টেলিভিশন ও মঞ্চের আবৃত্তি শিল্পীদের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীরা এই প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ-স্কুলের ছাত্র ,কলেজ ,নিচ্ছে। উল্লেখ্য, এ বছরে ১২টি কোর্সের মাধ্যমে ২৯৪ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কোর্সগুলো হলো :

১. শিশু-কিশোরদের নজরুল সংগীত প্রশিক্ষণ কোর্স-১ম বর্ষ : ২৩ জন
২. শিশু-কিশোরদের নজরুল সংগীত প্রশিক্ষণ কোর্স-২য় বর্ষ : ২৩ জন
৩. শিশু-কিশোরদের নজরুল সংগীত প্রশিক্ষণ কোর্স-৩য় বর্ষ : ২১ জন
৪. তরুণদের নজরুল সংগীত প্রশিক্ষণ কোর্স-১ম বর্ষ : ২১ জন
৫. তরুণদের নজরুল সংগীত প্রশিক্ষণ কোর্স-২য় বর্ষ : ২২ জন
৬. উচ্চতর নজরুল-সংগীত ডিপ্লোমা কোর্স : ৩৬ জন
৭. উচ্চাঙ্গ নজরুল-সংগীত ডিপ্লোমা কোর্স : ৩৪ জন
৮. উচ্চতর নজরুল-সংগীত বিশেষ ডিপ্লোমা কোর্স : ৭০ জন

৯. শিশু-কিশোরদের নজরুল কবিতা আবৃত্তি কোর্স ১ম বর্ষ : ১৩ জন
১০. শিশু-কিশোরদের নজরুল কবিতা আবৃত্তি কোর্স ২য় বর্ষ : ১২ জন
১১. শিশু-কিশোরদের নজরুল কবিতা আবৃত্তি কোর্স ৩য় বর্ষ : ১২ জন
১২. তরুণদের নজরুল কবিতা আবৃত্তি প্রশিক্ষণ কোর্স : ০৭ জন

**ঘ. বই মেলায় অংশগ্রহণ :**

নজরুল রচনাসহ নজরুল বিষয়ক রচনা নজরুল-গবেষক, নজরুল অনুরাগী পাঠকসহ সকল পাঠকের কাছে সহজলভ্য করার জন্য নজরুল ইন্সটিটিউট ঢাকা-সহ দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন বই মেলায় নজরুল ইন্সটিটিউটের প্রকাশনা নিয়ে অংশগ্রহণ করে থাকে। এসব মেলাগুলোতে সাশ্রয়ী মূল্যে প্রকাশনা বিক্রয় করা হয়ে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে নিম্নোক্ত সর্বমোট ১১টি গ্রন্থমেলায় নজরুল ইন্সটিটিউট অংশগ্রহণ করে। মেলাগুলো হলো :

১. বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গনে আয়োজিত 'নজরুল বইমেলা ২০১৬'
২. জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত আজিমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বইমেলা-২০১৬"
৩. বাংলা একাডেমি আয়োজিত মাসব্যাপী 'অমর একুশে বইমেলা ২০১৭'
৪. কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা, ২০১৭
৫. টুঙ্গিপাড়া বইমেলা ২০১৭
৬. শিশু একাডেমী বইমেলা ২০১৭
৭. মনিপুর স্কুল প্রাঙ্গনে বইমেলা ২০১৭
৮. বরিশাল বইমেলা ২০১৭
৯. নজরুল জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরে বইমেলা ২০১৭
১০. ULAB বইমেলা ২০১৬
১১. কক্সবাজার বইমেলা ২০১৭

ঙ. 'নজরুল পুরস্কার ২০১৬' প্রদান:

নজরুল-গবেষণা ও সংগীত সাধনায় যাঁরা ব্যাপৃত আছেন তাঁদের অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করাও নজরুল ইন্সটিটিউটের কর্মকাণ্ডের অন্যতম। নজরুল গবেষণা, সংগীত সাধনায় অনন্যসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে নজরুল-সংগীতে অনন্য অবদানের জন্য শাহ্ সাদিয়া আফরিন মল্লিক-কে এবং নজরুল গবেষণায় অনন্য অবদানের জন্য ড. আবু হেনা আব্দুল আউয়াল-কে নজরুল পুরস্কার ২০১৫ প্রদান করা হয়েছে।

**চ. ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সম্পন্ন এক নজরে কাজ :**

| ক্রমিক নং | উল্লেখযোগ্য কাজ | অর্জন |
|---|---|---|
| ১. | নজরুল রচনা, নজরুল সংগীতের স্বরলিপি, গবেষণাধর্মী গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ | ২৬টি |
| ২. | নজরুল জন্মবার্ষিকী মৃত্যুবার্ষিকী, নববর্ষ, সকল জাতীয় দিবস ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজন | ৩২টি |
| ৩. | প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন | ০২টি |
| ৪. | নজরুল সম্মেলন | ০৩টি |
| ৫. | স্বরলিপি প্রমাণীকরণ পরিষদের মাধ্যমে স্বরলিপি প্রমাণীকরণ, বই আকারে প্রকাশ ও প্রচার | ১২৪টি |
| ৬. | নজরুল সংগীতের শুদ্ধ বাণীর স্বরলিপি সংগ্রহ | ৯০টি |

| | | |
|---|---|---|
| ৭. | শুদ্ধ বাণী সুরে নজরুল সংগীত এবং কবিতা আবৃত্তির প্রশিক্ষণের কোর্স | ১৩টি |
| ৮. | শুদ্ধ বাণী সুরে নজরুল সংগীত এবং কবিতা আবৃত্তির প্রশিক্ষণের কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | ২৯৪ জন |
| ৯. | নজরুল রচিত তাঁর সৃষ্টিকর্মের উপর গবেষণাগ্রন্থ ও অন্যান্য রচনা দেশে ও বিদেশে প্রেরণের ব্যবস্থাকরণ | ৩৬টি |
| ১০. | কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা সহ অন্যান্য বইমেলায় অংশগ্রহণ | ১১টি |
| ১১. | অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি | ১১টি |

**২০১৭-১৮ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :**

| ক্রমিক নং | গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য কাজ | লক্ষ্যমাত্রা |
|---|---|---|
| ১. | নজরুল রচনা, নজরুল সংগীতের স্বরলিপি, গবেষণাধর্মী গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ | ২৮টি |
| ২. | নজরুল জন্মবার্ষিকী মৃত্যুবার্ষিকী, নববর্ষ, সকল জাতীয় দিবস ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজন | ২০টি |
| ৩. | প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন | ১০টি |
| ৪. | নজরুল সম্মেলন | ১০টি |
| ৫. | স্বরলিপি প্রমাণীকরণ পরিষদের মাধ্যমে স্বরলিপি প্রমাণীকরণ, বই আকারে প্রকাশ ও প্রচার | ৫৫টি |
| ৬. | নজরুল সংগীতের শুদ্ধ বাণীর স্বরলিপি সংগ্রহ | ৫০টি |
| ৭. | শুদ্ধ বাণী সুরে নজরুল সংগীত এবং কবিতা আবৃত্তির প্রশিক্ষণের কোর্স | ১১টি |
| ৮. | শুদ্ধ বাণী সুরে নজরুল সংগীত এবং কবিতা আবৃত্তির প্রশিক্ষণের কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | ২৭৫ জন |
| ৯. | নজরুল রচিত তাঁর সৃষ্টিকর্মের উপর গবেষণাগ্রন্থ ও অন্যান্য রচনা দেশে ও বিদেশে প্রেরণের ব্যবস্থাকরণ | ৩৫টি |
| ১০. | কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা সহ অন্যান্য বইমেলায় অংশগ্রহণ | ২০টি |
| ১১. | বিভিন্ন ভাষায় নজরুল রচনার অনুবাদ করণ এবং সেগুলি গ্রন্থ আকারে প্রকাশ ও প্রচার | ২ |

**উপসংহার :**

নজরুল চেতনা-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে নজরুল ইন্সটিটিউট সৃষ্টিলগ্ন থেকে জাতীয় কবির সৃষ্টিকর্ম সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা পরিচালনা, প্রচার ও প্রসারে নিরলসভাবে কাজ করে আসছে। বর্তমানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নজরুল চর্চার ক্ষেত্র প্রসারিত করণসহ দেশে ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জাতীয় কবিকে স্বমহিমায় ও স্বমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ●

## জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

### প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

যেকোন দেশ, জাতি এবং তার মানবসম্পদ উন্নয়নের অপরিহার্য্য উপাদান হলো গ্রন্থ এবং তার ব্যবহার। মানুষের জ্ঞান ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটে গ্রন্থে। গ্রন্থই বহন করে তার যুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও জীবনাদর্শ । তাই গ্রন্থের উন্নয়ন ও প্রসারকে সামনে রেখে ১৯৬০ সালে ইউনেস্কোর সার্বিক সহযোগিতায় তৎকালীন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগের এক প্রজ্ঞাপন বলে 'ন্যাশনাল বুক সেন্টার অব পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠিত হয়। যার একটি শাখা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় অবস্থিত ছিল। ১৯৭১ সালে গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতা লাভের পর প্রতিষ্ঠানটির নতুন নামকরণ করা হয় 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বাংলাদেশ'। ১৯৮৩ সালে এনাম কমিটির প্রতিবেদনে এই সংস্থাটিকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা প্রদান করা হয়। ১৯৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ২৭নং আইন বলে 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র' আইন প্রণয়ন করা হয় এবং প্রতিষ্ঠানটির নতুন নামকরণ করা হয় 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র'। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৭ (সতের) সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা বিষয়ক নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক নির্বাহী হিসেবে দায়িত্বে থাকেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন পরিচালক।

### বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহ তালিকাভুক্তি/নিবন্ধীকরণ

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারসমূহকে নিবন্ধন/তালিকাভুক্তিকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এ পর্যন্ত জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কর্তৃক দেশের প্রায় ২১২টি বেসরকারি গ্রন্থাগারকে নিবন্ধন/তালিকাভুক্তি সনদ প্রদান করা হয়েছে। প্রতি বছর অসংখ্য বেসরকারি গ্রন্থাগার নিবন্ধিত/তালিকাভুক্ত হবার লক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বরাবর আবেদন করে থাকে। এ সমস্ত আবেদনের মধ্য হতে তথ্য উপাত্ত যাচাই বাঁছাই ও সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রকৃত গ্রন্থাগারসমূহকে নিবন্ধন/তালিকাভুক্তিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। পরবর্তীতে এইসব নিবন্ধিত গ্রন্থাগারের মধ্য হতে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৪৫টি বেসরকারি গ্রন্থাগারকে যাচাই বাঁছাই সাপেক্ষে নিবন্ধন/তালিকাভুক্তি সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে।

### জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিবছরই বিভিন্ন দিবসগুলো যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে থাকে। জাতির জনক বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন (১৭ মার্চ) ও 'জাতীয় শিশু দিবস' উপলক্ষে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় জাতির জনকের সমাধি কমপ্লেক্স এলাকায় জাতীয় অনুষ্ঠানে 'বঙ্গাবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ' সম্পর্কিত গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তর অধিদপ্তরের অংশগ্রহণে এই প্রদর্শনীতে অসংখ্য দর্শকের ঢল নামে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। পূর্বের বছরগুলোতেও এই দিবসটিকে কেন্দ্র করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় (ছবি সংযুক্ত)।

জাতির জনক বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন (১৭ মার্চ) ও 'জাতীয় শিশু দিবস' উপলক্ষে গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় জাতির জনকের সমাধি কমপ্লেক্স এলাকায় 'বঙ্গাবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ' সম্পর্কিত গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন।

## জাতীয় শোক দিবস পালন এবং গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিবছরই বিভিন্ন দিবসগুলো যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে থাকে। জাতির জনক বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বঙ্গাবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। দিবসটি পালনের অংশ হিসেবে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে 'বঙ্গাবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ' বিষয়ক গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় (ছবি সংযুক্ত)।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বঙ্গাবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ও গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ‘বঙ্গবন্ধু

ও মুক্তিযুদ্ধ’ বিষয়ক গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন।

## দেশের অভ্যন্তরে বিভাগ/জেলা পর্যায়ে বইমেলা আয়োজন

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতি বছর দেশের বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন বইমেলার আয়োজন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে দেশের বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে সাত (০৭)টি বইমেলা আয়োজন করা হয়।

**বরিশাল বিভাগীয় বইমেলা:** বরিশাল বিভাগীয় বইমেলা: ৬-১২ মে ২০১৭ সাত (০৭) দিন ব্যাপী বরিশাল বিভাগীয় বইমেলার আয়োজন করা হয় (ছবি সংযুক্ত)।

বরিশাল জিলা স্কুল মাঠে রোববার সপ্তাহব্যাপী বিভাগীয় বইমেলা উদ্বোধন করেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর ■ সমকাল

**অন্যান্য বইমেলা:** এছাড়াও আন্তর্জাতিক গ্রন্থ ও কপিরাইট দিবস ২০১৭ উদযাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা শিল্পকলা একাডেমীর চিত্রশালা প্লাজায় ২৭-২৯ এপ্রিল ২০১৭ তিন (০৩) দিন ব্যাপী বইমেলার আয়োজন করা হয়।

**কক্সবাজার জেলা বইমেলা:** সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে এবং কক্সবাজার জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজনে ১৫-২২ এপ্রিল ২০১৭ আট (০৮) দিন ব্যাপী কক্সবাজার জেলা বইমেলার আয়োজন করা হয়।

শহীদ দৌলত ময়দান পাবলিক লাইব্রেরি চত্বরে ১৫-২২ এপ্রিল ২০১৭ আট (০৮) দিন ব্যাপী
কক্সবাজার জেলা বইমেলার আয়োজন।

**রাজশাহী বিভাগীয় বইমেলা**: ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে আট (০৮) দিনব্যাপী রাজশাহী বিভাগীয় বইমেলার আয়োজন করা হয়েছে (ছবি সংযুক্ত)।

আট (০৮) দিনব্যাপী রাজশাহী বিভাগীয় বইমেলার আয়োজন

**ময়মনসিংহ বইমেলা:** সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে এবং ময়মনসিংহ পৌরসভা কর্তৃক আয়োজনে ২৪-৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ আট (০৮) দিনব্যাপী ময়মনসিংহ বইমেলার আয়োজন করা হয় (ছবি সংযুক্ত)।

ময়মনসিংহ বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উপপরিচালক জনাব সুহিতা সুলতানা

## আন্তর্জাতিক গ্রন্থদিবস উদযাপন ও সেমিনার আয়োজন

ইউনেস্কোর ঘোষণা অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী ২৩ এপ্রিল **'আন্তর্জাতিক গ্রন্থদিবস'** হিসেবে উদযাপিত হয়। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিবছর ২৩ এপ্রিল আন্তর্জাতিক গ্রন্থদিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করে থাকে। এ উপলক্ষ্যে প্রতিবছর প্রকাশক ও গ্রন্থানুরাগীদের মধ্যে মত বিনিময়সহ সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আয়োজিত সেমিনারের উদ্দেশ্য হলো লেখক পাঠক ও গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে সেতুবন্ধন রক্ষা করা, সমন্বিতভাবে পাঠক সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা, দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করা, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সহায়ক ভুমিকা পালন করা। এছাড়াও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিবছর বইমেলা ও বিভিন্ন উপলক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারের আয়োজন করার মাধ্যমে কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। উল্লেখ্য, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে তিনটি (০৩) গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার আয়োজন করা হয় (ছবি সংযুক্ত)।

জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে বেসরকারি গ্রন্থাগারের ভূমিকা বিষয়ক সেমিনারে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

সেমিনারে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

## বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে অনুদান প্রদান

দেশের বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহকে উন্নয়নের মাধ্যমে পাঠকদের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি, সেবার মান উন্নয়ন, নতুন পাঠক সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব খাতের অনুদানের অর্থ ও বই জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে সরবরাহ করে। বরাদ্দকৃত অনুদানের অর্থের চেক বেসরকারি গ্রন্থাগারের নামে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন/উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে গ্রন্থাগারে বিতরণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। এটি একটি নিয়মিত বার্ষিক কার্যক্রম । উল্লেখ্য, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ৫৯৪টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের মধ্যে ২৫০০০০০০/- (দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা ও ৫১৮৫০ কপি অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ৫০% মূল্যমানের বই এবং ৫০% অনুদানের অর্থের চেক সংশ্লিষ্ট বেসরকারি গ্রন্থাগারের নামে সরবরাহ করা হয় (ছবি সংযুক্ত)।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বরাদ্দকৃত অনুদানের বই বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের মধ্যে সরবরাহ সংক্রান্ত

কার্যক্রম উদ্বোধন করছেন মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর (এম.পি.)

## প্রশিক্ষণ প্রদান

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিবছর তৃণমূল পর্যায়ের বেসরকারি গণগ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের অংশগ্রহণে ''বেসরকারি গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা, পাঠসেবার মানোন্নয়ন, নতুন পাঠক সৃষ্টি ও গ্রন্থাগারে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার '' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে থাকে। উল্লেখ্য, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কর্তৃক ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৭৫টি, বেসরকারি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এসব প্রশিক্ষণ কোর্সে বিশিষ্ট প্রশিক্ষকবৃন্দ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন থাকেন।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ ও প্রশিক্ষণার্থী।

## বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণ

বহিঃবিশ্বে বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পকে তুলে ধরা এবং বইয়ের বাজার সৃষ্টি করার লক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। এসব বইমেলা উপলক্ষে নির্মিত স্টলে বাংলাদেশের বিভিন্ন সৃজনশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশিত মানসম্পন্ন ও মূল্যবান গ্রন্থ প্রদর্শন করা হয়। উল্লেখ্য, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিবছর ভারতের কলকাতা, নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত

নিউদিল্লী ওয়ার্ল্ড বুক ফেয়ার’ লন্ডন আন্তর্জাতিক বইমেলা, সৌদি আরবের জেদ্দা আন্তর্জাতিক বইমেলা এবং জার্মানির  ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণ করে আসছে।

জার্মানির  ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলা- ২০১৭ অংশগ্রহণকারী বংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ ও সংশ্লিষ্টরা।

## বাংলা নববর্ষ উদযাপন

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে ‘বাংলা নববর্ষ ’ পহেলা বৈশাখ উদযাপন উপলক্ষে বিশিষ্ট কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, প্রকাশক, গ্রন্থাগারিক, বুদ্ধিজীবীদের শুভেচ্ছা বিনিময় ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বিগত কয়েক বছর যাবৎ নিয়মিতভাবে এ অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে ‘বাংলা নববর্ষ উদযাপন

## ‘বই’ পত্রিকা প্রকাশ

দেশের প্রকাশনা জগতের প্রাচীনতম মুখপত্র ‘বই’ । গ্রন্থজগতের তথা বই ও বইয়ের জগৎ সম্পর্কিত এই মাসিক পত্রিকাটি সুদীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর যাবৎ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রকাশ করে আসছে। এই পত্রিকা গ্রন্থ বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ, নিবন্ধ, নতুন বই, লেখক, পাঠক ও গ্রন্থউন্নয়ন সম্পর্কিত লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রতিটি সংখ্যা প্রকাশিত হয় ।

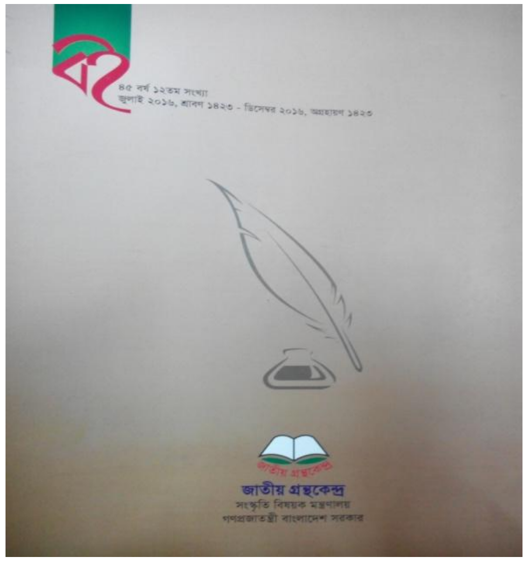


২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বই পত্রিকা প্রকাশ

## রবীন্দ্র ও নজরুল জন্মজয়ন্তী এবং মৃত্যুবার্ষিকীতে অংশগ্রহণ

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বিভিন্ন সময় বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান লেখকদের জন্মজয়ন্তী কিংবা মৃত্যুবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে থাকে। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিবিজড়িত ময়মনসিংহ ত্রিশালের দরিরামপুরে জন্মজয়ন্তী উদযাপনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ, নজরুল বিষয়ে লিখিত বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থসমূহ প্রদর্শন করা হয়। এছাড়ও রবীন্দ্র জন্মবার্ষির্কী ও মৃত্যুবার্ষিকী পালনসহ কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মৃত্যুবার্ষিকী পালন ও শোকসভা আয়োজন করা হয়।

## একুশের গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণ

বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় অমর একুশে বইমেলা। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিবছর এ গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণ করে। যে সব প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে না, যাদের ব্যক্তিগত প্রকাশনা রয়েছে-জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের স্টলে তাদের প্রকাশনা প্রদর্শন ও বিক্রির সুযোগ সৃষ্টি করে (ছবি সংযুক্ত)।

অমর একুশে গ্রন্থমেলায় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের অংশগ্রহণ

## পাঠাগার-নির্দেশিকা প্রকাশ

**বেসরকারি গ্রন্থাগারের সেবার মানউন্নয়ন এবং গ্রন্থাগার সৃষ্টি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে** জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে একটি (০১) বেসরকারি 'গ্রন্থাগার-নির্দেশিকা' প্রকাশ করা হয়েছে।

## প্রকাশকপঞ্জি প্রকাশ

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে একটি (০১) 'প্রকাশকপঞ্জি' প্রকাশ করা হয়েছে।

## গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশ

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে একটি (০১) 'গ্রন্থপঞ্জি' প্রকাশ করা হয়েছে।

## ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ৭২৫টি বেসরকারি পাঠাগারের অনুকূলে নগদ অনুদান প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে। পাঠাগারের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৭২৫টি বেসরকারি পাঠাগারকে মোট ৫২০০০ কপি বই অনুদান হিসেবে প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে। গ্রন্থাগারগুলোর সেবার মান বৃদ্ধি এবং গ্রন্থাগারিকদের অধিকতর দক্ষ করে তোলার নিমিত্ত বেসরকারি গণগ্রন্থাগারের ৭৫ জন গ্রন্থাগারিককে প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত বেসরকারি গণগ্রন্থাগার সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক এ বছর মোট ৫০টি গ্রন্থাগারের নাম তালিকাভুক্তকরণসহ গ্রন্থাগারগুলোর অনুকূলে তালিকাভুক্তির সনদ প্রদানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে অধিক হারে পাঠপ্রবণতা বৃদ্ধি ও পাঠক সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে মোট ১৫টি বইমেলা আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। লেখক সৃষ্টি তথা সৃজনশীল প্রকাশনার বিপণন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ৫২০০০ কপি গ্রন্থ ক্রয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে। গ্রন্থবিষয়ক ছয় (০৬)টি সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। একটি পাঠাগার নির্দেশিকা, একটি প্রকাশক পঞ্জি ও একটি গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। বিশ্বের

বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের গ্রন্থের বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে কলকাতা বইমেলাসহ আরো দুটি দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

## বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁও

### বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁও

সোনারগাঁও বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন জনপদ। প্রায় তিনশত বছর সোনারগাঁও প্রাচীন বাংলার রাজধানী ছিল। সুলতানি আমলের শাসকগণ, বারো ভূঁইয়া প্রধান ঈসা খাঁ ও জগদ্বিখ্যাত মসলিন থেকে সোনারগাঁওকে আলাদা করা যায় না। এরূপ এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক পটভূমিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রথম আর্থিক সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় এবং শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সরকার ১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ এক প্রজ্ঞাপন বলে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে। রাজধানী ঢাকা থেকে ২৫ কিলোমিটার পূর্বে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার অভ্যন্তরে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ উপজেলায় এ প্রতিষ্ঠানের অবস্থান।

### ০২. ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যাবলি:

ঐতিহ্যবাহী লোককারুশিল্প অনুরাগী সংস্কৃতিমনস্ক জাতি গঠনের ভিশন বাস্তবায়নের অভিলক্ষ্যে এর উৎকর্ষ সাধন, প্রসার, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনের কাজ ফাউন্ডেশন করে যাচ্ছে। এটি বাঙালি জাতিসত্তার প্রকাশে গবেষণাধর্মী সেবামূলক একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় নির্ধারিত কার্যাবলিসহ আলোচ্য অর্থবছরে যে সকল কার্যাবলি সম্পাদিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো লোক ও কারুশিল্পের জরিপ কর্মসূচির মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াই হাজার, বন্দর ও নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার কারুশিল্পীদের পরিচিতিমূলক তালিকা প্রণয়নসহ কারুশিল্পীদের বিষয়ে তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা। দেশব্যাপী জরিপের ধারাবাহিক এ কাজটির ক্ষেত্রে পরবর্তীতে একটি প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেশব্যাপী আলোচিত জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। কারুশিল্পীদের মান উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ জরিপ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

চলতি বছর কারুশিল্পের মান উন্নয়নে দেশের ৫টি জেলায় ৬টি কারুশিল্পের প্রতিটি মাধ্যমে ১৫জন করে মোট ৬০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় ঠাকুরগাঁও জেলায় বাঁশের কারুশিল্প, রাজশাহীতে শখের হাঁড়ি, সিলেটে শীতল পাটি, নারায়ণগঞ্জ জেলায় সোনারগাঁয়ের পাটজাত এবং বেঁতের কারুশিল্প এবং বান্দরবান জেলার ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠীর কারুশিল্প এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

আলোচ্য বছরে ফাউন্ডেশনের প্রায় ২০০ (দুইশত) মৃৎশিল্পের ক্যাটালগসহ আরও ১,০০০.০০ (এক হাজার)টি নিদর্শন দ্রব্যের আলোকচিত্র ডকুমেন্টেশনের কাজ সম্পন্ন হয়।

কারুশিল্পীদের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন থেকে চলতি বছর শীতলপাটি শিল্প, সরাচিত্র শিল্প, ধাতব কারুশিল্প (তামা-কাঁসা-পিতল) মাধ্যমে ০৩ জন কারুশিল্পীকে পুরস্কৃত করা হয়। একভরি ওজনের একটি স্বর্ণের পদকসহ নগদ ত্রিশহাজার টাকা ও সনদ প্রদান এ পুরষ্কারের অর্ন্তভুক্ত ছিল।

আলোচ্য বছরে “মৃৎশিল্পের প্রাচীন ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন” শিরোনামে কারুপণ্যের বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া সারা বছর জুড়ে নিম্নোল্লিখিত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়:

১। ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন;

২। ১ অগ্রহায়ণ/১৫ নভেম্বর নবান্ন উৎসব উদযাপন;

৩। মহান বিজয় উৎসব ও পৌষ মেলা আয়োজন;

৪। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্মোৎসব উপলক্ষে জয়নুল মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন;

৫। ১৪ জানুয়ারি থেকে মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৭ আয়োজন;
৬।শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন ;
৭। জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মোৎসব ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন;
৮। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন;
৯। চৈত্রসংক্রান্তি, বৈশাখীমেলা ও বাংলা নববর্ষবরণ উৎসব উপলক্ষে বৈশাখীমেলার আয়োজন;
১০। ১৮ মে আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উপলক্ষে স্থানীয় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে শোভাযাত্রা ও জাদুঘর বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন;
১১। ২৮ মে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের মৃত্যু বার্ষিকী পালন;
১২।মৎস্য অবমুক্তকরণ ও বিপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণি সংরক্ষণ ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন।

উল্লিখিত অনুষ্ঠানসমূহ ছাড়াও মাসব্যাপী উৎসবের ১টি দিন প্রতিবন্ধীদের জন্য সকল আয়োজন রাখা হয়। এবং সরকারী বিশেষ দিনগুলো প্রতিবন্ধী ও শিশুদের জন্য জাদুঘর পরিদর্শন উন্মুক্ত রাখা হয়।

আলোচ্য বছরে নদীপাড়ারের বিলুপ্তপ্রায় লোক ও কারুশিল্প" শীর্ষক একটি গবেষণা গ্রন্থসহ "HISTORICAL SONARGAON" ইংরেজিতে অনুদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এছাড়া কারুশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ কার্যক্রমের আওতায় ৫২টি কারুশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ বছর ০৯ লক্ষাধিক দেশি দর্শনার্থী এবং দুই হাজারের অধিক বিদেশি পর্যটক ফাউন্ডেশন পরিদর্শন করেছেন। এ সময় দর্শনার্থী প্রবেশ ফিসহ অন্যান্য খাত থেকে প্রায় দুই কোটি চুরাশিলক্ষ টাকা আয় হয়েছে।

**০.৩ ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা:**

- কারুশিল্পের মান উন্নয়নে ৪০জন নারী ও ৩০জন পুরুষকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- লোককারুশিল্পের প্রসারে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেলা,কারুশিল্প প্রদর্শনী,ডকুমেন্টশন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- কারুশিল্প ও কারুশিল্পীদের পরিচিতিমূলক পরিপূর্ণ তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলার লক্ষ্যে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি, চান্দিনা ও বড়ুরা উপজেলা জরিপ;
- *মৃৎশিল্পের প্রাচীন ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন* শীর্ষক গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ এবং
- ঐতিহ্যবাহী লোককারুশিল্প তৈরির ক্ষেত্রে উৎসাহদানে শোলা, জামদানি, টেপাপুতুল মাধ্যমে কারুশিল্পীকে পুরস্কার প্রদান।
- আলোচ্য বছরে ঢাকা জেলার সাভার, ধামরাই এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া এই ৩টি উপজেলায় জরিপ কাজ সম্পাদন করা হবে।

**মাসব্যাপী লোককারম্নশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৭ এর শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি কে ক্রেস্ট প্রদান করছেন পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ**

মহান বিজয় উৎসব ও পৌষমেলা উপলড়্গে জাদুঘরের অনলাইন টিকিট সেবা ই-টিকিটিং- এর শুভ উদ্বোধন করেন ভাষাসংগ্রামী, বীর মুক্তিযোদ্ধা, জনাব কামাল লোহানী। এতে বক্তব্য রাখেন পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ, সঙ্গে আছেন জনাব আব্দুলস্নাহ-আল-ফারম্নক

**বর্ষবরণ উৎসব ১৪২৪ উপলড়্যে মঙ্গল শোভাযাত্রায় সাংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. মসিউর রহমান, পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ**

ফাউন্ডেশন প্রদত্ত ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে  শিল্পী সবিতা মোদি, সুধন্য দাস, মানিক সরকার, সুফিয়া আক্তারকে কারুশিল্পী পদক প্রদান শেষে ফটোসেশনে অংশনেন শিল্পী হাশেম খান, স্থপতি  রবিউল হুসাইন, অধ্যাপক মইনুদ্দীন খালেদ, ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ প্রমুখ

**আন্ত্মর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলড়্গে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত শিশুকিশোরদের মাঝে বক্তব্য রাখছেন পরিচালক কবি**

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৭ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের একাংশ**

## ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি, বিরিশিরি, নেত্রকোনা

**০১। দপ্তর/সংস্থা /অনুবিভাগের পরিচিতিঃ**

বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহ যেমন গারো, হাজং, কোচ, বানাই, ডালু প্রভৃতি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। জাতীয় সংস্কৃতির এইসব পৌরাণিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, পরিচর্যা, উন্নয়ন, চর্চা ও লালনের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে নেত্রকোণা জেলার দুর্গাপুর উপজেলাধীন বিরিশিরি নামক স্থানে এ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বৃহত্তর ময়মনসিংহে বসবাসরত এসব আকর্ষনীয়, বর্ণিল ও মূল্যবান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসমূহ হারিয়ে যেতে বসেছে। কোন কোন নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা ও সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো একেবারেই হারিয়ে গেছে। এমতাবস্তায় প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই এ একাডেমিটি অত্রাঞ্চলের সেসব ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাসমূহের বিলীয়মান সংস্কৃতি সংরক্ষণ, লালন, চর্চা ও প্রয়োজনীয় উন্নয়ন সাধনসহ বৃহত্তর জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে সেগুলোর বিকাশকে সাবলীল, সহজীকরণ ও সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এসব নৃ-গোষ্ঠিসমূহের ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, নৃত্য-গীত প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, নিয়মিত চর্চা, সংশ্লিষ্ট নৃ-গোষ্ঠিদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে ভালোবাসা ও সংরক্ষণে উদ্বুদ্বকরণ; তাদের প্রধান উৎসবসমূহ সংরক্ষণ; প্রকাশনা, অডিও-ভিজ্যুয়াল প্রভৃতির মাধ্যমে সংরক্ষণ এসব গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সম্পাদন করে আসা হচ্ছে।

**১.১ সংস্থার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কার্যক্রমঃ**

বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাসমূহের বিলীয়মান সংস্কৃতি সংরক্ষণ, লালন, চর্চা ও প্রয়োজনীয় উন্নয়ন সাধন এবং জাতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতধারার সঙ্গে সাদৃশ্য বজায় রেখে সেগুলোর বিকাশকে সাবলীল ও সহজীকরণ।

## ১.২ প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবলঃ

অনুমোদিত জনবল ১৭ (সতের) জন। জনবলের বিবরণ নিম্নরূপ:

| ক্রমিক নং | পদের বিবরণ | অনুমোদিত পদের বিবরণ | কর্মরত পদের বিবরণ | শূণ্য পদের বিবরণ |
|---|---|---|---|---|
| ১। | প্রথম শ্রেণী | ০২ (দুই)টি | ০১ (এক)টি | ০১ (এক)টি |
| ২। | দ্বিতীয় শ্রেণী | ০২ (দুই)টি | ০১ (এক)টি | ০১ (এক)টি |
| ৩। | তৃতীয় শ্রেণী | ০৭ (সাত)টি | ০৬ (ছয়)টি | ০১(এক)টি |
| ৪। | চতুর্থ শ্রেণী | ০৬ (ছয়)টি | ০৫ (পাঁচ)টি | ০১(এক)টি |
| **সর্বমোট** | | **১৭ (সতের) টি** | **১৩ (তের) টি** | **০৪ (চার)টি** |

## ০২। ২০১৬- ২০১৭ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যাবলিঃ

### জাতীয় দিবসসমূহ উদযাপনঃ

- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস (৪১তম থেকে ৪২তম) ১টি
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন (২০১৬ - ২০১৭) ২টি
- মহান বিজয় দিবস উদযাপন (২০১৬ - ২০১৭) ২টি
- মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন (২০১৬ -২০১৭) ২টি
- মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন (২০১৬- ২০১৭) ২টি
- পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ উদযাপন (১৪২৩ বঙ্গাব্দ - ১৪২৪ বঙ্গাব্দ) ২টি

### মহান ব্যক্তিত্বদের জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী উদযাপনঃ

- বিশ্ব কবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের মৃত্যু বাষিকী উদযাপন (৭৫তম থেকে ৭৬তম) ২টি
- জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যু বাষিকী উদযাপন (৪০তম থেকে ৪১তম) ২টি

- বিশ্ব কবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের জন্ম জয়ন্তী উদযাপন (১৫৬তম থেকে ১৫৭তম) ২টি
- জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম বাষিকী উদযাপন (১১৮তম থেকে ১১৯তম) ২টি

**সাংস্কৃতিক বিনিময়ঃ**

- সাংস্কৃতিক বিনিময় (উপজেলা পর্যায়ে) নাই
- সাংস্কৃতিক বিনিময় (জেলা পর্যায়ে-বান্দরবান, রাজশাহী, মৌলভিবাজার, রাঙ্গামাটি, খুলনা) নাই

**প্রশিক্ষণ কর্মশালাঃ**

- সংগীত প্রশিক্ষণ (স্থানীয় স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য) ১টি
- নৃত্য প্রশিক্ষণ (৩ মাসিক) ১টি
- মিউজিক প্রশিক্ষণ (গারো বাদ্যযন্ত্র) ১টি

**সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাঃ**

- সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (উপজেলা পর্যায়ে) নাই
- বিভিন্ন জাতীয় দিবসসমূহে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (বাংলা সুন্দর হস্তাক্ষর ১টি, মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলনভিত্তিক চিত্রাঙ্কন ৪টি, দেশাত্মবোধক গান ২টি, দেশাত্মবোধক কবিতা আবৃত্তি ২টি, বক্তৃতা নাই, দেশাত্মবোধক গানের উপর নৃত্য ১টি) মোট ১০টি

**বিভিন্ন সংস্থা, প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে কৃত অনুষ্ঠানঃ**

- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে কৃত অনুষ্ঠান (চ্যানেল আই, ঢাকা) ১টি

**সাংস্কৃতিক উৎসবঃ**

- গারো সমাবেশ, মেলা ও সাংস্কৃতিক উৎসব (২০১৬-২০১৭) ১টি
- হাজং সমাবেশ, মেলা ও দেউলী উৎসব (২০১৬ - ২০১৭) ১টি
- কোচ সমাবেশ, মেলা ও বিহু উৎসব (২০১৬ - ২০১৭) ১টি

**প্রকাশনাঃ**

- স্মরণিকা (গারো সমাবেশ, মেলা ও সাংস্কৃতিক উৎসব-২০১৬ - ২০১৭) ৩০০ কপি
- স্মরণিকা (হাজংদের সমাবেশ, মেলা ও দেউলী উৎসব- ২০১৬-১৭) ৩০০ কপি

**সেমিনার/কর্মশালাঃ**

- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীয়দের সমাজ-সংশ্লিষ্ট বিষয় যেমন ভাষা, সমাজ ব্যবস্থা, সংস্কৃতি, উন্নয়ন এবং তথ্য প্রযুক্তি এসব বিষয়ের উপর তরুণ লেখকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।
  ১টি

**০৩। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনাঃ**

(১) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীয় অধ্যুষতি এলাকা সমূহে ক্ষুদ্র নৃ-গাষ্ঠীয়দরে ঐতহ্যিবাহী কুটরিশল্পি ও হস্তশল্পি স্থাপনরে মাধ্যমে জাতীয় র্পযায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং টেকসই উন্নয়নরে লক্ষে উচচ প্রনয়নরে কাজ চলমান। এই প্রকল্পরে মাধ্যমে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সংস্কৃতি সংরক্ষণরে পাশাপাশি বকোরত্ব হ্রাস, আত্ম-র্কমসংস্থান সৃষ্টি, জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, আয় বৃদ্ধি এসব ক্ষেত্রে গুরুত্বর্পূন ভূমকিা পালন করবে।

(২) "ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির কালচারাল একাডেমি, বিরিশিরি, নেত্রকোণা-এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ২য় পর্যায়" শীর্ষক একটি প্রকল্প সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীণ আছে। প্রস্তাবিত উক্ত প্রকল্পে একাডেমির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্যে নিম্ন লিখিত অংগসমূহ অন্তর্ভুক্তি করা আছে।

- জাদুঘর-কাম-প্রশিক্ষণ ভবন নির্মাণ
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ
- পরিচালকের বাসভবন নির্মাণ
- গেস্ট হাউস ভবনকে দ্বিতল ভবনে উন্নীতকরণ
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীয় জীবন-সংস্কৃতির উপর টেরাকোটা এবং একাডেমি প্রাঙ্গণে ফোয়ারা নির্মাণ
- মূল একাডেমি ভবনসহ অন্যান্য ভবনসমূহের পানি নিষ্কাশনের জন্যে একটি বড় চৌবাচ্চাসহ ড্রেন নির্মাণ
- উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বড় জেনারেটরসহ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয়
- প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ

**০৪। বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখযোগ্য বিষয়ঃ**

(ক) ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৭ কোটি ৯২ লক্ষ ০৯ হাজার টাকা ব্যয়ানুমান বিশিষ্ট "ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, বিরিশিরি, নেত্রকোণার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়)" শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি পূর্বক সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পেশ করা হয়েছে।

(খ) একাডেমির কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীয়দের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ভারতীয় অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্প প্রাপ্তির লক্ষ্যে "Livelihood Security Enhancement Initiative Project" নামীয় একটি প্রকল্প প্রস্তাব তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

**০৫। বার্ষিক প্রতিবেদনে মুদ্রণের জন্য কিছু ছবিঃ**

২১ ফেব্রুয়ারী ২০১৭

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ৯৮ তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৭

গারোদের ১০০ ড্রামস ১১ নভেম্বর ২০১৬

গারোদের বার্ষিক ওয়ানগালা উৎসব ১২ ডিসেম্বর ২০১৬

**উপসংহারঃ**

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির কালচারাল একাডেমি, বিরিশিরি, নেত্রকোণা-এর নিয়মিত কার্যক্রম এলাকার সংশ্লিষ্ট নৃ-গোষ্ঠিসহ এলাকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠির সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। তদুপরি একাডেমীর সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীয় সদস্য ও এলাকার জনসাধারণ সকলের সঙ্গে জনসংযোগ স্থাপিত হওয়ার ফলে সকলের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়ন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একাডেমির কার্যক্রমে সকলের অংশ গ্রহণ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

## ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-১৭ প্রকাশের জন্য তথ্য/উপাত্ত প্রেরণের ছক

১। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটির পরিচিতিঃ
বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ১১টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন এবং ঐ সকল সংস্কৃতিকে দেশের জাতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতধারার সহিত সম্পৃক্তকরণের উদ্দেশ্যে তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের স্মারক নং-ঋ ২/৪৯/৭৬-(ঈ)/৫০০/৭, উযধশধ, উধঃবফ- ২২/০৬/১৯৭৬ মূলে ১৯৭৮খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম রাঙ্গামাটিতে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। বিগত ১২ এপ্রিল ২০১০খ্রিঃ তারিখ মহান জাতীয় সংসদে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন-২০১০ পাস হয়। এ আইনের আলোকে ইনস্টিটিউটের বর্তমান নাম রাঙ্গামাটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট। বর্তমানে এ ইনস্টিটিউট সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত একটি বিভাগ।

২। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যাবলি ঃ-
২(১)। বিজু সাংগ্রাই বৈসুক বিষু মেলা-২০১৭ আয়োজন ঃ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্টীদের ঐতিহ্যবাহী প্রধান সামাজিক উৎসব বিজু সাংগ্রাই বৈসুক বিষু ২০১৭ উদযাপন উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী "বিজু সাংগ্রাই বৈসুক বিষু মেলা-২০১৭" আয়োজন করা হয়েছে। চাকমা সার্কেল চীফ ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায় তিন দিনব্যাপী মেলার শুভ উদ্বোধন করেন। তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আগত শিল্পীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এবং চাকমা নাটক মঞ্চস্থ করা হয়।

২(২)। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০১৭ উদযাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা বঙ্গবন্ধু জাতীয় ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত মার্চপাস্ট ও ডিসপে® অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ঃ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০১৭ উদযাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা বঙ্গবন্ধু জাতীয় ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত মার্চপাস্ট ও ডিসপে® রাঙ্গামাটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের ১০০ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করে এবং এতে ইনস্টিটিউট ৩য় স্থান অর্জন করে।

২(৩)। জেলার বাইরে সংস্কৃতি বিনিময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন ঃ জেলার বাইরে সংস্কৃতি বিনিময় কর্মসূচির অংশ হিসেবে নেত্রকোনা জেলার বিরিশিরি কালচারাল একাডেমীতে ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়।

২(৪) উপজেলা পর্যায়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনঃ তৃণমূল পর্যায়ে সংস্কৃতি চর্চা, প্রসার, বিকাশ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিবেদনাধীন আর্থিক সালে কাপ্তাই উপজেলায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

২(৫)। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ এমপি মহোদয়ের সম্মানে গত ২২-১২-২০১৬ই সন্ধ্যায় ইনসিস্টটিউটের উদ্যোগে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসক, জেলা পুলিশ সুপার ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

২(৬)। আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস-২০১৭ এ অংশগ্রহণঃ  আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস-২০১৭ উদযাপন উপলক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ৫(পাঁচ) দিনব্যাপী মেলায় অত্র ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক আয়োজন করা হয় এবং ইনস্টিটিউটের একটি স্টল প্রদান করা হয়।

২(৭)। স্বল্প মেয়াদী নৃত্য-গীত প্রশিক্ষণ কোর্স-২০১৭ আয়োজনঃ নৃত্য-গীতে নতুন নতুন শিল্পী পারদর্শী গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রতিবছরের ন্যায় প্রতিবেদনাধীন সালেও ১৫(পনেরো) দিনব্যাপী স্বল্প মেয়াদী নৃত্য-গীত প্রশিক্ষণ কোর্স-২০১৭ আয়োজন করা হয়। মোট ৩৬(ছত্রিশ) জন শিল্পীকে নৃত্য-গীতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীকে সনদপত্র প্রদান করা হয়।

২(৮)। রাষ্ট্রীয় দিবস উদযাপনঃ মহান বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, ২১শে ফেব্র“য়ারী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে দিবপযোগী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়।

২(৯)। বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজনঃ ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখার অধীনে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে তিন দিনব্যাপী বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০১৭ আয়োজন করা হয়েছে। মোট ১৮টি বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিনব্যাপী প্রতিযোগীতায় প্রায় ১০০০ প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। সমাপনী দিনে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব বৃষ কেতু চাকমা বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার ও সনদপত্র বিতরণ করেন।

২(১০)। রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উদযাপনঃ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৬তম এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৮তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

৩। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনাঃ

৩(১)। বিজু মেলা ২০১৮ আয়োজনঃ  পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ঐতিহ্যবাহী প্রধান সামাজিক উৎসব বিজু সাংগ্রাই বৈসুক বিষু ২০১৮ উদযাপন উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী বিজু মেলা আয়োজন করা হবে।

৩(২)। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০১৭ উদযাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা বঙ্গবন্ধু জাতীয় ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত মার্চপাস্ট ও ডিসপে®
অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণঃ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০১৭ উদযাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা বঙ্গবন্ধু জাতীয় ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত মার্চপাস্ট ও ডিসপে® অনুষ্ঠানে রাঙ্গামাটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের শিল্পীদল অংশগ্রহণ করবে।

৩(৩)। রাষ্ট্রীয় দিবস উদযাপনঃ মহান বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে অত্র ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও দিবপযোগী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে।

৩(৪)। জেলার বাইরে সংস্কৃতি বিনিময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনঃ  জেলার বাইরে সংস্কৃতি বিনিময় কর্মসূচির অংশ হিসেবে কক্সবাজার জেলায় ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়।

৩(৫)। উপজেলা পর্যায়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনঃ তৃণমূল পর্যায়ে সংস্কৃতি চর্চা, প্রসার, বিকাশ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে চলতি অর্থবছরে কাউখালী উপজেলায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়।

৩(৬)। বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজনঃ প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে মোট ১৮টি বিষয়ে তিন দিনব্যাপী বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হবে।

৩(৭)। স্বল্প মেয়াদী নৃত্য-গীত প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনঃ নৃত্য-গীতে নতুন নতুন শিল্পী পারদর্শী গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ১৫(পনেরো) দিনব্যাপী স্বল্প মেয়াদী নৃত্য-গীত প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হবে।

৩(৮)। চাকমা ভাষা ও বর্ণমালা শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনঃ চলতি অর্থবছরে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে চাকমা ভাষা ও বর্ণমালা শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হবে।

৩(৯)। রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উদযাপনঃ প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৭তম এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৯তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে।

৩(১০)। নাট্য উৎসব আয়োজনঃ চলতি অর্থ বছরে ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে নাট্য উৎসব আয়োজন করা হবে।

## ‘ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান

১। **দপ্তর/সংস্থা/অনুবিভাগের পরিচিতি** :

নবম জাতীয় সংসদে বিগত ০৫ এপ্রিল ২০১০ তারিখ বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে ‘ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০’ (২০১০ সনের ২৩ নং আইন) পাশ করা হয়েছে। আইনটি প্রবর্তিত হওয়ায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির উন্নয়ন, বিকাশ, সংরক্ষণ ও লালনের পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণকে দেশের মূল স্রোতোধারার জাতীয় সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করে তোলার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ সহজতর হয়েছে। এ আইন বলবৎ হবার সাথে সাথে ১৯৮৮ সালে কার্যক্রম শুরু করা এ প্রতিষ্ঠানটি ‘ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান’ নামে স্বতন্ত্র আইনগত সত্তাবিশিষ্ট সংবিধিবদ্ধ একটি সংস্থা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রতিষ্ঠানটির পূর্ববর্তী পরিচিতি ছিল ‘উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান’।

২। **২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যাবলি** :

ক॥ সংস্কৃতি শাখার কার্যাবলি :

১) ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখার উদ্যোগে ১ মাস মেয়াদি মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, চাক, বম, খেয়াং, খুমী ও ত্রিপুরা নৃত্যসহ মোট ১৭টি নৃত্য প্রশিক্ষণ কোর্স, ১টি বম সংগীত প্রশিক্ষণ কোর্স, ১টি চিত্রাঙ্কন প্রশিক্ষণ কোর্স, ৩টি অভিনয় প্রশিক্ষণ কোর্স এবং ১টি কবিতা আবৃত্তি ও প্রমিত উচ্চারণ প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ৫৬২ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়াও ৪ বছর মেয়াদি শাস্ত্রীয় কণ্ঠ সংগীত, নৃত্য ও যন্ত্র সংগীত (তবলা) শিক্ষার ৩টি কোর্সে বিভিন্ন বর্ষের মোট ১২৭ জন শিক্ষার্থী বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়।

২) স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস ২০১৬, মহান বিজয় দিবস ২০১৬, মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৭, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৭, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৬তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, শুভ বাংলা নববর্ষ ১৪২৪ ও সাংগ্রাইং-বিজু-বৈসু উৎসব উপলক্ষে বর্ষবরণ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৬'এর বিজয়ীদের মোট ৮০৩টি পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন ও প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী উপলক্ষে মোট ১৬টি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

৩) বান্দরবান সদর উপজেলার ৩১৮ নং কুহালং মৌজায় জনাব লু সাই অং'এর জুমে মারমাদের নবান্ন উৎসব 'কক্‌সই পোয়েঃ ২০১৬' আয়োজন করা হয় এবং 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকসাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৬ ও পিঠা মেলা' আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ৫ জন কৃতী ও বরেণ্য লোকশিল্পীকে আজীবন সম্মাননা ও ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হয়।

৪) মারমা, ত্রিপুরা ও তঞ্চঙ্গ্যা প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণে কর্মশালাভিত্তিক ৩টি অভিনয় প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয় এবং তাদের পরিবেশনায় যথাক্রমে মারমা নাটক : ক্যালারে কাইংতারাঃ (নিয়তির পরিহাস), ত্রিপুরা নাটক : দুগুনি যোঃম (মুক্তি) ও তঞ্চঙ্গ্যা নাটক : বৈ-নথেবং (বসে থাকব না) মঞ্চায়ন করা হয়।

৫) বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র 'ওয়াগ্যোয়াই উৎসব' অর্থাৎ প্রবারণা পূর্ণিমা বা আশ্বিনী পূর্ণিমা উপলক্ষে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট ও উৎসব উদ্‌যাপন পরিষদ, বান্দরবানের উদ্যোগে ঐতিহাসিক পুরাতন বোমাং রাজবাড়ি প্রাঙ্গণে ফানুশ উড়ানো ও মহামঙ্গল রথযাত্রার শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শতাধিক ফানুশ উড়ানো হয় এবং ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে তৈরি 'মাহা মাঙ্গালা রাথা' অর্থাৎ মহামঙ্গল রথের শুভযাত্রার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

৬) গত ২২ অক্টোবর ২০১৬ শনিবার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের ৪৯ জন শিল্পী ও শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ডিসপ্লে পরিবেশন করে।

৭) গত ২৯ নভেম্বর ২০১৬ মঙ্গলবার ইনস্টিটিউটে বিগত ১৯৮৮-১৯৮৯ হতে ২০০৯-২০১০ অর্থবছর পর্যন্ত সম্পাদিত অডিটকালে উত্থাপিত আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করা হয়। এতে ৪৩ টি আপত্তির মধ্যে ৪০ টি নিষ্পন্ন হয়।

খ॥ গবেষণা ও প্রকাশনা শাখার কার্যাবলি :

১) ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ইনস্টিটিউটের গবেষণা ও প্রকাশনা শাখার উদ্যোগে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষার অক্ষর জ্ঞান শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ২ মাস মেয়াদি মারমা ভাষা শিক্ষার ৭টি কোর্স, ম্রো ভাষা শিক্ষার ২টি কোর্স, তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা শিক্ষার ২টি কোর্স, বম ভাষা শিক্ষার ৩টি কোর্স, চাক ভাষা শিক্ষার ১টি কোর্স, খুমী ভাষা শিক্ষার ১টি কোর্স এবং ত্রিপুরা ভাষা শিক্ষার ২টি কোর্সে মোট ৫১১ জন শিক্ষার্থী কৃতকার্য হয় এবং তাদেরকে সনদ প্রদান করা হয়।

২) বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষার বর্ণমালার মাধ্যমে আয়োজিত ‘মাতৃভাষায় সাহিত্য প্রতিযোগিতা ২০১৬’তে মারমা, বম, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, চাক ও ত্রিপুরা ভাষায় বিজয়ী মোট ১৪৫ জন প্রতিযোগীকে পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণ করা হয়। এছাড়াও ‘রচনা প্রতিযোগিতা ২০১৬’তে স্কুল পর্যায়ে ৫ জন এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ৫ জন বিজয়ী প্রতিযোগী পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র অর্জন করে।

৩) শুভ বাংলা নববর্ষ ১৪২৪ ও সাংগ্রাইং-বিজু-বৈসু উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত ‘যুগে যুগে সাংলান : খিয়াং জাতিসত্তার কৃত্য আচার ও সংস্কার’ শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা এবং ‘মারমাদের কক্‌সই পোয়েঃ : জুমফসলভিত্তিক নবান্ন উৎসব এবং পালনীয় আচার ও সংস্কার’ শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালায় মোট ৯৮ জন বিশেষজ্ঞ আলোচক ও রিসোর্স পারসন অংশগ্রহণ করেন।

গ॥ <u>গ্রন্থাগার ও জাদুঘর শাখার কার্যাবলি</u> :

১) ‘শেখ হাসিনার বারতা, নারী-পুরুষ সমতা’ স্লোগানের ভিত্তিতে নারীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগার ও জাদুঘর শাখার উদ্যোগে খিয়াংদের ঐতিহ্যবাহী তাঁত বুনন ও পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্স ১৬ জন খিয়াং নারী, চাকদের ঐতিহ্যবাহী তাঁত বুনন ও পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্সে ১৬ জন চাক নারী, তঞ্চঙ্গ্যাদের ঐতিহ্যবাহী তাঁত বুনন ও পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্সে ১৬ জন তঞ্চঙ্গ্যা নারী, মারমাদের ঐতিহ্যবাহী তাঁত বুনন ও পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্সে ২০ জন মারমা নারী এবং ম্রোদের ঐতিহ্যবাহী তাঁত বুনন ও পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্সে ১৬ জন ম্রো নারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

২) ইনস্টিটিউট জাদুঘরে সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য ১৮টি দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী ও প্রত্নবস্তু সংগ্রহ করা হয়।

৩। **২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা** :

১) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংগীত, নৃত্য ও বাদ্য, চিত্রাঙ্কন, অভিনয় এবং শাস্ত্রীয় কণ্ঠ সংগীত, নৃত্য ও যন্ত্র সংগীত (তবলা) শিক্ষাদানের ২৬টি কোর্সে মোট ৬৯০ জন দক্ষ শিল্পী তৈরি করা।

২) জাতীয় শোক দিবস ২০১৭, মহান বিজয় দিবস ২০১৭, মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৮, জাতীয় শিশু দিবস ২০১৮, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৮, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৭তম জন্মবার্ষিকী, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, শুভ বাংলা নববর্ষ ১৪২৫ ও সাংগ্রাইং-বিজু-বৈসু উৎসব উপলক্ষে বর্ষবরণ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাসহ মোট ৯টি আয়োজনের মাধ্যমে মোট ৮০৫ জন প্রতিযোগীকে পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণ করা এবং বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন ও প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী উপলক্ষে মোট ১৬টি অনুষ্ঠান আয়োজন করা।

৩) শুভ বাংলা নববর্ষ ১৪২৫ ও সাংগ্রাইং-বিজু-বৈসু উৎসব এবং অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে মোট ১০০ জন বিশেষজ্ঞ আলোচক ও রিসোর্স পারসনের অংশগ্রহণে ২টি কর্মশালা আয়োজন করা এবং কর্মশালাভিত্তিক

অভিনয় প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে দক্ষ অভিনয় শিল্পী তৈরি করে প্রশিক্ষণার্থীগণের অংশগ্রহণে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষায় ৩টি নাটক ও থিয়েটার মঞ্চায়ন করা।

৪) বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ২২৫ জন লোকশিল্পীর অংশগ্রহণে ২টি লোকসাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন এবং ৩টি পিঠামেলায় মোট ৩০টি পিঠা প্রদর্শনের মাধ্যমে গ্রামীণ ও লোকজ পিঠা তৈরির কৃষ্টি লালনে উৎসাহ প্রদান করা।

৫) বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী তাঁত বুনন ও পোশাক তৈরির ২ মাস মেয়াদি ৫টি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে মোট ৯০ জন দক্ষ তাঁতী তৈরি করা এবং তাদের নিজস্ব পোশাকের বৈচিত্র্যপূর্ণ ঐতিহ্য ও প্রযুক্তি লালনে সহায়তা প্রদান করা।

৬) ইনস্টিটিউট জাদুঘরের জন্য ১৮টি দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী ও প্রত্নবস্তু সংগ্রহের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা।

৭) বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষার অক্ষর জ্ঞান শিক্ষার ২ মাস মেয়াদি ১৮টি কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে তাদের মাতৃভাষা ও বর্ণমালা সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধকরণে সহায়তা প্রদান এবং অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন মোট ৫১৫ জন শিক্ষার্থী তৈরি করা।

৮) ৬টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষার বর্ণমালার মাধ্যমে তাদের মাতৃভাষায় সাহিত্য প্রতিযোগিতা আয়োজন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন করে প্রতিভাবান লেখক ও সাহিত্যিক সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান করা এবং মোট ১৬০ জন প্রতিযোগীকে পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণের মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান করা।

৪। **বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখযোগ্য অন্য কোন বিষয়** : ---

৫। **বার্ষিক প্রতিবেদনে মুদ্রণের জন্য ছবি সংযুক্ত করতে হবে :**

বান্দরবান পার্বত্য জেলার সুপ্রাচীন ও বৈচিত্রময় আদি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরার উদ্দেশ্য

বান্দরবান পার্বত্য জেলার সুপ্রাচীন ও বৈচিত্রময় আদি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরার উদ্দেশ্য

‘মহান বিজয় দিবস ২০১৬’ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৮তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

চাক মধ্যম পাড়া ২৭৮ নং বাইশারী মৌজা, নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় পরিচালিত চাকদের ঐতিহ্যবাহী তাঁতবুন।

**<u>উপসংহার</u> :** বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট বান্দরবান পার্বত্য জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত মারমা,ম্রো,ত্রিপুরা,বম,তঞ্চঙ্গ্যা,চাকমা,চাক,খেয়াং,খুমী,লুসাই ও পাংখোয়া অর্থাৎ ১১ টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণকে অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন,সংস্কৃতিমনস্ক,সৃজনশীল ও আলোতিক পার্বত্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর হিসেবে গড়ে তোলার রূপকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের ব্যাপক কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস,ঐতিহ্য,লোকশিল্প, মাতৃভাষা,বর্ণমালা,সাহিত্য,রীতিনীতি,প্রথা ইত্যাদি সংরক্ষণ, লালন, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন করার অভিলক্ষ্যে এ ইনস্টিটিউটের সার্বিক কার্যক্রমকে অধিকতর জনসম্পৃক্ত এবং গণমুখী ও সেবাধর্মী করা হয়েছে।

# কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
# কক্সবাজার।

**বিষয়ঃ কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সংক্রান্ত তথ্যাদি।**

১। পরিচিতিঃ সরকার ৫/১/১৯৯৪ তারিখে রাঙামাটিস্থ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট এর কক্সবাজার আঞ্চলিক কার্যালয়টিকে ‘কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র’ নামে সরাসরি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি স্বতন্ত্র কার্যালয় হিসাবে স্থাপন করেন। কক্সবাজারে বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ ও উত্তোরত্তর সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে এ জেলায় সাংস্কৃতিক কার্যাক্রম জোরদার করার লক্ষ্যেই এই কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। কক্সবাজারে আগত দেশী বিদেশী পর্যটকদের নিকট কক্সবাজারের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে যথাযথভাবে তুলে ধরা, আঞ্চলিক নৃত্যগীতসহ পারফর্মিং আর্টের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কক্সবাজারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ পূর্বক জাতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতধারার সাথে এতদাঞ্চলের সংস্কৃতিকে সম্পৃক্ত করাই এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ইতোমধ্যে ২টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে কক্সবাজার শহরের সমুদ্র সৈকত এলাকায় ২.০০ একর জমির উপর মনোরম পরিবেশে অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত একটি অডিটরিয়াম সহ সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স এ এই কেন্দ্র নিজস্ব কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০ এর অধীনে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হচ্ছে।

**২। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/ উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীঃ**

- ১৫ই আগস্ট,২০১৬ তারিখ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসন,কক্সবাজার-এর গৃহিত কর্মসূচির সাথে সমন্বয় করে দিবসটি যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়।

- ২৭ সেপ্টেম্বর,২০১৬ তারিখ বিশ^ পর্যটন দিবস উদযাপন উপলক্ষে স্থানীয় জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার -এর উদ্যোগে গৃহিত কর্মসূচির অনুযায়ী সকালে র‌্যালীতে অংশ গ্রহণ এবং স!!দ্ধ্যায় সমুদ্র সৈকতে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রাখাইন শিল্পীদলের নৃত্যগীত পরিবেশন।

- গত ১৩/১০/২০১৬ইং তারিখ সকাল ১০টায় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষে র‍্যালীতে অংশ গ্রহন এবং র‍্যালী প্রাঙ্গানে দুর্যোগ বিষয়ক সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন।

- গত১৩/১০/২০১৬ইং তারিখ বিকাল ৪টায় শ্রীলংকার রাষ্ট্রীয় অতিথিবৃন্দ যথাক্রমে মি. ড.স্বর্ণা পালা ,সেক্রেটারী, মিনিষ্ট্রী অব ইন্টারনেল এ্যাফেয়ার্স, ডেভলপমেন্ট এন্ড কালচার ও কেপিএ বানাড ডি সিলবা, এডিশনাল সেক্রেটারী ও উধ্বর্তন সহকারী কর্মকর্তাবৃন্দের কক্সবাজারে শুভাগমন উপলক্ষে তাঁদের সম্মানে  কক্সবাজারস্থ কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ মন্দির মাহাসিংদগ্রী ক্যাম্পাসে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।
- গত ১৬-১৮ অকটোবর,২০১৬ তারিখ ০৩দিন ব্যাপী রাখাইন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের প্রবারণা উৎসব/ওয়াগ্যেয়-পোওয়ে উপলক্ষে কল্পতরু জাহাজ তৈরী করে জলে ভাসানো  ও আকাশ আলোময় করার জন্য ফানুস উড়ানোসহ নানা কর্মসূচি যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন করা হয়।
- বাংলাদেশ পর্যটন ও টুরিজম বোর্ড, ঢাকা-এর উদ্যোগে এবং স্থানীয় জেলা প্রশাসন, কক্সবজার -এর ব্যবস্থাপনায় গত ২৪-১১-২০১৬ইং তারিখ পর্যটন নগরী কক্সবাজারের ইনানীস্থ হোটেল রয়েল টিউলিপ-এ ‘পাটা’ সেমিনার উপলক্ষে বিভিন্ন দেশের সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে অতিথিবর্গ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বিমান ও পর্যটন মন্ত্রীসহ সরকারী-বেসরকারী উধ্বর্তন কর্মকর্তাদের সম্মানে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের পরিচালকসহ একটি সাংস্কৃতিক দলের অংশ গ্রহন এবং বিশেষ সহযোগিতা প্রদান।
- গত ২৬/১১/২০১৬ইং তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ কক্সবাজারে শুভাগমন উপলক্ষে তাঁদের সম্মানে জেলা প্রশাসন,কক্সবাজার এর ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় হোটেল সী প্যালেসে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের শিল্পী দলের অংশ গ্রহন এবং বিশেষ সহযোগিতা প্রদান করা হয়।
- গত ১৬ডিসেম্বর, ২০১৬ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রের উদ্যোগে যথাযথ মর্যাদায়  রাত ১২টার পর প্রথম প্রহরে মুক্তি যুদ্ধের সকল শহীদের স্মরণে স্থানীয় কক্সবাজার শহীদ মিনারে পুস্পমাল্য অর্পণ এবং সন্ধায় জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার কর্তৃক গৃহিত কর্মসূচির সাথে সমন্বয় করে কেন্দ্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।
- মহান একুশে ফেব্রয়ারি,২০১৭ শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রের উদ্যোগে যথাযথ মর্যাদায়  রাত ১২টার পর প্রথম প্রহরে মুক্তি যুদ্ধের সকল শহীদের স্মরণে স্থানীয় কক্সবাজার শহীদ মিনারে পুস্পমাল্য অর্পণ এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন  ও বিজয়ীদের মাঝে পূরস্কার বিতরণ।
- কেন্দ্রের উদ্যোগে ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় নিজস্ব মিলনায়তনে গত ১৪ মার্চ, ২০১৭ স!!ন্ধ্যায় ০৭ টায় শেরপুর থেকে আগত ‘বাংলাদেশ নৃত্য শিল্পী সংস্থা ’ শেরপুর জেলা ইউনিট -এর শিল্পীদলের পরিবেশিত একটি ‘‘নৃত্য সন্ধ্যা” আয়োজন করা হয়।
- ২৬শে মার্চ,২০১৭ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে  কেন্দ্রের নিজস্ব মিলনায়তনে কেন্দ্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় কবিতা পাঠের আসর ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং কেন্দ্রের ভবন ও ক্যাম্পাসে আলো সজ্জা করা হয়।
- কেন্দ্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় নিজস্ব মিলনায়তনে জেলার সাংস্কৃতিক শিল্পী , বাদ্য-যন্ত্রী ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক সংগঠনের কলা-কৌশলীদের সমন্বয়ে ০২দিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।

- স্থানীয় জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার-এর অনুরোধের প্রেক্ষিতে কক্সবাজার পাবলিক লাইব্রেরী প্রাঙ্গনে মুক্তি যুদ্ধ বিষয়ক মেলা উপলক্ষে কেন্দ্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় আলোচন সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

- ১লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ-১৪২৪ উদযাপন উপলক্ষে স্থানীয় জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার -এর উদ্যোগে গৃহিত কর্মসূচির সাথে সমন্বয় করে স্থানীয় পাবলিক লাইব্রেরী প্রাঙ্গনে কেন্দ্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং সেসাথে বাংলা ও রাখাইনদের ঐতিহ্যবাহী পিঠা মেলার আয়োজন করা হয়।
- কক্সবাজরের স্থানীয় রাখাইন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের ''মাহা সাংগ্রেন'' /রাখাইন নববর্ষ-১৩৭৯ উদযাপন উপলক্ষে ৩দিন ব্যাপী রাখাইনদের ঐতিহ্যবাহী পানি খেলার উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।
- স্থানীয় জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার -এর উদ্যোগে আয়োজিত 'বই মেলা-২০১৭' উদযাপন উপলক্ষে স্থানীয় কক্সবাজার পাবলিক লাইব্রেরী প্রাঙ্গনে কেন্দ্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় প্রতিদিন স!!দ্ধ্যায় ০৮(আট)দিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।
- গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ ইব্রাহিম হোসেন খান মহোদয়ের গত ১৯-২১ এপ্রিল, ২০১৭ কক্সবাজার জেলার সফর সুচির অনুযায়ী কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং রামু সদরে নির্মিয়মান রাখাইন সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট -এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। কেন্দ্রের নির্বাহী পরিষদের সদস্যসহ জেলার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে একটি মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়।
- কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ,কক্সবাজার শাখার যৌথ উদ্যোগে গত ২৪ মে,২০১৭ তারিখ বিশ^ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৬তম এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর ১১৮তম জন্মবর্ষিকী উপলক্ষে 'রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী' অনুষ্ঠান জাকজমকভাবে আয়োজন করা হয়।
- কেন্দ্রের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো গত ১৭ জুন,২০১৭ তারিখ দিনব্যাপী কেন্দ্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় নিজস্ব মিলনায়তনে স্থানীয় কক্সবাজার রাখাইন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
- কেন্দ্রের আর্থিক সহযোগিতায় কেন্দ্রের নিজস্ব মিলনায়তনে স্থানীয় কক্সবাজার থিয়েটার-এর উদ্যোগে ২০-২৬ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ০৭(সাত)দিন ব্যাপী কক্সবাজার নাট্য উৎসব আয়োজন করা হয়।

**৩। কেন্দ্রের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনাঃ**

- ১৫ আগস্ট ২০১৭খ্রিঃ তারিখ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪২তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন ।
- কক্সবাজার শহরের অবস্থিত মাধ্যমিক/ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের শুদ্ধ জাতীয় সঙ্গীত প্রশিক্ষণ প্রদান।
- রাখাইন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী প্রবারণা পূর্ণিমা অর্থাৎ 'ওয়াগ্যোয়ই পোয়েহ' উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ।
- ১৬ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ তারিখ মহান বিজয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ।

- মহান একুশে ফেব্রয়ারি, ২০১৭ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস পালন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসুচি গ্রহণ।
- ২৬শে মার্চ, ২০১৭ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ।
- ১লা বৈশাখ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ বাংলা নববর্ষ এবং রাখাইন নববর্ষ-১৩৭৯ রাখাইনব্দ 'মাহাসাঁগ্রেন পোয়েহ' উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ।
- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরূল ইসলামের জন্ম জয়ন্তী ও প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ।
- কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, রাঙ্গামাটির যৌথ উদ্যোগে সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসুচি উপলক্ষে বিভিন্ন কার্যক্রমসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন।
- সদাশয় সরকার, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় জেলা প্রশাসন কর্তৃক আদিষ্ট যে কোন বিষয়ে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বা অনুষ্ঠানাদি আয়েজন করা।
- দেশী-বিদেশী পর্যটক/ রাষ্ট্রীয় অতিথিবর্গের সম্মানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানআয়োজন।
- কেন্দ্রের নিয়মিত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং বাংলা নৃত্য-গীত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা।
- কক্সবাজার জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা।

**৪। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :**

- কেন্দ্রের মিলনায়তনটি আধুনিকায়ন, ১টি ডিজিটাল লাইব্রেরী ও এতদঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক উপকরণ সংগ্রহ সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য ১টি জাদুঘর স্থাপনের মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আধুনিক বিনোদন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা।
- রামু উপজেলায় রাখাইন সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউটের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ শীর্ষক কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং জনবলের ব্যবস্থা করা।
- সাংগ্রেন/জলকেলি/বিজু উৎসবটি আয়োজনের সময় জাতীয় প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে সম্পৃক্ত করে এই ঐতিহাসিক মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠানটি সমগ্র দেশে আড়ম্বরপূর্ণভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা।
- স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয়ে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি সম্পর্কিত রচনা ও কুইজ আয়োজন করা।
- কক্সবাজারের ইতিহাস ঐতিহ্য বিশেষভাবে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বিষয়ক ১টি সাহিত্য সাময়িকী পুষিÍকা ও গ্রন্থ প্রকাশ।
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষার উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে ১টি ভাষা শিক্ষা কোর্স চালু করা।

## ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি

**ভূমিকা:**

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি সংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠান। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতি ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত।

**ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট, খাগড়াছড়ির কার্যাবলী নিম্নরূপ:**

১. প্রত্যেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ইতিহাস, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তথা ভাষা, সাহিত্য, নৃত্য-সংগীত,কারুশিল্প, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, প্রথা, সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণা কর্মসূচী পরিচালনা করা।

২.ইতিহাস ঐতিহ্য সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে সেমিনার,সম্মেলন ও প্রদর্শনীয় আয়োজন এবং সে সব বিষয়ে সংগৃহিত পান্ডুলিপি/পুস্তক প্রকাশনা ও প্রামাণ্যচিত্র ধারন ও প্রচার।

৩. জাতীয় সংস্কৃতির মূলস্রোত ধারার সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন জাতীয় দিবস ও উৎসব উদযাপন এবং স্থানীয় শিল্পীদের রাষ্টীয় অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা।

৪. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী উৎসবসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগীতার আয়োজন।

৫. ভাষা, সাহিত্য, সংগীত,নৃত্য,নাটক ও চারূকলার বিষয়ে প্রশিক্ষণ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা।

**২০১৬-১৭ অর্থবছরেরকার্যাবলী:**

**প্রশিক্ষণ:**

নৃত্যে প্রশিক্ষণ কোর্সের আওতায় ১০০ জন, নাটক কোর্সের আওতায় ২০জন ,বাদ্যযন্ত্র (তবলা) কোর্সের আওতায় ২৫ জন ও সংগীত কোর্সের আওতায় ৫১ জন প্রশিক্ষাণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া ও পক্ষকালব্যাপী (বিশেষ প্রশিক্ষণ) চাকমা ভাষা, মারমা ভাষা,সংগীত, নাটক, বাদ্যযন্ত্র (তবলা) ও নৃত্যের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এতে মাতৃভাষা চাকমা ভাষায় ৩০জন, মারমা ভাষায় ৩০ জন, সংগীতে ৪৫ জন, নাটকে ২২ জন, বাদ্যযন্ত্রে (তবলা) ২০ জন এবং নৃত্যে ৬০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

পক্ষকালী ব্যাপী মারমা ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স-২০১৭ উদ্বোধন

**সাংস্কৃতিক উৎসব ও খেলাধুলা**

জেলা সদরে অত্র ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐতি্যবাহী উৎসব “বৈস্যু, সাংগ্রাই ও বিজু উৎসব-২০১৭” আয়োজন করা হয়। এতে বিভিন্ন খেলা-ধুলা ও আয়োজন করা হয়। যেমন: বেইন বুনন, পাজন রান্না, ঘিলে খেলা, সুতা কাটা, চিত্রাংকন, প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়। তাছাড়াও তিন দিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

বৈসু, সাংগ্রাই, বিজু উৎসব-২০১৭ এ ঘিলে খেলার পরিবেশনা

বৈসু, সাংগ্রাই, বিজু (বৈসাবি) উৎসব-২০১৭ এ চাকমাদের ঐহ্যিবাহী নাটক রাধামন ধনপতি পরিবেশনা

বৈসু, সাংগ্রাই, বিজু (বৈসাবি) উৎসব-২০১৭ এ বেইন বুনন প্রতিযোগীতা

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনা

**দিবস উদযাপন:**

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক কার্যালয় এ পাবর্ত্য জেলা পরিষদের সমন্বয়ে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবস উদযাপন করা হয়।। যেমন- মহান শহীদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস, মহান স্বাধীনতা দিবস, জাতীয় শিশু দিবস, জাতীয় শোক দিবস ও মহান বিজয় দিবসসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবস উদযাপন করা হয়।। ২১শে ফেব্রুয়ারী আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস উৎযাপনসহ চিত্রাংকন, কবিতা আবৃতি, স্ব স্ব মাতৃভাষায় সুন্দর হস্তাক্ষর প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়।

জাতীয় শোক দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পন

**লাইব্রেরী**

ক্ষুদ্র নৃগোস্থীসমূহের বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা, গল্প, উপন্যাস, প্রতিবেদন ইত্যাদি নানান বিষয়ের উপর বই লাইব্রেরীতে বই রয়েছে। সাধারণ পাঠকদের জন্য দেশের এবং বিদেশে বরণ্যে লেখকদের প্রায় ৫০০ বই সংগ্রহ করা হয়েছে।

বুক সেলফ

## মুদ্রণ ও বাধাই

খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে বৌদ্ধরঞ্জিকা (বৌদ্ধদিগের মূল ধর্ম গ্রন্থ) নামক বই পুন:সংস্করন ও মাতৃভাষা (চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা ভাষায় সংস্কৃতি বিষয়ক একটি অনিয়মিত সংকলন) নামে একটি সাময়িকী প্রকাশিত হয়।

বৌদ্ধ রঞ্জিকা

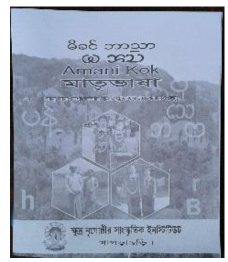

মাতৃভাষা

## ওয়েব সাইট চালু

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি উদ্যোগে www.knsikhagrachari.gov.bd নামে একটি নিজস্ব ওয়েব সাইট চালু করা হয়।

ওয়েবসাইটের ছবি

## ২০১৭-১৮ অর্থবছ্ছরের কর্মপরিকল্পনা:

- নৃত্য, সংগীত, তবলা ও নাটক ( নিয়মিত প্রশিক্ষণ কোর্স) প্রশিক্ষনের আয়োজন করা।
- নৃত্য, সংগীত, তবলা ও নাটক ( বিশেষ প্রশিক্ষণ পক্ষকালব্যাপী কোর্স) প্রশিক্ষনের আয়োজন করা।
- চাকমা মারমা ও ককবরক ভাষা মাতৃভাষা প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংগীত ও সংস্কৃতি উন্নয়নে সম্পকিত সেমিনার আয়োজন করা।
- খাগড়াছড়ি জেলাধীন উদীয়মান শিল্পীদের নিয়ে বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা আয়োজন করা এবং নির্বাচিত শিল্পীদের পুরস্কৃত করা।
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ঐতিহ্যবাহী উৎসব বৈসু, সাংগ্রাই ,বিজু (বৈসাবি) উৎসব আয়োজন করা।
- খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃংগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট এর আবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় রেকডিং ভবন কাম ডরমেন্টরী নির্মানকাজ বাস্তবায়ন করা ।

**উপসংহার**

জাতীয় সংস্কৃতি উন্নয়নে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অবদান অনস্বীকার্য। সেই লক্ষে সামনে রেখেই সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগীতায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

## রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, রাজশাহী

**১। সংস্থার পরিচিতিঃ-**

বাংলাদেশের নৃতাত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনধারা, ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা এবং সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষ্যে "রাজশাহী বিভাগীয় শহরে উপজাতীয় কালচারাল একাডেমি, খাগড়াছড়ি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সষ্টিটিউট এবং মৌলভীবাজার মনিপুরী ললিতকলা একাডেমি স্থাপন" শীর্ষক শিরোনামে তিনটি উপজাতীয় ইনষ্টিটিউট/একাডেমি নির্মাণ প্রকল্প জুলাই, ১৯৯৫ সালে শুরু হয়ে ডিসেম্বর, ২০০৩ এ সমাপ্ত হয়। প্রকল্পটি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নিয়ন্ত্রনে বাস্তবায়িত হয়।

রাজশাহী বিভাগীয় শহরে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্মিত 'রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমিটি রাজশাহী শহর থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে মোল্লাপাড়া নামক স্থানে অবস্থিত। একাডেমির চারিপাশে বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী/আদিবাসী পাড়া রয়েছে। তাছাড়া বিভাগীয় একাডেমি হওয়ার কারণে একাডেমির বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সেমিনার, মেলা ও উৎসবে রাজশাহী বিভাগের মোট ৮ (আট) টি জেলা থেকেই ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ থাকে। 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন' - ২০১০-এর প্রেক্ষিতে রাজশাহী বিভাগের মাননীয় বিভাগীয় কমিশনারের সভাপতিত্বে গঠিত ১০ (দশ) সদস্যের একটি নির্বাহী পরিষদের মাধ্যমে একাডেমির সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

**২। সংস্থার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কার্যক্রমঃ-**

ক. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, নাটক, বাদ্য ও চারুকলার বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

খ. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণকে জাতীয় সংস্কৃতির মূল শ্রোতধারার সহিত সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন জাতীয় দিবস ও উৎসব উদযাপন, স্থানীয় শিল্পীদের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

গ. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনধারা, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সমাজ ও সংস্কৃতির উপর সেমিনার, সম্মেলন ও প্রদর্শনীর আয়োজন এবং সেই সব বিষয়ে পুস্তুক সাময়িকী প্রকাশনা এবং প্রামাণ্য চিত্রধারণ ও প্রচার করা।

ঘ. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ইতিহাস, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তথা ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, বাদ্য, কারুশিল্প, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান রীতিনীতি, প্রথা, সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা এবং গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনা করা

ঙ. আন্ত জেলা সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচী গ্রহণ করা।

চ. দেশে বিদেশে আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রম তুলে ধরা।

ছ. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী উৎসব অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগীতার আয়োজন করা।

জ. সাংস্কৃতিক ও নাট্য সংগঠনসমুহকে আর্থিক অনুদান এবং আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ও অসহায় শিল্পীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান ।করা।

ঝ. কৃতি ও বরেণ্য শিল্পীদের সম্মানি ও সম্মাননা প্রদান করা।

ঞ. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণের লুপ্তপ্রায় সাংস্কৃতিক উপাদান সংগ্রহ করে যাদুঘর স্থাপন করা।

ট. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বিষয়ক গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রভৃতি নিয়ে লেখা পুস্তুক/গল্পসংগ্রহ করে একটি মূল্যবান লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গবেষকদের সহায়তা প্রদান করা।

**৩। প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবলঃ-**

ক) জনবলঃ

| শ্রেণী | অনুমোদিত পদসংখ্যা | কর্মরত পদসংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১ম শ্রেণী | ২ টি | ২ টি | উপপরিচালক পদে অতিরিক্ত দায়িত্বে ১জন নিয়োজিত রয়েছে। |
| ২য় শ্রেণী | ৫ টি | ৩ টি | প্রশিক্ষক (নৃত্য) ও প্রশিক্ষক (বাদ্য) সহ ২টি পদ শূন্য রয়েছে। |
| ৩য় শ্রেণী | ৩ টি | ২ টি | কম্পিউটার অপারেটর ১টি পদ শূন্য রয়েছে। |
| ৪র্থ শ্রেণী | ২ টি | ২ টি | |
| মোট= | ১২ টি | ০৯ টি | |

**খ) অর্গনোগ্রামঃ**

উপপরিচালক

১ X উপপরিচালক

১ X কম্পিউটার অপারেটর

১ X গাড়ি চালক

১ X এম এল এস এস

১ X পাহারাদার

প্রশিক্ষক

গবেষণা কর্মকর্তা

১ X প্রশিক্ষক (সংগীত)

১ X প্রশিক্ষক (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সংগীত)

১ X প্রশিক্ষক (বাদ্য)

১ X প্রশিক্ষক (নৃত্য)

১ X প্রশিক্ষক (নাটক)

১X গবেষণা কর্মকর্তা

১ X গবেষণা সহকারী

**৪। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ-**

ক. প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমিতে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বিষয় যেমন সাধারণ সংগীত, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সংগীত, নৃত্য, বাদ্যযন্ত্র ও নাটক এর উপর প্রশিক্ষন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সপ্তাহে ৩ দিন প্রশিক্ষন ক্লাস ত্রবং বাকি ২ দিন মহড়া ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

খ. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনঃ অমর ২১ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, মহান স্বাধীনতা দিবস ও মহান বিজয় দিবসসহ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দিবসগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে  উদ্যাপন করা হয়। প্রতিটি

দিবসের কর্মসূচীতে প্রতিযোগিতা, আলোচনাসভা, পুরস্কার বিতরণী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

গ. লাইবেরী সমৃদ্ধ করনঃ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী গুরুত্বপূর্ণ নানাবিধ বিষয়ভিত্তিক বইপত্রের সমন্বয়ে ১টি লাইবেরী স্থাপন করা হয়েছে। বিগত বছর গুলিতে নতুন নতুন বই ক্রয়ের মাধ্যমে লাইব্রেরী সমৃদ্ধ হয়েছে।

ঘ. জন্ম-জয়ন্তী উদযাপনঃ জাতীয় শিশু দিবস, রবীন্দ্র জন্ম-জয়ন্তী এবং নজরুল জন্ম-জয়ন্তী অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উদ্যাপন করা হয়।

ঙ. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বিভিন্ন দিবস ও উৎসব উদ্যাপনঃ- উত্তরাঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বাহা, সহরায়, কারাম, জিতিয়া প্রভৃতি উৎসব এবং সিঁধু-কানু দিবসসহ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবসমুহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্যাপন করা হয়।

চ. মতবিনিময় সভাঃ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ ও অবিভাবকদের সাথে প্রতি ৩ মাস অন্তর মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় একাডেমির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধি ও সমসাময়িক নানা বিষয়ে আলোচনা করে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়।

ছ. সেমিনারঃ রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে প্রতি বছরেই উত্তরাঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে বিষয়ভিত্তিক সেমিনারের আয়োজন করা হয় যেখানে বিভাগের ৮টি জেলা থেকেই প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

জ.স্যুভেনির সপঃ ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে স্যুভেনির সপ এর জন্য প্রয়োজনীয় বইপত্র, সাময়িকী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব হস্তশিল্প, শো-পিস, পোশাক, ফটোএলবাম, ছবি, পোষ্টার, প্রভৃতি প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

ঝ. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ঐতিহ্য সংগ্রহশালা স্থাপনঃ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী পোশাক সামগ্রী, ব্যবহার্য গৃহস্থালী সামগ্রী, বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র, ব্যবহার্য বিভিন্ন ধরনের অলংকারাদি, শিকারের সাজসরঞ্জাম এবং ব্যবহার্য বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্রের সমন্বয়ে যাদুঘর স্থাপন করা হয়েছে। প্রতি অর্থবছরে নতুন নতুন সংগ্রহের মাধ্যমে সংগ্রহশালাটি সমৃদ্ধ করা হয়।

**৫। ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ-**

ক. প্রশিক্ষণ ভবন কাম ডরমেটরী নির্মানঃ একাডেমিতে ছাত্র/ছাত্রীদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় কক্ষ না থাকায় সুষ্ঠুভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কক্ষ নির্মাণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। অনেক দুরদুরান্ত থেকে ছাত্র/ছাত্রীরা প্রশিক্ষণ নিতে একাডেমিতে এসে থাকেন। আবাসিক ব্যবস্থা থাকলে দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের ও বিভিন্ন জেলার ছেলে-মেয়েদেরকেও প্রশিক্ষণ প্রদান সম্ভবপর হবে।

খ. একাডেমির বিদ্যমান অডিটেরিয়ামের সংস্কার ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা সংযোজনঃ একাডেমির বিদ্যমান অডিটেরিয়ামের সংস্কার ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রন .ব্যবস্থা না থাকায় গরমের সময় অনুষ্ঠান করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রচুর দর্শক সমাগম হওয়ায় মাননীয় অতিথিবৃন্দ, শিল্পীবৃন্দসহ সকলকেই নিদারুন কষ্ট করে অনুষ্ঠান উপভোগ করতে হয়। বিধায়, একাডেমির অডিটেরিয়ামে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংযোজন করা অতীব

প্রয়োজন এবং একাডেমির অডিটোরিয়ামের বিভিন্ন স্থানে দেওয়াল ড্যামেজ হয়ে পড়ায় তা মেরামত করা প্রয়োজন।

গ. একাডেমির জন্য ১টি  মাইক্রোবাস ক্রয়ঃ একাডেমিতে ১টি যানবাহনও না থাকায় একাডেমির সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনায় প্রতিনিয়ত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তাই জরুরী ভিত্তিতে একাডেমির জন্য একটি মাইক্রোবাস ক্রয় করা প্রয়োজন।

ঘ. আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মানঃ রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমিটি বিভাগীয় একাডেমি হওয়ায় বিভাগের অন্যান্য জেলার এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মান করা প্রয়োজন যাতে একাডেমির প্রশিক্ষকবৃন্দ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গিয়ে অধিকতর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ছেলে-মেয়েদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে।

ঙ. জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক উৎসব ও মেলা আয়োজনঃ উত্তরাঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নান্দনিক সাংস্কৃতিকে সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরতে এবং তাদের হস্তশিল্পের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক উৎসব ও মেলা আয়োজন করা প্রয়োজন।

চ. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিল্পীদের প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচী বাস্তবায়নঃ প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন গ্রামে লুকিয়ে থাকা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রতিভাবান শিল্পীদের খুজে বের করে প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে এ ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন।

**৬। উপসংহারঃ-**

বাংলাদেশে ঋতু বৈচিত্রের মতই বৈচিত্রময় এদেশের মানুষ, তাদের সংস্কৃতি। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বাঙ্গালী, কিন্তু তাদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃতাত্বিক জাতি রয়েছে অনেকগুলো।, নৃত্বাত্তিক জাতিসত্তার সংখ্যা প্রায় ৫০ টি। এর মধ্যে রাজশাহী অঞ্চলে ২১টি ক্ষুদ্র নৃতাত্বিক জাতির বসবাস রয়েছে। এসব জাতির মানুষ যুগ যুগ ধরে মূলধারার মানুষের সাথে পাশাপাশি বাস করছে এদেশে । তাদের বর্ণময়, বর্নাঢ্য সংস্কৃতি সমৃদ্ধ করেছে এদেশের সংস্কৃতিকে। বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতির বিকাশে এই জাতিসত্তার সংস্কৃতির অবদান রয়েছে। সুতরাং আমরা মনে করি, সরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত এই একাডেমির সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা। বিশেষত: বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত হতে বসেছে যেসব সাংস্কৃতিক উপাদান, সেগুলোকে চর্চা ও সংরক্ষণ করা। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের সাথে মূলধারার মানুষের যোগাযোগের ক্ষেত্র  নির্মাণ করা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি সুরক্ষায় সার্বিক সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান এবং বিষয়ভিত্তিক নানাবিধ গবেষনা, প্রকাশনা, প্রদর্শনী ও প্রচারের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও প্রসারে ভূমিকা পালন করা।

# মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি, মৌলভীবাজার

**সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭ প্রকাশের জন্য তথ্য/উপাত্ত**

**১। দপ্তর/সংস্থা/অনুবিভাগের পরিচিতি:**

নবম জাতীয় সংসদে বিগত ০৫ এপ্রিল ২০১০ তারিখ বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনুপম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ্য আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন, বিকাশের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০ (২০১০ সনের ২৩ নং আইন) পাশ করা হয়েছে। আইনটি প্রবর্তিত হওয়ায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির উন্নয়ন, বিকাশ, সংরক্ষণ ও লালনের পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঋনগণকে দেশের মূল স্রোতধারার জাতীয় সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করে তোলার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ সহজতর হয়েছে। এ আইন বলবৎ হওয়ার সাথে সাথে ১৯৭৭ সালে 'মণিপুরী ললিতকলা একাডেমী' নামে কার্যক্রম শুরু করা এই প্রতিষ্ঠানটি একই নামে স্বতন্ত্র আইনগত সত্তাবিশিষ্ট সংবিধিবদ্ধ একটি সংস্থা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

**২। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যাবলী:**

**সংস্কৃতি শাখার কার্যাবলী:**

১) মণিপুরী ললিতকলা একাডেমীর উদ্যোগে ২ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এতে ১২টি বিষয়ে মোট ১২০জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নেয়। উক্ত বাৎসরিক সাংস্কৃতিক কর্মশালার ১০টি বিষয়সমূহঃ ১. অভিনয়, ২.নৃত্য (সাধারণ) ৩. তবলা, ৪.মৃদঙ্গ, ৫. রথপালা ৬.হোলি ৭.খুবাকুশি, ৮.মণিপুরী নৃত্য, ৯. সংগীত (সাধারণ), ১০. মণিপুরী সংগীত ১১. ভাষা ও বর্ণলিপি ১২. মণিপুরী প্রথাতত্ত্ব। প্রশিক্ষণ শেষে বর্নাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের উপস্থিতিতে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সম্মানী ভাতা ও সনদপত্র বিতরণ করা হয়। সবশেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়।

২) বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান নায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদৎ বার্ষিকিতে শোক দিবস, ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস, ২১শে ফেব্রুয়ারী মহান শহীদ দিবস (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস), ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস, রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী, মণিপুরী সমাজের সাংস্কৃতিক জাগরণের অগ্রদূত প্রয়াত গোকুলানন্দ গীতিস্বামীর জন্মদিবসে সামজিক সংগঠনের উদ্যোগে একাডেমীর সহযোগিতায় বিশেষ অনুষ্ঠান, সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে একাডেমীর সহযোগিতায় কৃষ্ণজন্মাষ্টমী পালন, মণিপুরীদের ঐতিহ্যবাহী উৎসব বিষু উদ্‌যাপন করা হয়।

৩) বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালী, মেলা ও অনুষ্ঠানের আয়োজন।

৪) মণিপুরীদের প্রধান ধর্মীয় সামাজিক উৎসব রাসপূর্ণিমায় একাডেমীর পক্ষ থেকে বুকস্টল বসানো হয়। এতে হস্তশিল্প ও কারুশিল্পেরও প্রদর্শনী হয়।

৫) ১৬ই মার্চ মণিপুরী (বিষ্ণুপ্রিয়া) ভাষাশহীদ সুদেষ্ণা সিংহের প্রয়াণ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

৬) শহীদ মুক্তিযোদ্ধা গিরীন্দ্র কুমার সিংহের মৃত্যুদিবসে সামাজিক সংগঠনের সাথে যৌথ উদ্যোগে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়।

৭) মণিপুরী সমাজের সামাজিক উন্নয়নের রূপকার দীননাথ সিংহের প্রয়াণ দিবসে সামাজিক সংগঠনের সাথে যৌথ আয়োজনে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়।

**খ। গবেষণা ও প্রকাশনা শাখার কার্যাবলী:**

১) ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরের গবেষণা ও প্রকাশনার উদ্যোগে মাতৃভাষায় অক্ষর জ্ঞান শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় মণিপুরী ভাষা ও বর্ণলিপি বিষয়ে ভাষা শিক্ষা কোর্সের আয়োজন করা হয়।

২) মণিপুরী তথা অত্র অঞ্চলের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সমুহের জীবন ও সংস্কৃতির উপর গবেষণালব্ধ গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়।

৩) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও বিকাশে সেমিনার, আলোচনা সভা ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

৪) মণিপুরী সংস্কৃতির প্রথাগত বিষয়ে গবেষণাধর্মী কোর্সের আয়োজন করা হয়।

**গ. গ্রন্থাগার ও জাদুঘর শাখার কার্যাবলী:**

১) মণিপুরী ললিতকলা একাডেমীর গ্রন্থাগারটিকে নতুনভাবে সাজানো ও বিন্যস্ত করা হয়েছে।

২) গ্রন্থাগারের জন্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বিষয়ক গবেষণাধর্মী বেশ কিছু বই ক্রয় করা হয়েছে।

৩) একাডেমীর জাদুঘরের জন্য কিছু মণিপুরী মোটিফ সম্পন্ন শিল্পকর্ম ক্রয় করা হয়েছে।

৪) মণিপুরীদের ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প ক্রয় করা হয়েছে।

৫) মণিপুরীদের লোকাচারে ব্যবহৃত তাপু, নিবুরী, পলাঙ, লঙ, যতর, নিপু ইত্যাদি নানাধরণের বস্তুসামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে।

**ঘ. ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা:**

১) মণিপুরী ললিতকলা একাডেমীর বাৎসরিক প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে নিম্নলিখিত ১০টি বিষয়ে মোট ১০০জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রসারে তাদেরকে উপযোগী করে তোলা হবে।

**প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহঃ** ১. অভিনয়, ২.নৃত্য (সাধারণ) ৩. তবলা, ৪.মৃদঙ্গ, ৫. রথপালা ৬.হোলি ৭.খুবাউশি, ৮.মণিপুরী নৃত্য, ৯. সংগীত (সাধারণ), ১০. মণিপুরী সংগীত ১১. ভাষা ও বর্ণলিপি ১২. মণিপুরী প্রথাতত্ত্ব। প্রশিক্ষণ শেষে বর্নাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সম্মানী ভাতা ও সনদপত্র বিতরণ করা হবে।

২) বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান নায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদৎ বার্ষিকীতে শোক দিবস, মহান বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, মহান শহীদ দিবস (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস), রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী, মণিপুরী সমাজের সাংস্কৃতিক জাগরণের অগ্রদূত প্রয়াত গোকুলানন্দ গীতিস্বামীর জন্মদিবসে সামজিক সংগঠনের উদ্যোগে একাডেমীর সহযোগিতায় বিশেষ অনুষ্ঠান, সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে একাডেমীর সহযোগিতায় কৃষ্ণজন্মাষ্টমী পালন, মণিপুরীদের

ঐতিহ্যবাহী উৎসব বিষু উদযাপন,ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষার সংকট ও সম্ভাবনা এবং সংস্কৃতি বিষয়ে বিশেষ সেমিনার আয়োজন করা হবে।

৩) বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালী, মেলা ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

৪) মণিপুরীদের প্রধান ধর্মীয় সামাজিক উৎসব রাসপূর্ণিমায় একাডেমীর পক্ষ থেকে বুকস্টল বসানো। এতে হস্তশিল্প ও কারুশিল্পেরও প্রদর্শনী করা হবে।

৫) ১৬ই মার্চ মণিপুরী (বিষ্ণুপ্রিয়া) ভাষাশহীদ সুদেষ্ণা সিংহের প্রয়াণ দিবস উদযাপন করা।

৬) শহীদ মুক্তিযোদ্ধা গিরীন্দ্র কুমার সিংহের মৃত্যুদিবসে সামাজিক সংগঠনের সাথে যৌথ উদ্যোগে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

৭) মণিপুরী সমাজের সামাজিক উন্নয়নের রূপকার দীননাথ সিংহের প্রয়াণ দিবসে সামাজিক সংগঠনের সাথে যৌথ আয়োজনে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

৮) বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেয়া বীর মণিপুরী মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদান করা।

৯) একাডেমীর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ভাষা-সাহিত্য বিষয়ক লেখা নিয়ে সংকলন প্রকাশ করা।

১০) ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী বিষয়ে একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা।

১১) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বিষয়ক গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশ করা।

**উপসংহার:**

মণিপুরী ললিতকলা একাডেমী মৌলভীবাজার জেলার ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীসমূহকে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উজ্জীবিত, সংস্কৃতিমনস্ক, সৃজনশীল ও কর্মতৎপর করে গড়ে তোলার রূপকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরণের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে চলেছে। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটি সেইসব জনগোষ্ঠীর ইতিহাস, ঐতিহ্য, লোকশিল্প, মাতৃভাষা, বর্ণমালা, সাহিত্য, প্রথা, লোকাচার, কৃত্য ইত্যাদি সংরক্ষণ, লালন, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন করার লক্ষ্যে স্বীয় কার্যক্রমকে নিরন্তর জনসম্পৃক্ত এবং গনমুখী করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।